প্রকাশক :
অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র বসু, এম. এস্-সি
৩৭১।৩১ জি. টি. রোড
বেলুড়, হাওড়া

প্রথম প্রকাশ :
শ্রীপঞ্চমী
১লা ফেব্রুয়ারী
১৯৬০

মুদ্রণ :
শ্রীমুরারি মোহন কুমার
শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৮০, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৪

প্রচ্ছদ :
শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৮০, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৪

মূল্য :
তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

স্মরণে

সহোদরোপম দেবর ৺মনীন্দ্রচন্দ্র বসুর

স্মৃতির উদ্দেশে

হে মহাপ্রাণ,
যে অমৃত লোকে করেছ প্রয়াণ,
জানি না তা কত দূর,
পঁহুছে কি সেথায় ব্যথিত জনের
বেদনা-ব্যাকুল সুর!
যত দূর হোক্, স্মৃতি তবু কাছে
রহিয়াছে চারিধারে
অসার সংসারে সকলি অনিত্য,
স্মৃতি কে নাশিতে পারে!

নিবেদন

'পুষ্পাঞ্জলি' আমার কতকগুলি কবিতা ও গানের সমষ্টি মাত্র। সাহিত্যক্ষেত্রে এ আমার প্রথম প্রয়াস। ভুল ত্রুটী থাকা অসম্ভব নয়। তথাপি ইহার একটি লাইনও যদি কাহারও ভাল লাগে, তাহা হইলেই আমার লেখনী ধারণ সার্থক হইবে।

৩৭১।৩১, জি, টি, রোড
বেলুড়, হাওড়া।

শ্রীচপলা বসু

সূচীপত্র

মাতঃ বাণী

নমি মা জননী, বিদ্যারূপিণী
জ্ঞানদায়িনী বাণী,
শুভ্র বসনা, সুহাস রসনা,
মধুর মুরতিখানি।

কুন্দ বরণা, সুনীল নয়না,
অপরূপ ঐ মাধুরী,
স্নেহ মমতায়, মাখা যেন তায়,
বরষে করুণাবারি।

বীণাখানি করে, গভীর ঝঙ্কারে,
তুলিছ মোহন তান,
তাহারি পরশে বিপুল হরষে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ।

সুরের তরঙ্গে নাচে রাগ রঙ্গে
আঘাতিয়া হৃদি-তারে,
মুরছিয়া পড়ে চরণের পরে
বিলাইয়া আপনারে।

ঐ পায়ে ঠাঁই, যেন মাগো পাই
এ কামনা জাগে প্রাণে
অজ্ঞানরাশি যায় যেন ভাসি
তোমারি করুণা দানে।

হে বিধাতা !

হে বিশ্ব বিধাতা, হে বিরাট,
মহাযোগী, মহামৌন,
নিশ্চল, নির্ব্বিকার ;
লহ নমস্কার ।

হে প্রশান্ত, গম্ভীর, আদিঅন্তহীন,
অজেয়, অজ্ঞেয়, মহাআত্মানন্দে লীন,
ধ্যান-নিমীলিত আঁখি অন্তর-মুখীন
হে চির রহস্য আধার ;
লহ নমস্কার ।

কোটী কোটী গ্রহতারা তব পদতলে,
কোটী রবি, শশী, করতলে জ্বলে,
অনন্ত পাবক শিখা, অনন্ত ভালে,
মহাকাশে ব্যাপ্ত, রুক্ষ জটাভার ।
হে অদ্ভুত, হে বিচিত্র
লহ নমস্কার ।

সর্ব্বভূত ধারক, সর্ব্বলোক পালক,
সর্ব্বশোক নাশক, সর্ব্বজন শাসক,
শরণাগতের গতি, দীন-সহায়ক,
করুণার স্রোতস্বিনী বহে অনিবার ;
হে দয়াল, হে ভয়াল,
লহ নমস্কার ।

তব ইঙ্গিতে বিঘূর্ণিত, গ্রহ তারাগণ
দিবস-রজনীর ক্রম-বিবর্ত্তন,
বারিধির শ্রান্তিহীন তাণ্ডব নর্ত্তন,
অনন্ত তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ তীব্রজলধার
হে অশেষ, হে বিশেষ,
লহ নমস্কার।

বায়ুর ফুৎকার এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া,
প্রাণাধারে প্রবাহিত, অলক্ষ্যে থাকিয়া,
জড়েতে চৈতন্য তুমি, দেহ মাঝে হিয়া ;
নিরাকারে হে মূর্ত্ত সাকার,
লহ নমস্কার।

ওই গিরি, নদী, শ্যামলিমা, সিন্ধু,
তব সৃজনলীলার এক বিন্দু,
হৃদয়ে হৃদয়ে তুমি জ্ঞান-ইন্দু,
জগতের তুমি সারাৎসার,
হে দুর্ব্বোধ্য, হে অগম্য,
লহ নমস্কার।

লহ মা

কিবা মধুর ঝঙ্কারে বাজে ধীরে ধীরে
মা তোমার বীণাখানি,
সে সুর লহরী শুনে তব দ্বারে
এসেছি গো বীণাপানি।

যে সুরে বিশ্বে জাগে নবপ্রাণ,
বেজে উঠে হৃদি-তার,
খুলে যায় যত আঁধার মনের
রুদ্ধ কঠিন দ্বার।

সে সুরে মুগ্ধা, এ গুণ হীনা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে লাজে,
কোন্ পুণ্যবলে যাব পদপাশে,
অকৃতে তাহা কি সাজে!

যদি কৃপাবশে বারেক খোল, মা,
মন্দির-দ্বারখানি
তোমারি করুণা অযোগ্যের প্রতি
করুণাময়ী বাণী।

জানি মা আমার নাই সে সাধনা,
পূজার সে উপচার,
ভক্তগণের মাঝারে দাঁড়াব,
কোথা সেই অধিকার!

তবুও এসেছি সভয়ে সলাজে,
বিশ্বের রাজরানী,
পদ-পঙ্কজে দিতে ত্ব'টি ফুল,
জুড়িয়া তুইটি পাণি।

কি আর দিব মা, নাইত কিছুই,
নিবেদিতে ঐ চরণে,
শুধু এ হৃদয়, তাই সঁপিবারে
এসেছি তোমারি শরণে।

দীনজন পরে তব করুণার
নাহি ত অভাব কভু,
শুধু সেই আশে, আজি পদপাশে,
অধম এসেছে তবু।

বরাভয় দানে কৃতার্থ কর মা,
তমো আঁধার নাশিনী,
বিশ্বের আশা, বিশ্বের ভাষা,
দিব্য-বিভায় ভাসিনী।

কল্যাণকারিণী, ভব তুখ হারিণী,
ভুবন মোহিনী মাতঃ,
সহস্র দামিনী চমকে যেমনি,
উজ্জ্বল প্রতিভাত।

কোটী শশী জিনি সুন্দর আনন,
কনক-কিরীট শিরে,
চিকুর কলাপ শুভ্র দেহেতে
মেঘ সম আছে ঘিরে।

মরাল আসীনা, মনোহর বীণা,
মৃণাল বাহুতে শোভে,
মৃদু-মধু তান, জুড়াইছে প্রাণ,
ভক্তগণ-মন লোভে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান রূপিনী জননী
হৃদয়ে পরমা শান্তি,
জীবন-তিমিরে মণিদীপ সম,
বিকীর-বিমল কান্তি।

মঙ্গলময়ী, ত্রিকালজয়ী,
জ্যোতি স্বরূপা ভারতী,
লহ মা দীনার, ক্ষুদ্র পূজার
হৃদয়ের এই আরতি॥

লেখনী

হে মোর লেখনী,
জেগে ওঠ আজি নব শক্তিতে,
নব চেতনায়, নব প্রেরণায়,
জগতের হিতে, প্রেমে-ভক্তিতে।

বিগলিত লাভাসম কর নিঃসারিত,
অজস্র ধারে, অবিরত অবারিত ;
মর্ম্মস্পর্শী, যত অগ্নিবাণী,
মন্দ্রিত, স্পন্দিত, করে বিশ্বখানি।

হৃদয়ে হৃদয়ে কর প্রবাহিত,
স্নায়ুতে স্নায়ুতে কর সঞ্চারিত,
নবীন আশার আলো নবীন উদ্যম,
অদম্য শকতি পুঞ্জ বিদ্যুৎসম।

যেথা দুঃখ, যেথা হাহাকার,
যেথা ব্যাপ্ত ঘন অন্ধকার,
নিত্য হয় যেথা ঘোর অবিচার,
অত্যাচার পীড়িতের বহে অশ্রুধার,
তড়িৎগতিতে ছুট, অপ্রতিহত,
অগ্রগতি তব যেন না হয় ব্যাহত,
দুর্ভাগ্যের অশ্রুজল মুছাইয়া দাও,
সর্ব্ব দুঃখে সমভাবে সদা ভাগ নাও।

খোল দ্বার

প্রভু, জাগো, খোল, মন্দির দ্বার
প্রাণের প্রদীপ জ্বালায়ে এনেছি,
এনেছি অশ্রু-অর্ঘ্যভার।
রুদ্ধ দুয়ারে করাঘাত করে,
নিরাশ বেদনা হৃদয়ে ধরে,
ফিরে যে গিয়েছি কতবার!
অকৃত অধমে দাওনি তো দেখা,
আঁধারে খুঁজেছি শুধু পদরেখা,
শুকায়ে গিয়েছে ফুলহার।
বিক্তা পূজারিণী কিছু নাহি আর,
শুষ্ক দু'টি ফুল দিতে উপহার,
এসেছি দুয়ারে আজি, ফিরায়ো না আর।
কঠিন কুটিল পথে এসেছি হেথা,
আহত হৃদয় মনে বহিয়া ব্যথা,
বেদনায় ক্ষরে রুধির ধার।
শুনেছি তুমি হে করুণা সিন্ধু,
হবে না কি দয়া তবু এক বিন্দু?
কঠিনতা সাজে কি তোমার!
পাষাণ দেবতা ভাঙ্গ ঘুমঘোর,
আঁখি খুলে চাহ, আঁখি পানে মোর,
হের, ওগো, এই আঁখিধার।
এ ধারায় দুটি চরণ ধোয়াইয়া,
নীরবে যাব এই ফুল নিবেদিয়া,
মুখ তুলে শুধু চাহ একবার।

কবি

আমি কবি, ভাই
গান গেয়ে যাই,
ধরণীর রাজপথে,

নাই বাধা বন্ধ,
নাই গতিচ্ছন্দ,
বে-পরোয়া টানি
জীবন রথে।

আকাশের কোলে
রচি মোর ঘর
এ জগতে নাই
আপন পর,

দুঃখ দৈন্য
চির সহচর
তবু হাসি কোনমতে।

হাসি কান্নার
মালা গেঁথে যাই,
সাহারার বুকে
কুসুম ফুটাই,

মনের খেয়ালে
রচি' যা খুশী, তাই,
ভাবি না'কো অতশতে।

ভাঙ্গা গড়া শুধু
আমার কাজ,
পুরাতনে দিই'
নূতন সাজ,

কল্পনা লোকে
অবারিত রাজ,
বদ্ধ বাতুল আমি
কাহারও মতে।

কবিতা

এস, এস, প্রিয়সখী, কবিতা সুন্দরী,
তোমার আসার আশে কাটে বিভাবরী
নিদ্রাহীন মোর ; শুনিবার তরে তব,
নূপুর নিক্কন, মধুর অভিনব।
ছন্দিত, নন্দিত নৃত্যের ভঙ্গীতে,
মুখরিত করে এস, সুললিত সঙ্গীতে।
হেথা আমি একাকিনী, সাথী নাই কেহ,
তোমার বিহনে শূন্য, রিক্ত মোর গেহ।
এ জগতে সব কিছু পারি অনায়াসে
ত্যজিতে, সখী, যদি তুমি থাক পাশে।
ছেড়েছি, দুনিয়াদারী, ছেড়েছি লালসা,
ছেড়েছি আত্মীয় বন্ধু, জীবনের আশা।

তোমারে করেছি সার, এ মোর কামনা,
চিরসাথী থাক, ওগো, জীবন-সাধনা।
প্রাণের গোপন কথা শুনাব তোমারে, রাণী,
তোমারি চরণ তলে সঁপিব হৃদয়খানি।
রুদ্ধ এ গৃহে আমি সংসার বৰ্জ্জিতা,
নিয়ে যেও, তুমি মোরে, ও আমার মিতা,
স্বপ্নপরী কল্পনার নব নব লোকে,
দুর্বোধ, দুর্গম, জ্ঞানের আলোকে।
বন্দিনী রাখিবে মোরে, সাধ্য কাহার,
এ ক্ষুদ্র সীমা হয়ে যাবে, অসীম আকার।
চাহি না কাহারো কৃপা, চাহি নাগো যশমান,
তোমারে পাইলে সখী, লভিব শ্রেষ্ঠ দান।
এস, ওগো, লীলাময়ী, ছন্দময়ী, কবিতা
আমার জীবনাকাশে হয়ে থাক সবিতা।

বাধা

কে তুমি, কে তুমি, বল, পর্বত প্রায়
রুধিয়া আমার পথ, বারংবার হায়,
সমুখে দাঁড়াও এসে, বিঘ্নের মত,
অগ্রগতি কর মোর, সদা প্রতিহত;
দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার সম নিবিড় বেষ্টনে,
কারারুদ্ধ করে রাখ, অন্ধকার কোণে,
আলোকের লেশ সেথা, নাই, নাই, নাই,
ও ছায়ার মায়া আমি ভুলিবারে চাই।

মৃত্যুর এ শীতলতা চাহি না ত আর,
উষ্ণতায় ভরে দাও, এ বক্ষ আমার।
সরে যাও সরে যাও, মুক্ত কর পথ,
অবাধে চলিতে দাও জীবনের রথ।
আলোকের দেশে যাব করিয়াছি পণ,
ছিন্ন কর, মুক্ত কর, সকল বাঁধন।
বিদূরিত কর এই মোহের ছলনা,
মিথ্যা ও নাগপাশে বাঁধিয়া রেখনা,
অনন্তের পথে আজি মোর অভিযান,
ও দুর্লজ্ঘ্য যেতে দাও, দিও নাগো টান

কোথা পথ

কোথা পথ কোথা আলো!
নিবিড় তিমিরে দীপ জ্বালারে জ্বালো।

অজানা পথের যাত্রী
চলিতেছি দিবারাত্রি,
সাথীহারা একা অসহায়,
নিশীথের অন্ধকার
ছেয়ে আছে পারাবার,
কিছু নাহি হায়, দেখা যায়।

উঠি, পড়ি, বার বার,
চোখে বহে অশ্রুধার,
আঘাত বেদনা কত পাই,
কোথা তুমি দীননাথ,
ধর ধর মোর হাত,
তুমি ছাড়া আর কেহ নাই।

নিদারুণ এ যাতনা,
সহে নাগো সহে না,
মিথ্যা স্বপন গিয়েছে টুটি,
কণ্টক আঘাতে হায়,
রক্তে যেগো ভেসে যায়,
বিক্ষত এ শ্রান্ত পদ দুটি।

অবসন্ন দেহ ভার,
বহিতে পারি না আর,
দাও তব অমৃত পরশ,
মুর্চ্ছাহত প্রাণখানি
সঞ্জীবিত কর পুনি,
হোক্ তাহা প্রফুল্ল সরস।

আঁখি আগে ঢালো, ঢালো,
যেথা যত আছে আলো,
তোল, ধরে তোল. গা আমারে,
লয়ে চল সেই দেশে,
যেথা আলো স্রোতে ভেসে
পুত হবো অন্তরে বাহিরে।

তুমি যে করুণা সিন্ধু,
দাও, তব কৃপাবিন্দু,
পথরেখা বল কোন্ দিকে ?
কত দূরে গেলে আর
লভিব চরণ সার,
অন্ধকার ভরিবে আলোকে ।

যাত্রী

মরুপথ বাহি' চলেছি একাকী,
সব হারা আমি রিক্ত,
শান্তি-সুখ হীন শুষ্ক জীবন
গরলের মত তিক্ত ।

তবু ও এভার বহি' অনিবার,
শ্রান্তরে অতিরিক্ত,
দু'নয়নে জাগে আঁধার কালিমা,
বেদনা-বারিসিক্ত ।

শক্তি দাও

শক্তি দাও, ভগবান !
সহিতে পারি যেন তোমার অমোঘ দণ্ড,
মর্ম্মভেদী বজ্রবাণ ।
বিচলিত নাহি হই, বহি অনায়াসে,
বক্ষমাঝে এই শেল, নাহি মরি ত্রাসে,
দুখের গরল রাশি আকণ্ঠ করিয়া পান,
হাসি মুখে গাই যেন তোমার মহিমা গান ।
তোমার কল্যাণ-হস্ত থাক্ আবরিয়া,
দুখ-দগ্ধ, বিক্ষত, এ জর্জ্জরিত হিয়া ।

চলিতে হবে

তবুও চলিতে হবে ।
এ মরু কান্তার হ'তে হবে পার
এ মহা যাত্রার সমাপ্তি তবে ।

তপ্ত বালুতে ডুবে যায় পা,
জ্বলে পুড়ে যাক্, তবু চলে যা,
প্রখর তপন করে খাঁ খাঁ,
শুষ্ক কঠোর নীরস ভবে ।

যতই কাঁটা থাক্ না ছড়ায়ে,
যেতে হবে তবু চরণ বাড়ায়ে,
পিছনের বাধা হেলায় ছাড়ায়ে,
সমুখ পানে চেয়ে রবে।

আঘাতে যতই হও জর্জ্জরিত,
তবু ও পান্থ, হ'য়ো না'কো ভীত,
গেয়ে যাও তবু আনন্দের গীত,
হাসি মুখে সব স'বে।

সংসার তোমায় বলিবে পাগল,
রুদ্ধ করিয়া কানের আগল,
বাজায়ে যাও প্রাণের মাদল,
যাহার যা' খুশী ক'বে।

কত বিভীষিকা আসিবে সমুখে,
উপেক্ষিবে সবে অম্লান মুখে,
প্রভুপদে সঁপে সব সুখ-দুখে,
তাঁহারি শরণ ল'বে।

রহস্য আধার

হে অনন্ত রহস্য-আধার !
বল, আজি, বল, একবার,
কি রহস্য তবে মনে ?
কেন এ নিঠুর খেলা
মানবের সনে ?
দুর্ব্বল মানব-মন,
তুমি শক্তিমান,
মানবের যাহা কিছু,
তোমারি'ত দান,
তবু কেন এ কৌতুক,
সৃজে পূণ্য,-পাপ,
যাহার সংঘাতে এত
শোক,পরিতাপ !
কত জ্বালা, কত দুখ
মানব জীবনে,
জান না কি তুমি তাহা
পড়ে না কি মনে ?
তুমি ও মানব রূপে
এসেছিলে কভু,
কত দুখ পেয়েছিলে,
ভুলে গেলে তবু !

হাসিতে হবে

এখনো হাসিতে হবে ।
দুস্তর পারাবার হ'তে হবে পার,
অগাধে ভাসিতে হবে ।

যতই ঝঞ্ঝা তুফান ছুটুক,
অশ্রু-প্রবাহ উথলে উঠুক,
নয়নে, মনে, রুদ্ধ র'বে ।

আপনার যত বেদনা ভুলে,
জগতের দুখ নিব বুকে তুলে,
অপরের তরে রহিব বাঁচিয়া,
জীবনে এই ধ্যেয় র'বে ।

পর সুখে দুখে হাসিব কাঁদিব,
ওদেরই লাগিয়া হৃদয় বাঁধিব,
দুঃখ-মোচনে, মরণে সাধিব,
সেদিন আসিবে কবে ?

জীবন সাথী

জীবন পথের সাথী হে আমার,
এবার লও হে সকল ভার,
ভুলের বোঝা বইতে আমি
পারি না যে আর।

ভাল, মন্দ, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব,
আকুল আঁখিধার,
সঁপে দিলাম, চরণ-তলে,
সকলি তোমার।

যে পথে চালাবে তুমি,
চলিব হে সাথে,
অন্ধকারে পথ না ভুলি,
ধরে থেক' হাতে।

গানটি গাহ এমন সুরে,
হৃদয়খানি উঠে পূরে,
এগিয়ে চলি সুরের টানে,
সুদূর পথের পার।

প্রভাত যাত্রী

পোহাল তিমির রাত্রি,
উঠ, উঠ, দূর পথের যাত্রী।

ভাঙ্গ ঘুমঘোর, আঁখি আগে তোর,
অরুণ-কিরণ-জাগে,
প্রভাতের আলো হাসিয়া উঠেছে,
গভীর আরক্ত রাগে।

এই বেলা সুরু করে দে যাত্রা,
অসীম দেশের পানে,
পথ প্রান্তর মুখরিত করে,
আশা ও আনন্দ গানে।

অভয়

আজকে আমি অভয় বাণী
শুন্‌তে পেয়েছি।
হয়নি কিছুই এখনো ত,
ভাবনার আছে কি !
নূতন করে গড়ব এবার
আপন জীবন খানি,
নূতন আশা, নূতন ভাষা,
নিত্য নূতন বাণী।
যা গিয়েছে, যাক্ না ধুলায়,
কাঁদব না তার তরে,
সমুখ পথটি তুল্‌ব এবার.
আলোক-মালায় ভরে।
মাভৈঃ বলে চল্‌ব এবার,
জ্বেলে মশাল বাতি,
উজল করে পার করিব,
তিমির আঁধার রাতি।—
গানটি গাইব এমন সুরে
সারা বিশ্ব উঠে পূরে,
ঘা দিয়ে যায় সব দুয়ারে,
জগত উঠে মাতি।

বাঁচো

বাঁচার মত বাঁচো।
শোকের পাহাড় বইয়ো না আর,
শিখীর মতো নাচো।

হাস, গাও, চোখ খুলে চাও,
এই ছুনিয়ার পানে,
ইহার শোভা দেখে জুড়াও,
তুখ-দগ্ধ প্রাণে।

কিসের ব্যথা ভয়?
জীবন ত শুধু মাত্র
ত্বঃখ নিয়ে নয়।

কাজ কর আজ কাজের মত,
এই ছুনিয়া ভরে,
নূতন করে গড়ে তোল,
মনের মত করে।

তুখীর তুখ ঘুচায়ে দাও,
আপন তুখ ভুলে,
জীবন তরী ভিড়াও নিয়ে,
ওদের জীবন কূলে।

দেখ্‌বে আছে কত কাজ,
রেখে মায়ের তুধের লাজ,
ঝাঁপিয়ে পড় ওদের মাঝ,
সফল জীবন যাচো।

ভয় নাই

আজি প্রাণে প্রাণে কে যেন কহিল,
“ভয় নাই, ভয় নাই,”

শীতল বাতাস ব’য়ে যেতে যেতে,
কানে কানে কহে তাই ;
“ভয় নাই, ভয় নাই।”

উদার আকাশ কহিল ডাকিয়া,
গভীর উদার সুরে,
“আয়রে বুক জুড়ে,
আমি তোকে ছাড়ি নাই ;
ভয় নাই, ভয় নাই।”

দূরে ঐ নদী, বহে নিরবধি,
কলস্বরে ক’য়ে যায়,
“আয় আয়, ওরে আয়,
অসীমের কিনারায়,
তোরে বয়ে নিয়ে যাই।
ভয় নাই, ভয় নাই।”

ওধারে পাহাড় বন, ডাকে মোরে ঘন ঘন,
এক সুরে কহে তাই,
“ভয় নাই, ভয় নাই।
মোরা তোরে সাথে চাই,
তুমি নহ একা ভাই!”

প্রভাতের ফুল, হাসিয়া আকুল,
কহিল, মধুর সুরে,
"আয় সখী, আয় সখী,
কেন আর এত দূরে ?
মোদের মাঝারে তোর ঠাঁই।
ভয় নাই, ভয় নাই।"

কাননের পাখী, কহে ডাকি ডাকি,
মধু কল-কাকলীতে,
"ভয় কেন এত মিতে,
শোন, আমি গান গাই।
গান গেয়ে দুজনাতে চল আজি
অসীমের পানে যাই।
ভয় নাই, ভয় নাই।"

আশা ভরা প্রাণে, সকলের পানে
নয়ন তুলিয়া চাই ;
আশ্বাস দিয়া সবে, কহে মেঘমন্দ্ররবে,
"ভয় নাই, ভয় নাই।"

দুঃখের সাথী

দুখের পাথারে ডুবিয়া যখন,
হইগো আপন হারা,
তুমি এসে নাথ, মুছাইয়া দিও,
আকুল নয়ন-ধারা।

তোমারি করুণা পরশে যেন,
সকল বেদনা রাশি,
আকাশের ঐ কালো-মেঘসম,
নিমেষে যায় গো ভাসি।

জেগে উঠে-প্রাণ, নব প্রেরণায়,
তোমারি সকল কর্ম্মে,
সকল জড়তা দূরে যায় যেন,
ঠেকিয়া ধীরজ বর্ম্মে।

তোমারি চরণ শরণে রাখিয়া,
হই যেন অগ্রসর,
জীবনের এই সুকঠিন পথে,
তোমাকেই করে ভর।

উদাসী

রে উদাসী, কেন বসি,
একলাটি এই পথের পাশে,
আনমনেতে কি যে দেখিস্,
পথ চেয়ে তুই কার আশে ?

ধুলায় ধুসর ছিন্ন বেশ,
জটায় ভরা রুক্ষ কেশ,
শীর্ণ মুখে কিসের ছায়া,
নয়নে তোর ও কি ভাসে ?

কোথায় তোর আপন ঘর,
বসে কেন পথের পর ?
পথ চলে তুই শ্রান্ত কিরে ?
কিম্বা কোন সাথী আসে ?

যাবি যদি এখনি ওঠ,
ফেলে দে ঐ পাশের মোট,
বেলা গেল সন্ধ্যা হল,
পূব আকাশে চাঁদ হাসে।

কারো আশায় থাকিসনে আর,
ছেড়ে দে না সকল ভার,
যে সবারে করে লয়ে পার.
হৃদয় ভরে ভালবাসে।

বেয়ে চল্

আকাশে ঐ ঘনঘটা এসেছে ছেয়ে,
বেয়ে চল্, বেয়ে চলরে ভোলা,
চল, তরণী বেয়ে।

ছুটেছে হাওয়া, উঠেছে ঢেউ,
একেলা যাত্রী, সাথী নাহি কেউ,
কুলহারা নদীর বুকে কেনরে চেয়ে ?
বেয়ে চল, বেয়ে চলরে ভোলা,
চল তরণী বেয়ে।

মাঝ নদীতে ছাড়িস্‌নে হাল,
উড়িয়ে দে না'র শুভ্র পাল,
স্রোতের টানে তরীখানি যাবে খেয়ে।
বেয়ে চল, বেয়ে চলরে ভোলা,
চল, তরণী বেয়ে।

আকাশভরা কালো-বাদল,
তাই দেখে হারাস্‌নি বল,
কাণ্ডারীকে ডেকে ডেকে চলরে এগিয়ে।
বেয়ে চল, বেয়ে চলরে ভোলা,
চল তরণী বেয়ে।

ভয় কি দেখে ঢেউ এর নাচন,
খেলা যে তোর মরণ বাঁচন,
পার করে দেবে তোরে ওপারের নেয়ে।
বেয় চল, বেয়ে চলরে ভোলা,
চল, তরণী বেয়ে।

কত দূরে

কত দূরে থাক হে করুণাময়,
দিবে না কি আজি সাড়া ?
বড় একাকিনী, আমি অভাগিনী,
সকলের স্নেহ-হারা।

সবে বহু দূরে গিয়াছে সরিয়া,
ফিরায়ে নয়ন, মুখ,
আঘাত বেদনা নিবিড় করিয়া,
দীর্ণ করিয়া বুক।

তুমি ও যদি ত্যাজিবে, বল,
কেমনে বাঁচিব, আমি,
কাহারে ডাকিয়া বেদনা জানাব,
কোথায় লুটাব, স্বামী ?
ও চরণতল, কেবল সম্বল,
পাব নাকি কোনদিন ?
অন্তরবিসম ম্লান হয়ে এল,
জীবনের জ্যোতি ক্ষীণ।

এস, এস, আজি, ক্ষণেকের তরে
নয়ন তুলিয়া চাও,
মর্ম্মপীড়িত ব্যথার রাগিণী,
বারেক শুনিয়া যাও।

তবু প্রাণে

যত দূরে থাক, তবু প্রাণে প্রাণে,
বাঁধা আছ আমার গানে গানে।
রুদ্ধ বেদনা যবে ফুটিয়া পড়ে
গভীর ঝঙ্কারে আঘাত করে,
হৃদয়ের তারে তারে,
মধুর মুর্চ্ছনায় বাজে তব সুর,
পরাণের টানে টানে।

বন্ধু

সংসার আমাকে চূর্ণ করিতে
প্রাণপণে দেয় চাপ,
জানি না, বন্ধু, জানি না আমি,
করেছি কি হেন পাপ!

চূর্ণ হ'তে হ'তে নিরুপায় হয়ে
অসহায় চেয়ে রই,
কে বাঁচাবে মোরে এ ঘোর বিপদে,
আজি হেন বন্ধু কই!

সহসা দু'খানি অভয় হস্ত,
কোথা হ'তে নেমে আসে,
আগুলিয়া ধরে বুকের মাঝারে
যেন কত ভালবাসে
স্তম্ভিত হয়ে ভাবি মনে মনে,
এখনো দরদী আছে ?

জগত যাহারে ঠেলিছে দু'পায়ে,
নয়ন ফিরায়ে বাঁচে ;
তাহারে বাঁচায়, কে রে সে বন্ধু,
কে রে সে করুণাময় ?

নমি তাঁর পদে কৃতাঞ্জলি হয়ে;
গাহি আজি তারি জয়।

তোমায় দিয়ে

তোমায় মন দিয়ে আমি,
সবার মন হারায়েছি।
তোমায় ভালবেসে, প্রিয়,
সবার আঘাত সয়েছি।

স্নেহহারা এই জীবনে,
কত বেদনা অপমানে,
নতশিরে তুলে নিয়েছি।

হাসিয়া বিষপাত্র খানি,
লয়েছি, সুধামানি,
আকণ্ঠ গরল পিয়েছি।

নাহি কেহ অশ্রু মুছাতে,
কঠোর কুলিশ পৃথিবীতে,
সব তুখ বুকে রেখেছি।

নিদাঘ দগ্ধ ধু ধু মরু,
ফুটে না ফুল শুষ্ক তরু
তীব্র দহনে দহিয়াছি।

নাহিরে সুশীতল ছায়া,
ঘুচে গেছে জগৎ-মায়া,
তাই পদ-ছায়ে এসেছি।

ওগো মম জীবনাধার,
ঠেলো না গো তুমি আবার,
সব ছেড়ে ঐ পা ধরেছি।

যত ব্যথা দিক্ সংসার,
হাসিয়া বহিব সে ভার,
আমি গাগরে সাগর ভরেছি।

নিয়তি

নিয়তির ক্রূর পরিহাস।
ত্বখের সমুদ্র, উত্তাল রুদ্র,
দেখে প্রাণে লাগে ত্রাস।

মথিয়া উহারে, লভিনু হায় রে,
ব্যথা, অপমানে ভরা,
শত অপবাদ, মিথ্যা প্রমাদ,
পূরিত বিষের ঘড়া।

কর্ত্তব্যের পায়ে, জীবন বিলায়ে,
ভুলে গেছি আপনারে,
তুঃখের রাশি, সহিয়াছি হাসি,
বলি দিয়া বারে বারে।

সব সাধ, আশা, সুখের পিয়াসা,
স্বাস্থ্য, আনন্দ যত,
সব তেয়াগিয়া, রয়েছি বাঁচিয়া,
অপরের তরেই ত!

তবু বিনিময়ে, যেতেছিরে বয়ে,
শুধুই বিষের পাত্র,
ঘুচিল না আর, গভীর আঁধার,
কাটিল না কাল রাত্র।

ছলনা

যাহারে দেখিতে চাহি না জীবনে,
তারি পথ চেয়ে থাকি,
উঠে বার বার রুদ্ধ দুয়ার,
আনমনে খুলে রাখি।

মনে হয় যেন কে আসে, কে আসে,
অন্তহীন পদধ্বনি,
সঞ্চরে যেন দ্যুলোকে ভূলোকে,
কান পেতে তাই শুনি।

আকুল নয়নে, হেরি ক্ষণে ক্ষণে,
দুয়ারের বাহিরে,
মিথ্যা ছলনা, মায়া মরীচিকা,
নাহি ত কেহ নাহিরে।

আসিবে না সে মনে মনে জানি,
তবু পথ চেয়ে রই,
আহত করেছি যারে কঠিন বাণে,
তারি ব্যথা বুকে বই।

বন্ধন

যদি কাছে আসে, দূরে ঠেলে দিই,
দূরে গেলে ব্যথা বাজে,
কঠিন বাঁধন খুলিবারে যাই,
ধরিয়া হৃদয় মাঝে ।

মুক্তির তরে কাঁদি একধারে,
মুক্ত করিলে ডুবি যে পাথারে,
এ কেমন খেলা, কেটে গেল বেলা,
এ দ্বন্দ্ব-দোলা কি সাজে !

কিছুই হল না, মিছে এ সাধনা,
আপনারি সাথে করেছি ছলনা,
আজি তাই মরি লাজে ।

জীবনে সন্ধ্যা নামিছে ধীরে,
যেতে হবে ফিরে আপন নীড়ে,
ওপার হইতে ডাকে যেন কে,
গভীর কণ্ঠে থেকে থেকে থেকে,
কি লয়ে যাব ভাবি বার বার,
পাথেয় কিছুই নাই যে আমার,
দুখে, লাজে, ভয়ে, ভাসি আঁখিজলে,
ক্ষমা কর, দেব, এ ভ্রান্ত-দুর্ব্বলে ।

পথচারী

পথের পথিক করেছ আমারে,
গেহ নাই, কেহ নাই।
লক্ষ্যহীন এ শ্রান্ত চরণ,
চলে যাই, শুধু চলে যাই।
নাহি কোন আশা,
নাহি কোন ভাষা,
সমুখে শুধু নিবিড় কুয়াসা,
কোথা এর শেষ, কোথা আলো লেশ,
রিক্ত পথিকে কে দিবে ঠাঁই,
জানি না যাব কোন্ সে দেশে,
পাব কি তোমায় চলার শেষে,
ঘোর অন্ধকারে ও চরণ, প্রভু,
পরশিতে যেন পাই।

আঁধারে

নিবিড় তিমিরে ঢাকা,
ঘনঘোরা রজনী,
ব্যাকুলিত প্রাণে বাজে,
বেদনার রাগিণী।
মসীময় বিশ্ব, যেন আজি নিঃস্ব,
সকল ঐশ্বর্য্যহারা,
শুধু মিটি মিটি জ্বলে,
কালো আকাশের ভালে,
গোটা কয় তারা।

আর কিছু নাই, নাই,
হয়ে গেছে সব ছাই,
অনন্ত আঁধারে ডুবে
সব একাকার,
একা এই নিরজনে,
ভাবি তাই আনমনে,
কত দূরে,—কোথা এর পার ?
রুদ্ধ হয়ে আসে শ্বাস,
চূর্ণ করে সব আশ,
দৃষ্টি যেন যায় অন্ধ হয়ে,
কোথায়,—কোথায় আলো,
জ্বালোরে প্রদীপ জ্বালো,
আলোকের ধারা যাক্ ব'য়ে।
ক্ষুব্ধ বাতাস শুধু ক্ষিপ্তের মত,
আকাশের বুক চিরে,
ফুঁশে অবিরত,
আকাশের মেঘভার
ইতস্ততঃ ঘুরে,
হালছাড়া তরীসম
ও কালিমা জুড়ে।
কোথা, ওগো আলোকবিহারী নাথ,
ধর এসে মোর হাত ;
তুমিও না দিলে সাড়া,
কোথা যাবে পথহারা,
ঘোর অন্ধকারে, প্রভু,
কে করিবে পার ?

একাকী

বড় একা, বড় একা !
শূন্য কুটীর, শূন্য বাহির
শূন্য ঐ পথরেখা।
স্তব্ধ আকাশ, স্তব্ধ বাতাস,
স্তব্ধ মেদিনী যেন রে নিরাশ,
কাননের পাখীগুলি,
গান যেন গেছে ভুলি,
নীরবে বসিয়া আছে
হইয়া উদাস।
কণ্ঠে নাহিক ভাষ।
মৌন দাঁড়ায়ে ঐ তুঙ্গ পাহাড়,
তরুলতাহীন,
আর নাহি সে বাহার,
নীচে বনরাজি, বিশুষ্ক আজি,
নাহি ফল ফুল ভার।
কুসুম শূন্য, সে রম্য উদ্যান,
শোভাহীন হয়ে, আজি পরিম্লান,
ভ্রমরের দল, হয়েছে বিরল,
নাহি আর সেই গুঞ্জন গান।
শ্যামলতাহীন রুক্ষ প্রান্তর,
নীরস, নীরব, প্রাণান্তকর,
রবিকর যেন অনল বরষে—
নয়ন, মন কেবল ঝলসে।

নাহি নদনদী, জল কলতান,
তরণীর সারি, মাঝিদের গান,
উষর, মরুভূ সমান কঠিন,
বালুকার রাশি রসলেশহীন,
সকলি স্তব্ধ, নীরব, নিথর,
নাহি তার কোন সাড়া,
একাকী শূন্যে চাহিয়া আছি,
ছ'নয়নে বহে ধারা।

পূর্ণ পাত্র

কিছুই আর রইল না বাকি।
পাত্রখানা পূর্ণ হল,
আর কিসের ঢাকাঢাকি!
যা দিলাম, যা নিলাম সাথে,
মস্ত বড় ফাঁকি।
এ ভুলের বোঝা, নয়কো সোজা,
কোথায় তারে রাখি?
ওর ভারে যে হৃদয়খানা,
রক্তে মাখামাখি।
জীবনটা যে হয়ে গেল,
ছিন্ন-পক্ষ পাখী।
কোথা দয়াময়, দাও গো অভয়,
তোমা বই কারে ডাকি!
সকল বোঝা পায়ে লয়ে,
মুক্ত করে দেবে না কি?

হে জননী

কোথা তুমি আজি, হে মোর জননী,
বারেক এস গো ফিরে,
কেন গেলে মোরে একাকী ফেলিয়া,
সংসার-সাগর তীরে !
গরজে সিন্ধু গভীর হুঙ্কারে,
কম্পিত করে যেন মেদিনীরে,
বিপুল তরঙ্গ বিক্ষোভে ফুলিয়া,
উন্মত্তের মত আসিছে তুলিয়া,
বেলাভূমে একা, নাহি কারো দেখা,
অভাগ্য সন্তান তব ভাসে আঁখি নীরে।
দুঃখের এই দুর্ম্মদ পাথার,
তুমি এসে মাগো, করে দাও পার ;
আশাহত প্রাণ আজিকে ব্যাকুল,
দেখিতে পাই না, কোথাও যে কুল।
সংসার চাহে না, কোন ক্ষতি নাই,
তব স্নেহ শুধু ফিরে পেতে চাই।
তোমার আঁচল-তলে ঢাকিয়া এ মুখ,
ঘুমাইতে চাই, মাগো, জুড়াইতে বুক।
ও শীতল কোলে টেনে নাও আজি, ধীরে,
এস মা, এস মা, বারেক এস গো ফিরে।

ভুল

মানিনি জীবনে, আমি জনগণে,
তারি ফল আজি পাই,
আপন ভাবিয়া যার পাণে চাই,
সেই দেখি আর আমার নাই।

কি এক মোহেতে ডুবিয়া যেন,
ভুলেছিনু এ সংসার,
আলোক-পূরিতা সুন্দরী ধরণী,
ছিল এ নয়নে অন্ধকার।

পড়েনি এ চোখে এর কোন খানে,
এতটুকু শোভা লেশ,
এতটুকু আশা, কোন ভালবাসা
স্নেহ-প্রীতি অবশেষ।

হৃদয় জমিয়া হয়েছিল যেন,
শিলা সম সুকঠিন,
দিত না সে সাড়া, যত দাও নাড়া
মৃতসম প্রাণহীন।

অনুভূতি যেন ছিল না এ দেহে,
ছিল না, দুঃখ, সুখ,
বাঁচিবার মত বাঁচিতে হয়,
ভাবিনি তা এতটুক্ !

যন্ত্রের মত চালিত করেছি,
রুগ্ন এ দেহটাকে,
অশেষ পীড়ণে পীড়িত করেছি,
অনর্থ ভাবিয়া একে।

কর্ম্মের কলে পিষেছি নিয়ত,
ছিল না ত কোন জ্ঞান,
ভুলিতে চেয়েছি জগত, জীবন,
ত্যাজিতে চেয়েছি প্রাণ।

নয়ন তুলিয়া চাহিনি কখনো
আশে পাশে কারো পাণে,
কি এক বিষাদ ঘোর অবসাদ,
রুধে ছিল মোর গানে।

আপন বলিয়া ভাবিতে পারিনি,
কাহাকে ও এ জগতে,
সকলের মাঝে থেকে ও সুদূরে,
ছিনু যেন কোনমতে।

আমি চাই নাই, তাই আজি পাই,
একাকিনী, আপনারে,
বিমুখ দেখিয়া, সকলেই ক্রমে,
অতি দূরে গেছে সরে।

মোহখানি যেতে, যখন চাহিল,
মুক্ত এ নয়ন মন,
একটি পরম সাথী, দরদী, বন্ধু,
অতি আপনার জন।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া চাই ; নাই, কেহ নাই,
রুদ্ধ হয়ে গেছে দ্বার ;
একদা যা ছিল, সহজ, সুলভ,
আজি তাহা নাই আর।

একাকী চলেছি, জগতের স্রোতে,
শৈবালের মত ভেসে,
জানি না কোথায় হবে এর শেষ,
কোন্ সে অজানা দেশে !

আবর্ত্ত সঙ্কুল, এ মহাসাগর
সুগভীর, সীমাহীন,
চলেছি বহিয়া, তরঙ্গ আঘাতে,
মৃতসম, লক্ষ্যহীন।

তৃণ ধরিবারে দু'বাহু পশারি,
পলকে ছুটিয়া যায়,
হাবুডুবু খাই তীব্র জলধারে,
আর যে পারি না, হায়।

কোথায় কাণ্ডারী, এস, এস, তুমি,
হাতে ধরে কর পার,
কোন গতি নাই তোমার বিহনে,
এস ওগো কর্ণধার।

কেন আবার

কেন যে হৃদয় উঠিল দুলে,
সে কথা কি গেলে ভুলে ?

ফাগুণের সেই এক আরক্ত প্রভাতে,
রক্ত গোলাপ এক দিয়ে মোর হাতে,
চুপি চুপি কাণে কাণে কি যে কয়েছিলে,
সে কথা কি গেলে ভুলে ?

গিয়েছিনু আমি যবে যমুনা তীরে,
গাগরী ভরিয়া নিতে শীতল নীরে,
কি করুণ সুরে তুমি বাঁশিটি বাজালে,
সে কথা কি গেলে ভুলে !

গাগরী মোর ডুবেছিল, গভীর জলে,
সলাজে চাহিয়াছিনু কিসের ছলে,
কাণ পাতি শুনেছিনু, বাঁশী কি বলে,
সে কথা কি গেলে ভুলে ?

কত ছলে অবিরত কত আনা গোনা,
কত যে জনম গেল, ভুলিতে পারি না,
আজ ও লেখা আছে তাহা, যমুনাকুলে ;
সে কথা কি গেলে ভুলে ?

আজ ও যে যমুনা হিলোলে হিলোলে,
নাচিয়া গাহিয়া সেই কথা বলে,
কত স্মৃতি রেখা আছে তার জলে,
সে কথা কি গেলে ভুলে ?

সেথা যে মলয়া বয়, বসন্ত ঋতুতে,
আজো সে বারতা বয়ে বেড়ায় বুকেতে,
তোমারে সাজায়েছিনু, কত বন ফুলে,
সে কথা কি গেলে ভুলে ?

সেই আনন্দ-পূর্ণিমা, রসের মেলা,
সেই হাসি গান, সেই হোলী খেলা,
সেই মান অভিমান, ঝুলা তমাল মূলে,
সে কথা কি গেলে ভুলে ?

নীড়হারা

নীড়হারা পাখী আমি, ভাই,
অসীমের পাণে উড়ে যাই।

জানি না, যাব কোন্ দেশে,
প্রাণের টানে যাই ভেসে,
সকল ব্যথা উড়াই হেসে,
মোর ভাবনা কিছু নাই।

চাহি না রে পিছন পাণে,
সমুখ আশার আলো আনে,
দূরের বাঁশী বাজ্‌ল প্রাণে,
তাই আনন্দে গান গাই।

পাখী

এ পারের পাখী, ডাকে থাকি, থাকি,
ওপারে সে সুর যায় কি ?

নিবিড় বনের মুক্ত পাখীটি
সে সুরে চমকি' চায় কি ?

থেমে যায় গান, চপল নয়ান,
এথা সেথা কিছু খুঁজে কি ?

কোথা থেকে আসে ও সুর লহরী,
প্রাণে প্রাণে তাহা বুঝে কি ?

ব্যাকুলিত হয়ে সে সুরে মিলায়ে,
আপন করুণ কণ্ঠ কি ?

উড়ে উড়ে যায়, শাখায় শাখায়,
মনে প্রাণে উঠে কণ্টকি' ?

একদা যে ঝড়ে বেঘোরে পড়ে,
হারায়ে গিয়াছে সাথীটি,

কোন্ সে কাননে, অশুভ লগনে,
মনে কভু তাহা পড়ে কি ?

মাঝখানে নদী বহে নিরবধি,
খুঁজিয়া সে আর পায় না কি ?

নিবিড় ব্যথায় বুক ফেটে যায়,
প্রাণ খুলে আর গায় না কি ?

এখনো

আধখানা চাঁদ এখনো আকাশে হাসে।
এখন ও বাতাসে মলয় গন্ধ
ভেসে ভেসে আসে।

পাপীয়ার তান যায়নি থামিয়া,
পঞ্চম সুরে গাহে,
রজনীগন্ধা আজো আকুলিত,
কি জানি কাহারে চাহে!

আজো যেন প্রাণ ভালবাসে,
কারে যেন ভালবাসে।

আকাশের বুকে তারকার মেলা,
নীরব হাস্যে লুকোচুরি খেলা,
নিবিড় নিশীথে কি গভীর বাণী,
বাজে নীরব ভাষে।

অনাবশ্যক

সেদিন যাহা চেয়েছিলাম,
আজ্‌কে তাহা চাই না।

সেদিন যাহা পেয়েছিলাম,
আজ্‌কে তাহা পাই না।

সেদিন যাহা মধুর ছিল,
আজ্‌কে তাহা তিক্ত,
সেদিন যাহা পূর্ণ ছিল,
আজ্‌কে দেখি রিক্ত।
সেদিন গানে যে সুর ছিল,
আজ্‌কে তাহা নাই,
সেদিন যাহা চেয়েছিলাম,
আজ্‌কে তা কি পাই !
আজ্‌কে যাহা চাই না,
তাহা কেন আসিল,
ভাঙ্গা বীণার ভাঙ্গা সুরে
জগৎ হাসিল।

বিদায় বেলায়

আজ, বিদায় বেলায় যে গানখানা
কণ্ঠে উঠে ফুটি,
ভাষা যে তার হারিয়ে গেছে,
করছে লুটাপুটি,—
পক্ষহারা পাখীর মত বুকের মাঝে,
রক্ত রাঙ্গা হয়ে শুধু নীরবে বাজে।
মর্ম্ম ছিঁড়ে আসিতে চায়,
বাহির পানে,
রক্ত শুধু বেড়িয়ে আসে,
অশ্রুর ভাণে।

গাহি গাহি করে আর
গাওয়া হল না,
বল্‌তে গিয়ে সে কথাটি,
বলা গেল না।

অভাব

ভাবের ঘরে অভাব আসে,
এ কি যন্ত্রণা,
মনটি কোথায় হারিয়ে গেছে,
করে মন্ত্রণা।

লেখনীটি নিয়ে ঠায়
বসেই আছি,
একটু কিছু লিখতে পেলে,
যেন রে বাঁচি।

লেখা কিন্তু হল না, হায়,
ভাবের অভাবে,
অবাক হয়ে দেখছি শুধু,
কি শোভা স্বভাবে !

স্বপনচারী

আনমনে ও কে যায় !
লাজ-নত শিরে, ধীরে, ধীরে, ধীরে
মৃদু-মন্থর পায় ।
পথে যেতে যেতে,
কেন বা চকিতে,
নয়ন তুলিয়া চায় !

বেণুটি তুলিয়া ধীরে,
তিতিয়া আঁখির নীরে,
অসময়ে কি রাগ বাজায় ?
জোছনা মুরছি পড়ে,
সোহাগে জড়ায়ে ধরে,
সরম-কম্পিত-গায় ।

চুমি কালো কেশে,
গভীর আবেশে,
মধুর মলয় বায় ।
কুসুমের রাশি
ঝরে মৃদু হাসি,
চরণ বাঁধিতে চায় ।

আকুলিত চিত,
থেমে যায় গীত,
থমকি' দাঁড়ায়,
এই কিনারায় ।

কঠোর নিয়তি

হে নিয়তি, খুলিতে নারিনু হায়,
তব রুদ্ধ দ্বার,
ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছি,
তাই বার বার।

যত আমি খুলিবারে,
করি হে প্রয়াস,
বিকট ভ্রুকুটী হানি'
কর উপহাস।

গড়িতে গিয়াছি যাহা
যতন করিয়া,
ভেঙ্গেছ, নিঠুর তব
বজ্রটি হানিয়া।

তাই আজি পরাজিত,
জীবণ সংগ্রামে,
মৃতবৎ, নিরাশার—
হলাহল পানে।

সকল উদ্যম মোর
হইল বিফল,
ব্যর্থতার জ্বালা দগ্ধ,
করে বক্ষতল।

আশার কুহক তবু,
চারিধারে ঘুরে,
যাহা ধরিবারে যাই,
টেনে নাও দূরে।

তোমার পাষাণ বুকে
মাথা ঠুকে মরি,
খোল দ্বার, খোল দ্বার,
এ মিনতি করি।

মোহ আঁখিজল

দৈববাণী সম শ্রবণে পশিল,
কে যেন কহিল,
"রে পূজারিণী, মোছ আঁখিজল,
পূজা হয়েছে সফল।"
চমকিত চিতে চাহি চারি ভিতে,
স্বপন নহে ত এ?
পাষাণের বুকে জাগিল কি প্রাণ,
বর দিতে এসেছে কে?
বৃথাই যায়নি তবে ফুল তোলা মোর,
বৃথাই গাঁথিনী মালা,
বৃথাই বহেনি অশ্রু প্রবাহ,
বৃথা নয় এত জ্বালা।

আজি দেবতার সেরা পুরস্কার,
এসেছে আমার দ্বারে,
ওরে ও মুগ্ধা, ওরে ও লুব্ধা,
বরণ করে নে তারে।
আরতির ওই পঞ্চপ্রদীপ,
তীব্র শিখায় জ্বালো,
পথখানি তোর হোক আলোকিত,
ঘুচে যাক্ সব কালো।
শঙ্খখানি বাজাও আজিকে,
গুরুগম্ভীর রোলে,
প্রাণ-হিন্দোলা দুলে উঠে যেন,
দোদুল, দোদুল, দোলে,
অঞ্জলি ভরি রাশি রাশি ফুল,
ঢালো, ও চরণে ঢালো,
চর্চ্চিত কর সুগন্ধ চন্দনে
ও ভালে শোভিবে ভালো।
মালায় মালায় কণ্ঠ ঢেকে দাও,
সবখানি প্রাণভরে
যা কিছু বাকি, দিস্‌নারে ফাঁকি,
ঢেলে দে উজার করে।
জীবন-সাধনা সকল কামনা,
আজি হয়েছে সফল,
ওরে ও মুগ্ধা, ওরে ও লুব্ধা,
মুছে ফেল আঁখি জল।

দ্রষ্টা

আর কি দেখার আছে বাকি।
পেয়ালাটি পূর্ণ হল,
উপচে এবার পরে নাকি!
কি যে এ সংসার,
ভেবে পাই না পার,
সত্য মিথ্যার খিচুড়িএ
সবার মাঝে ফাঁকি।
'কতই দেখলাম আমি,
পাহাড়ের ঐ চূড়ায় চড়ে,
ও গভীর খাদে নামি।
একই হাওয়া এথা সেথা,
বইছে থাকি থাকি।
ভালমন্দ, প্রীতি, দ্বন্দ্ব,
বালুকা আর মকরন্দ,
এক আধারে পূর্ণ দেখি,
সবে মাথামাখি।
দিন রাতি, আধার, বাতি,
কান্না আর হাসি,
গলাগলি পরস্পরে,
নাইকো রেষারেষি।
স্বর্গ নরক, মহাশশ্মান,
একেব মাঝেই এ তিন স্থান,
জড়িয়ে আছে বন্ধুসম
ছাড়াবে তা সাধ্য কি!

কারে ছেড়ে, কারে ধরে,
বুকে করে রাখি ?
সংসার-তরুর দুইটি ডালে,
পাপ, পুন্য দুই পাখী দোলে,
ঝড়ে পড়ে একই সুরে,
করছে ডাকাডাকি।

প্রভাত আলো

ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি
প্রভাত আলো,
লাগেরে নয়নে মনে
বড়ই ভালো।
হৃদয়ে যায় রে ছুটিয়া
ওরি বুকে পড়ে লুটিয়া,
ও আলোতে যাবে নাকি
আমার কালো ?
গগনে ভুবনে আজ
জেগেছে উৎসব,
কাহার পরশে যেন
মধুময় সব,
সোনার কিরণে নেয়ে,
সোনারি তরণী বেয়ে
কে যেন অতিথি এলো,
স্বাগত কর রে তারে,
খুলিয়া কুটির দ্বারে,
প্রেমাঞ্জলি ঢালো।

নিশার মোহ

গভীর রাতে ঘুমের ঘোরে শুনি অকস্মাৎ,
হৃদয়-বীণার তারে তারে করিয়া আঘাত,
কোথা হতে কে যে বাজায়, কোন্ সুদূরে,
কোন্ বিরহীর মরম ভাঙ্গা বেদনা পূরে,
কেঁপে কেঁপে ভেসে আসে, করুণ-মধুর,
প্রাণ মন কেড়ে নেওয়া, মৃদু বাঁশীর সুর
আনমনে উঠে দেখি, মুক্ত বাতায়নে
জ্যোৎস্না-ধারা বয়ে যায়, সুন্দর ভুবনে।
চতুর্দ্দশীব চাঁদখানি মাঝ আকাশে হাসে,
বিকশিত শ্বেত-কমল নীল সায়রে ভাসে।
দুই চারিটি ছোট্ট তারা মিটি মিটি জ্বলে,
কমল-কলি ফুটছে যেন ঐ সাগরের জলে।
সাদা মেঘের টুকরাগুলি ভাসিয়া বেড়ায়,
অবাধে অসীম দেশে অভিসারে যায়।
বহু দূরে গিরিসারি কুয়াশাতে ঢাকা,
কি যে আছে উহার বুকে কি কুহেলী মাখা!
স্বপনপুরীর রাজকুমারীর ঐ কি প্রাসাদ?
ডাগর চোখে চেয়ে আছে ভরিয়া বিষাদ!
এমন চাঁদিনী রাতি বিফলে বহিয়া যায়,
অনাগত দয়িতের দেখা বুঝি নাহি পায়!
নিদহারা-দু'নয়নে ভরে আসে অশ্রুজল,
বৃথাই রজনীগন্ধা ঢালে এত পরিমল!

বৃথাই চাঁদের আলো, প্রকৃতির মধু হাসি,
বহুদূরে প্রিয় তার বিজনে বাজায় বাঁশী
বহুদূরে—বহুদূরে, সাগরের পর পারে,
জাগে সে বিরহী আজি, জাগায়ে রেখেছে তারে।

রজনীগন্ধা

রজনীগন্ধা, ওগো, রজনীগন্ধা !
কেন আকুলিত করিলে আজি এ মোহ-মদির সন্ধ্যা !

আঁধার গুণ্ঠনে ঢেকে আপনারে,
প্রাণের সুরভি ঢেলে শতধারে,
শিহরিত বুকে বহালে একি, পুলক-অলকনন্দা।

শোনাবে আজি কি সুগোপন বাণী,
থরে থরে ফুটে কেন প্রাণখানি,
গুচ্ছে গুচ্ছে নব জাগরণ, মধুর বায়ে নৃত্যছন্দা !

নীরব রাতের ও অভিসারিকা,
পরাবে কাহারে মিলন-মালিকা ?
জাগো নিশারাণী, নিশাকর সাথে, হাসিয়া মৃদুমন্দা !

দুঃখ

দুখের অনলে দহিয়া বিধি,
দেখিছ কি হে রঙ্গ ?
ভেবেছ কি মনে, হয়ে পরাজিত,
দিব এবে রণে ভঙ্গ ?
যত দুখ দিবে, দাও প্রাণভরি,
দুখ যে আমার সাথী,
তারে নাহি ডরি,
আমার হৃদয়ে নাচে দুখের তরঙ্গ।
দুখ দিয়ে যদি পাও মনে সুখ,
তাইত আমার লাভ,
ভরে যাবে বুক ;
দুঃখের মাঝারে আমি পাব তব সঙ্গ।

বনফুল

লাজ-কুণ্ঠিতা আমি বনফুল।
বনের আড়ালে নীরবে ফুটিয়া,
বিতরি গন্ধ মৃদুল।
জগতের সাথে নাহি পরিচয়,
কেহ মোরে নাহি জানে,
হাসি আনমনে, তবু প্রাণখানি
ভরে গো ব্যথার গানে।

দেবতার, পায়ে পাই নি ত ঠাঁই,
জীবন বিফল হল,
ঝড়ের আঘাতে দলগুলি মোর
অকালে ঝরিয়া গেল।
কোথা তুমি আছ, হে মোর দেবতা
এ কি তব নহে ভুল,
বনজাত বলি হৃদয় কি নাই,
তবে কেন প্রাণ আকুল ?
তুলে লহ পায়ে প্রাণের ঠাকুর,
দাও হে পায়ের ধুল।

জ্যোৎস্না

তোমার, কালো বরণ আজকে আলো
কেমন করে, রজনী ?
কার পরশে এ রূপ পেলে,
বল, না গো সজনী !
কে তোমারে এমন করে,
আজ্‌কে সাজালে ?
কোথা হ'তে কি সুরে,
কে বাঁশী বাজালে ?
কাহার গোপন চরণ ধ্বনী
হৃদয় মাঝে উঠ্‌ল রণি,
কোন্ সুরে আজ বিভোর হলে,
ফুটল হাসি মুখে

সোনালী টিপ্ পড়লে ভালে,
গভীর মনের সুখে।
ঝল্মলে ঐ আঁচল জালে,
বাঁধ্বে কাহার মন,
দখিন হাওয়া উতল হল,
নয়কো অকারণ।
নয়কো মিছে গন্ধ ঢালা,
হাস্না হেনার বনে,
নয়কো মিছে মালা গাঁথা,
এমন মধুর ক্ষণে।
আস্ছে, আজি, আস্ছে সে যে
নিখিল ভুবন ভরে,
আনন্দেরি ঢেউ তুলে ঐ
সকল ধন্য করে।

চাঁদণী রাতে

আজ, রূপের আলো ছড়িয়ে দিয়ে
কে এলে গো, কে এলে ?
স্বপন—বিভল নয়ন দুটী,
কাহার পাণে মেলে !
শুভ্র হাসির ঝরনা ধারায়
ভুবন ভরেছে,
লক্ষ হীরার কণ্ঠ-হারে
নয়ন হরেছে।

শিউলি মালার গন্ধ-সুধা
ধরার বুকে ঢেলে,
কে এলো গো, কে এলে ?
শুভ্র ভালে দীপ্ত করে,
সোনার জয় টীকা,
কি জানি কি গোপন বাণী,
বুঝি ওতে লিখা,
বিশ্ব প্রাণে দিয়ে দোল্,
ফিরিয়ে দিলে সবার ভোল,
শূন্য হিয়া পূর্ণ হবে,
পরশখানি পেলে ।

প্রথম বরষা

প্রথম বরষা বারি বরষিল রে !
বিরস হৃদয় মন হরষিল রে ।
গুমরি গুমরি ডাকে কাজল বাদল,
আকাশ প্লাবিয়া ধারা ঝরে অবিরল,
পুলক হিল্লোলে দোলে বিটপী সকল,
শুষ্ক প্রকৃতি প্রাণ সরসিল রে !

মুক্ত কুন্তলা অবগাহে মহা সুখে,
প্রথম প্রেম বারি তৃষাতুর বুকে,
সিক্ত বসন তার আধ ঢাকা মুখে,
চকিত নয়নে কারে দরশিল রে !

লেগেছে নয়নে আজি মেঘের অঞ্জন,
নৃত্য করিছে চিত্তে আকুল খঞ্জন,
এল বুঝি এল ওগো হৃদয় রঞ্জন,
পিয়াসী পরাণ তারে পরশিল রে !

বর্ষা

আজি এসেছে বরষা সুন্দরী,
হাতে লয়ে সহস্র ঝারী,
তৃষাতুরা ধরণীর জুড়াইতে বুক,
ধৌত করিবারে তার বিমলিন মুখ,
স্নিগ্ধ বারি-ধারা পাতে,
নামিয়া এসেছে কল্যাণময়ী,
মরতের আঙিনাতে।
নিদাঘের নিদারুণ তাপে,
দগ্ধ হয়েছিল ধরা, যেন কার-শাপে !
আজি পুনঃ ফিরে পেল, শ্যামল সুষমা,
প্রফুল্ল যৌবন-ভার অতি মনোরমা।
উজ্জ্বল কেশে বেশে অপরূপ শোভা,
সে রূপ-মাধুরী হের, কিবা মনোলোভা !
তরুলতা দলে আজ জাগিয়াছে সাড়া,
পত্রে-পুষ্পে বিভূষিত, সুখে আত্মহারা।
দিকে দিকে জাগিয়াছে নব জাগরন,
প্রাণে প্রাণে উঠিয়াছে গভীর স্পন্দন।

আকাশে, বাতাসে বহে, কি অমৃত-ধারা,
সঙ্গীতে মুখর বিশ্ব, হর্ষে মাতোয়ারা।
দলে দলে শিখীকুল পেখম ছড়াইয়া,
নাচে কি মধুর ছন্দে, গন্ধর্বে হারাইয়া।
ফলে, ফুলে বিভূষিত, প্রকৃতির বুক,
ক্ষেতে ক্ষেতে কিবা শোভা, হেরে প্রাণে সুখ।
নদ নদী উচ্ছ্বসিত, পূর্ণতার ভারে,
কুলু কুলু বয়ে যায়, কোন্ পারাবারে!
আকাশে সজল মেঘ, গুরু গুরু ডাকে,
চপলা চমকি' চায়, সে মধুর হাঁকে।
সুগন্ধ বহিয়া সমীর, বহে শির্ শির্,
বাদল ঝরিয়া পড়ে, ঝির্ ঝির্ ঝির্।
অজানা পুলকে নাচে, মনের ময়ুর,
গুঞ্জরিয়া উঠে প্রাণে, কি গভীর সুর!
মনের আগলখানি যায় বুঝি টুটে,
পরাণ কোথায় যেন যায় রে ছুটে।
বরষা আনিল প্রাণে কি এক কামনা,
হরষে, বিষাদে মাখা মধুর ভাবনা।

স্রোতস্বিনী

ক্ষীণকায়া গিরিস্মৃতা দ্রুত বেগে বয়ে যায়,
কল্ কল্ ছল্ ছল্ ভাষে কি যে ক'য়ে যায়।
ক্ষীণা বটে, স্রোত তার তীব্র প্রখর,
নিমেষে ভাসিয়া যায়, মাতঙ্গ প্রবর।
অন্ধ আবেগে ছুটে, আছাড় খাইয়া,
উপল আঘাতে শ্বেত ফেন উদগারিয়া।
বাধা বিঘ্ন কিছু নাহি মানিবারে চায়,
কে যেন প্রাণের টানে টেনে নিয়ে যায়।
উতলা-বিকলা বালা অসীম সাগরে,
মিশিবারে ধায় তারে কে রোধিতে পারে !
বিপুল তরঙ্গ-নৃত্য, থৈ থৈ থৈ,
চরণ-মঞ্জীর রাজি বাজে তার ঐ,
হেসে খল্ খল্ বলে, ওরে, চল,
বন্ধনে থেকে হবে কিবা ফল,
সাগরের পাণে চলরে ছুটিয়া,
অসীমের বুকে পড় না লুটিয়া।

বাদল

রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি বাদল বরষে,
গুরু গুরু ডাকে কারে মনের হরষে।
পথে, ঘাটে, মাঠে, বাটে, সবুজের মেলা,
প্রকৃতির বুক জুড়ে শুধু রং এর খেলা।
সবুজ গালিচা পাতা, ভূতল ভরিয়া,
তার পরে মুক্তা বিন্দু পড়িছে ঝরিয়া।
উল্লাসে ময়ুর দল কেকা রব তুলি,
রিনি ঝিনি নাচে কিবা, পেখম খুলি!
স্বরগের নট নটী পাবে বুঝি লাজ,
শুধু কি এ নৃত্য কলা! কি বিচিত্র সাজ!
ঝলমল করিতেছে রেশমী পোষাক,
রং এর বাহার দেখে, লেগে যায় তাক্।
প্রকৃতির কোলে যেন বসেছে আসর,
নৃত্য, গীতে মাতোয়ারা, বিশ্ব চরাচর।
নদী নালা পরিপূর্ণ, উচ্ছ্বসিত জল,
নেচে গেয়ে বয়ে যায়, করে কলকল।
সুদূরের বন বীথি গভীর শ্যামল,
বসুন্ধরা মেলিয়াছে শাড়ীর আঁচল।
আকাশেতে মাথা তুলে পাহাড়ের সারি,
আলাপে মেঘের সাথে, ভালবাসা ভারি!
মেঘমালা কাণে কাণে কি জানি কি বলে,
বিজলী হাসিয়া উঠে, রোদনের ছলে।
রামধনু রচিয়াছে স্বরগের দ্বার,
উড়ে যেতে চায় প্রাণ, খোঁজে অজানার।

প্রপাত

হে অশান্ত, উদ্দাম প্রপাত !
কোথায় ছুটেছ, বিপুল বিক্রমে,
ভীম বেগে করে সলিল সংঘাত।
ওই রুদ্র রূপ, কি অমিত শক্তি,
সকল বন্ধন হইতে মুক্তি,
এত উচ্ছৃঙ্খল, বাধা বন্ধ হীন,
অভিমানে আত্মহারা অহঙ্কারে লীন,
লম্ফে, ঝম্ফে যেন উন্মত্ত প্রায়,
ঘোর আন্দোলনে বিশাল কায়,
ফাঁপাইয়া, ফুলাইয়া সর্প গতিতে
আঁকিয়া বাঁকিয়া যাও অলক্ষিতে,
পুঞ্জে পুঞ্জে ফেন উদ্‌গারিয়া,
সরোষে, সক্ষোভে হুঙ্কার তুলিয়া
অজস্র ধারে করে বারিপাত।
হে অশান্ত, উদ্দাম প্রপাত !
হিমাচল হতে এই ভয়ঙ্কর
রূপে কি এসেছ, দেবতা শঙ্কর,
প্রলয়ের বেশে নেচে, তাথৈ থৈ,
সঘন ডমরু বাজাইয়া ঐ।
শিরোজটা ভার পড়েছে খসিয়া,
লট্ পট্ কেশ, উঠিছে শ্বসিয়া,
লক্ষ নাগ শিশুসম। সুবিশাল ভালে
বিভূতি লিপ্ত, ধ্বক্ ধ্বক্ আলো জ্বলে।

ত্রিশূল হস্তে ত্রিতাপ নাশিতে,
পাপী তাপী প্রাণে ত্রাশিতে, শাসিতে,
ধরণীর যত পঙ্কিলতা ধুয়ে,
সব ক্লেদ গ্লানি দিতেছ মুছায়ে,
শান্তিবাড়ি ঢেলে, সুবিপুল ধারে
দুখতপ্ত বসুধায় স্নিগ্ধ করিবারে,
ভীষণ, সুন্দর, তুমি একাধারে,
দেখেছে যে কেহ, ভুলিতে কি পারে,
হৃদয়ে করেছ চির রেখাপাত।
হে অশান্ত, উদ্দাম প্রপাত।

দীপাবলী

দীপাবলীর আলোর ডালি,
উঠ্‌ল আজি হাসি
আঁধার ভুবন আলো করে,
জ্বল্‌ল বাতি রাশি।
অমাবস্যার অন্ধকারে
ফুটল থবে থবে,
লক্ষ কোটী সোনার ফুল,
আহা, কি বাহারে!
কালোর বুকে, আলোর মালা,
কেমন শোভা পায়,
ঝল্‌মলে ঐ রূপের রসে,
প্রাণ যে ডুবে যায়।

আকাশে ও আজ্‌কে যেন
দীপাবলীর খেলা,
সেইখানে ও কোটী কোটী
উজল আলোর মেলা।

নিকষ কালোয় ঝিকি মিকি
জ্বলে হীরার ফুল,
গগনে ও ভুবনে আজ
শোভা সমতুল।

অন্ধকারের কাজল রাশি,
মুছে দিবার তরে,
আলোকের এই ছড়াছড়ি,
নীচে আর উপরে।

ওই গগনের সাথে যেন
বসুন্ধরার বিয়ে,
সাজ সজ্জার ঘটা ভাই,
আলো, মালা, দিয়ে।

দিগন্তের ঐ পরপারে
মিলে মনের সুখে,
মালা বদল করে দোঁহে,
আলিঙ্গিত বুকে।

ভুবন ভরে তাই আজিকে,
আনন্দের এই সাড়া,
নৃত্য, গীতে মুখর সবে
হর্ষে মাতোয়ারা।

আতস বাজীর আলো খেলা,
চল্‌ছে সাথে সাথে,
উৎসবেতে আপনহারা
সব এ মধুর রাতে।

মিলন গানের সুরখানি
বাজে জগৎ জুড়ে,
একই তানে, সকল প্রাণে
গভীর প্রেমে পূরে।

ঐ সুরে সুর মিলিয়ে কবে
গাইবে আমার প্রাণ,
হৃদয় দীপটি জ্বলে উঠে,
করবে আলো দান!

জাগো মা

জাগো মা জননী, হৃদয় কমল বাসিনী।
জাগো বিমল জ্ঞানের আলোকে,
জাগো, ত্যাগে, অনুরাগে অন্তর লোকে,
জাগো আনন্দময়ী, সব দুখ শোকে,
চিদানন্দ দায়িনী সুহাসিনী।

জাগ্রত কর মাগো, প্রাণে নব বল.
তব পদে মতি যেন থাকে অবিচল,
ভক্তি প্রবাহ ধারা বহে অবিরল,
সব কলুষ কালিমা নাশিনী।

বাজিয়া উঠুক তব অমূর্ত্ত বাণী,
মন্থিত করে মম মরম খানি,
দূরে যাক্ যত পাপ তাপ গ্লানি,
ওগো অমৃতময়ী সুভাষিনী।

নিরুদ্দেশ্য

নিরুদ্দেশ্য বয়ে যায় জীবণের গতি
অবসন্ন মন ; মৌন, স্পন্দন হীন,
নির্ণিমেষে চেয়ে আছি অর্থবিহীন
বিষাদ মগন ওই প্রকৃতির প্রতি।
কোথা যেন যোগ আছে অন্তরের সাথে,
কোথা যেন বাজে ব্যথা, ঘাত-প্রতিঘাতে,
একই সুরে, হাহাকারে ভরে-বক্ষতল,
অজস্র নয়ন-বাষ্প করে টলমল।
তাই বুঝি হেরি আজি, এ মলিন বেশ,
জটাযুক্ত আলুথালু মুক্ত রুক্ষ কেশ,
আকাশে ছাইয়া আছে, নিরাশার মত,
সুনীল নয়ন বয়ে তাই অবিরত,
অশ্রুধারা বয়ে যায় দর দর ধারে,
দীর্ঘশ্বাস উচ্ছ্বসিয়া উঠে বারে বারে।
হৃদযের বহ্নি রেখা উঠে ঝলসিয়া,
তীব্র শিখায় ব্যক্ত, দুখ-দগ্ধ হিয়া।
লুটায়ে পড়েছে ভুমে সবুজ আঁচল,
লিপ্ত হয়ে গেছে মুখে, চোখের কাজল।
কবরীর ফুলদল গিয়াছে ঝরিয়া,
কি যেন জীবন হতে গিয়াছে সরিয়া।
জীবন, জীবন নহে, যেন অভিশাপ,
পেয়ে যে হারায় তার কত পরিতাপ।

শরৎ

থেমে গেছে ঝর, বৃষ্টি বাদর,
শাওন গিয়েছে চলে,
বিদায় অশ্রু অঝোরে ঢেলে,
আবার আসিব বলে।

স্বচ্ছ আকাশে গভীর নীলিমা,
কালো মেঘ গেছে সরে,
সোনালী আলোক ছড়ায়ে পড়েছে,
ধরণীর মুখ পরে।

শ্যামল বনানী, দেয় হাতছানি,
ঝল্‌মল্‌ শোভাতে,
তরুরাজি যত, ফলে ফুলে নত,
নয়ন মন লোভাতে।

কুসুমের রাশি, উঠিয়াছে হাসি,
আলো করে বনে বনে,
গন্ধমোদিত স্নিগ্ধ বাতাস,
বহিতেছে ক্ষণে ক্ষণে।

ক্ষেতের ফসলে, ঢেউ দিয়ে চলে,
যেন সে কৌতুক ভরে,
শুভ্র শেফালী, আলসে ঢলি,
পড়িতেছে ঝরে ঝরে।

বালিকার দল, আনন্দ-বিহ্বল,
কুড়ায় আঁচল পাতি,
ক'রে কাড়াকাড়ি, কত ছড়াছড়ি,
প্রাণের উচ্ছ্বাসে মাতি।

ফুল্ল আননে, ফুলেরি সুষমা,
পূজার নির্ম্মাল্য সম,
তেমনি বিমল, সরল, কোমল,
সুন্দর মনোরম।

প্রজাপতি-যত, আজি পুলকিত,
পরাগ মাখিয়া গায়,
মেলে দুটি পাখা, চারু ছবি আঁকা,
ফুলে ফুলে শুধু ধায়।

নাচে পিককুল, শোভায় অতুল,
পেখম তুলিয়া ছন্দে,
শ্যাম দূর্ব্বা পরে, কত রঙ্গভরে,
কেকারবে মহানন্দে।

সরোবর রাজি, পরিপূর্ণ আজি,
জলভারে টলমল,
স্ফটিকের মত শুভ্র সলিলে,
ফুটেছে কমল দল।

আসিছে নাগরী, ভরিতে গাগরী,
হাস্য-পূরিত রঙ্গে,
চপল নয়না, ত্রস্ত বসনা,
যৌবন ভার অঙ্গে।

হেরে সরোবরে, কত লীলাভরে,
আপনারি ছবি, ছায়া,
মৃদু মধু হাসে, সুখনীরে ভাসে,
রচিয়া মোহন মায়া।

দেখে মনে হয়, কেহ হীন নয়,
রূপে হবে সমতুল,
জলে পদ্ম ভাসে, স্থলে পদ্ম হাসে,
ভ্রমর না করে ভুল!

তরুর শাখায়, পাখী গান গায়,
করুণ মধুর সুরে,
রাখালের বেণু, শুনে শান্ত ধেনু,
বনের ছায়ায় দূরে।

ওই গিরিমালা, করিতেছে খেলা,
আলো ও ছায়ার সাথে,
আকাশের রঙ, দেয় ক্ষণে ক্ষণ
অপরূপ রূপ তা'তে।

সুনীলের মাঝে, বাসন্তী রাজে,
ধূসর, সবুজ ও ভাগ,
সোনালী, গোলাপী, গায়ে মাখামাখি,
ওদিকে আরক্ত রাগ।

কে আড়ালে থেকে, দিতেছে এ এঁকে,
অপূর্ব্ব সে কারিগর,
রং এর এ খেলা, বৈচিত্র্যের মেলা,
কলা তার মনোহর।

সুনিপুন হাতে, বসে নিরালাতে,
আনমনে রচে ঐ,
মুগ্ধ নয়ন, হারায় চেতন,
অপলকে চেয়ে রই।

আকাশে, বাতাসে, ভেসে ভেসে আসে,
নিখিলের মহাগান,
সে গভীর সুরে, ভেসে যায় দূরে,
আকুলিত মম প্রাণ।

শারদীয় পূর্ণিমা

শারদ আকাশে, সুধাকর হাসে,
ঢালিয়া অমিয় ধারা,
চাতকিনী প্রায় সেই সুধাপানে,
হইনু আপন-হারা।

মেঘহীন ঐ সুনীল পাথারে,
যেন রে ভাসিয়া যায়,
চাঁদেরি মতন, আমারো এ মন,
অসীমের কিনারায়।

রূপালী আলোর স্রোত বয়ে যায়,
কি জানি, কাহার পাণে,
মুগ্ধ পরাণে, হেরি আনমনে,
নয়নে স্বপন আনে।

ঐ দেখা যায়, আলো আবছায়,
সুদূরের চিত্র পট,
পাহাড়ের কোলে, পরিপূর্ণ জলে,
বিচিত্র হ্রদের তট।

স্বচ্ছ সলিলে, কিবা ঝলমলে,
পড়িয়া চাঁদের ছায়া,
সে কি মনোরম, শোভা অনুপম,
রচেছে কুহক-মায়া।

ঘন বন বীথি, হ'তেছে প্রতীতি,
যেন সে নন্দন বন,
যাহার শোভার, অপূর্ব্ব সম্ভার,
চিত করে নিমগন।

স্বরগের সেরা, রূপে মনোহরা,
সুরভিতা পারিজাত,
দিব্য সুষমায়, সে কানন ছায়,
চিরফুল্ল অনাঘ্রাত।

অপ্সরী, কিন্নরী, নূপুর সিঞ্জরী,
মত্ত যথা নৃত্য গীতে,
স্বর্গ সুখ যত, উপভোগে রত,
দেবরাজ মুগ্ধ চিতে।

স্তব্ধ নগরী, সকল, পাশরি,
ঘুম ঘোরে অচেতন,
নিবিড় শান্তি, হরিছে ক্লান্তি,
বিশ্ব হরষে মগন।

উষাকাল

পূব আকাশে উঠ্‌ল হেসে,
সোনার বরণ উষা,
ঝল্‌মলিয়ে সোনার আঁচল,
সোনারি বেশভূষা।
রূপের প্রভায় দীপ্ত করে,
সারা জগৎখানি,
নবীন দিনের নবীন আলোয,
শুনায় নবীন বাণী।
সোনার হাতে, সোনার থালা,
সোনার চাঁপা ফুলে,
অর্ঘ্যখানি সজ্জিত তার,
ধরেছে তায় তুলে।
লাজে, ভয়ে, হরষেতে,
কাঁপ্‌ছে হিয়াখানি,
প্রাণের পূজা নিয়ে এল,
মুগ্ধা পূজারিণী।
মুখের পরে সরম ভরা
গভীর রক্ত-রাগ,
হৃদয় মাঝে হোলীর খেলা,
লিপ্ত শুধু ফাগ্‌।
নতি করে প্রেম ভরে,
প্রাণের দেবতায়,
মধুর হেসে, প্রেমময় সে,
মুখের পানে চায়।

'তুই নয়নে প্রেমের আলো,
সুধা বৃষ্টি করে,
আশীষধারা শতধারে,
পড়ছে ঝরে ঝরে।

মৃণাল ছুটি বাহু ধরে
বাঁধ্‌ল বাহুপাশে,
দোঁহে মিলে একাকার,
মিলন সুখে ভাসে।

অম্‌নি জেগে উঠ্‌ল যেন,
অপূর্ব্ব এক সাড়া,
ত্রিভুবনে ঢেউ খেলায়ে
গেল পুলক ধারা।

আলোর বন্যা বইল যেন,
ঝলক দিয়ে দিয়ে,
নব জীবন, নব চেতন,
সাথে নিযে নিয়ে।

বিশ্বব্যাপী এক শিহরণ,
জাগ্‌ল প্রাণে প্রাণে,
নূতন আশা, নূতন ভাষা,
নূতন গানে গানে।

মুক্ত আকাশ অসীম সুখে,
উজল হাসি হেসে,
তারি ছটা ছড়িয়ে দিল,
ধরার মুখে, কেশে।

সাগর, পাথার, মরু গিরি,
শ্যামল তরুলতা,
বন, উপবন, ফল ফুলের
অসীম সুন্দরতা।

পল্লী, নগর পথ প্রান্তর,
পশুপাখীর মেলা,
একই সাথে হেসে উঠে,
রচ্‌ল নব খেলা।

একই তানে গাইল সবে,
প্রাণ মাতানো সুরে,
বন্দনারি গানখানি এই,
নিখিল বিশ্ব জুড়ে।

লীলাময়

বিচিত্র তোমার লীলা, ওগো, লীলাময়,
ভাবিতে নয়ন মন, স্তব্ধ হয়ে রয়।
রচিয়াছ সৃষ্টিখানি, কি বৈচিত্র্যে ভরা,
রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধে, মনোহরা।
অনন্ত ব্যাপিয়া উঠে, সঙ্গীতের ধ্বনি,
জলে, স্থলে সুর তরঙ্গ উঠে রণি রণি।
মহাকাশে যে নীলিমা, তারি প্রতিচ্ছায়া,
সাগরের বুকে পড়ে, সৃজে নব কায়া।

কোটী কোটী গ্রহতারা, আকাশের কোলে,
মহাবেগে বিঘূর্ণিত, অবিরত দোলে,
অদৃশ্য সুত্রেতে গাঁথা, কি বিচিত্র হার,
হে শিল্পী, কৌশল তব কিবা চমৎকার !
অরুণ বিকিরে কিরণ, শশী, সুধা ধারা,
শ্যামলা ধরণী যেন সুখে আত্মহারা !
হৃদয় জুড়িয়া তার, সবুজের মেলা,
ফলে ফুলে বিভূষিত, সৌন্দর্য্যের খেলা।
বিহগ কুজিত কত নিবিড় বনানী,
দিগন্ত প্রসারী ক্ষেতের হরিৎ উড়াণী।
মেঘ মালা-সম উচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী,
এঁকে বেঁকে চলে গেছে, লুটাইয়া বেণী।
কল কল স্বরে কত খর স্রোতা নদী,
মহাসিন্ধু অভিমুখে ধায় নিরবধি।
পশুপাখী, নানাভাতি, রূপ রং কত,
দেখিয়া বিস্ময়ে মন হয় অভিভূত।
নৃত্যরত পিককুল, চিত্রময় পাখা,
প্রজাপতি দল যেন তুলি দিয়ে আঁকা।
কমলের রূপ হেরে, বিমুগ্ধ হৃদয়,
গোলাপ দেখিয়া শুধু এই মনে হয়,
যাহার রচিত ইহা, তাহার মাধুরী,
কত যে হইবে তাহা ভাবিতে না পারি।
এমন মধুর, কোমল, অপূর্ব সুষমা,
এ জগতে কোথা আর, কি দিব উপমা !
এমনি কতই কলা হেরি চারিভিতে,
তোমার সৃজন লীলা, কে পারে বর্ণিতে !

ভাষা কোথা, শক্তি কোথা, ক্ষুদ্র লেখনীর,
বিপুল শ্রদ্ধায় শুধু নত হয় শির।

সংসার

পরম আশ্চর্য্যময়, বিচিত্র সংসার,
বুঝিতে পারিনি আজো, সার কি অসার!
প্রকৃতির রূপৈশ্বর্য্যের সীমা কোথা আছে,
দেখিলে বিমুগ্ধ মন, শিখীসম নাচে।
রবির প্রখর কর, চাঁদের স্নিগ্ধতা,
বিপুল বারিধি ধারা, ধরণীর শ্যামলতা।
তুঙ্গ হিমাচল শ্রেণী, নদী অগণিত,
বন, উপবন, কত, ফলে, ফুলে ভূষিত;
জলচর, স্থলচর, প্রাণীদের মেলা,
অবিরাম এরি মাঝে করিতেছে খেলা।
স্বভাব শোভায় ইহা তুলনা বিহীন,
মানব সমাজ হেরি, বিস্ময়ে বিলীন।
সত্য মিথ্যা বিজড়িত, মমতায় গড়া,
ভাল, মন্দ, সুখ, দুঃখ, ঈর্ষা, দ্বেষ ভরা;
আশা নিরাশার ইহা রহস্য আগার,
কত গভীরতা এর, কোথা এর পার!
মানব মনের খেলা, কত রূপে নিতি,
দেখিয়া জাগায় মনে, শোক, হর্ষ, ভীতি।
কোথা ও শান্তির ছবি, স্নিগ্ধ করে মন,
কোথাও অশান্তি-অনল জ্বালায় জীবন।

কেহ বা মধুর স্বভাব, কোমল, উদার,
পরহিত তরে সদা মুক্ত হস্ত তার।
আত্মপর ভেদ নাহি, আপনারে ভুলি,
অনায়াসে হাসি মুখে দেয় স্বার্থ বলি।
কেহ বা পাষাণ প্রাণ, নিষ্ঠুর অতি,
অকারণে দুঃখ দেয়, করে নানা ক্ষতি।
অপরে আঘাত করে, হয় আনন্দিত,
কোন অপকর্ম্মে কভু, নাহি হয় ভীত।
স্বার্থ সাধন ওদের জীবণের সার,
উহা ছাড়া চাহে না ত কোন দিকে আর।
সত্যকে মিথ্যায় সদা করে পরিণত,
মিথ্যাকে সত্য রূপে প্রকাশে সতত।
পরনিন্দায় কাহারো বা হেরি পঞ্চমুখ,
পায় তারা তাহাতেই সীমাহীন সুখ।
আপনার দোষ ত্রুটী চোখে নাহি পড়ে,
অপরের ছিদ্র সদা অন্বেষণ করে।
গুনীজন করে সদা গুণের আদর,
নীর ছেড়ে ক্ষীর খায় যথা হংসবর।
সুনামের তরে কেহ আপন প্রচারে,
ঢাক ঢোল বাজাইয়া, মহা আড়ম্বরে,
কাকবৎ লাগাইয়া ময়ুরের পুচ্ছ,
সুখ্যাতি নিতে গিয়া, হয় অতি তুচ্ছ।
কেহ বা সৎকার্য্য চাহে রাখিতে গোপন,
সুকৃতির মূল করে নীরবে রোপন।
কাহারও ভাণ্ডারে অন্ন নাহি ধরে,
কেহ অপচয় করে, কত হেলা ভরে!

বিলাস বিভব কত, অট্টালিকা বাড়ী,
মোসাহেবে পরিপূর্ণ, কত গাড়ীজুরী !
কাহার ও আশ্রয় দেখি শুধু বৃক্ষতল,
ভিক্ষাবৃত্তি তাহাদের শুধুই সম্বল।
সারা দিনে দুই মুষ্ঠি খেতে নাহি পায়,
রোগে, শোকে, জর্জ্জরিত, মরণেরে চায়।
নরক যাতনা সহে, কি জানি কি পাপে,
জীবন্তে মৃতের মত তারা দিন যাপে।
কেহ বা ওদেরি রক্ত করিয়া শোষণ,
অবাধে করিছে নিত্য উদর পোষণ।
টাকার থলিতে যত সিন্দুক ভরিয়া,
তৃপ্ত আর হয় নাকো বুভুক্ষিত হিয়া
কোথা ও কর্মের কলেপিষে অস্থিরাশি,
কোথা ও বা নৃত্যগীত, কতরঙ্গ, হাসি !
লেখনী চালায় কেহ, সারা দিনমান,
অস্থি, চর্ম্মসার, শুধু দেহে আছে প্রাণ।
কেহ বা লেখনী ঘায়ে অধীনস্থ জনে,
পথের ভিখারী ক'রে পুরুষার্থ গণে।
পুত্রের বিবাহে পিতা দশ হাজার আশে,
কত সুখ স্বপ্ন দেখে, আনন্দেতে ভাসে।
কন্যার পিতার চোখে জগৎ আঁধার,
হৃদয় মথিয়া উঠে, ঘোর হাহাকার।
শতেক ধিক্কার আসে, পিতৃত্বের পরে,
মরিয়া এড়াতে চায়, কঠিন সংসারে।
কোথা ও শিক্ষার আলো করে ঝলসিত,
অজ্ঞান তিমিরে হের, কোথা ও আবৃত।

স্বর্গ, নরক, কোথা ? সে এই সংসারে,
শ্মশানের বিভীষিকা, ইহারি মাঝারে।
দুঃখ, দৈণ্য, শোক, যেথা অবস্থিত,
নরক যন্ত্রণা জ্বালায় সকলেই ভীত।
বিমল আনন্দ, সুখ, স্বার্থ-বিরহিত
স্বর্গের আলো সদা করে বিতরিত।
হর্ষ, বিষাদ, শোক, সাথে করে খেলা,
আলোড়িত করে তোলে জীবণের বেলা।
হাসি কান্না, আলো, ছায়ার এযে রঙ্গভূমি,
এমন বৈচিত্র্য আর কোথা পাবে তুমি!

হে বঙ্গ জননী

যত দূরে থাকি, হে বঙ্গ জননী,
তোমার সে স্নেহ-ছায়া, ভুলিতে পারিনি।
সেই ফল, ফুল, সেই সুশীতল জল,
শস্যভরা সেই ক্ষেত, অতি সুশ্যামল।
সেই বনবীথি, বিহগের গীতি,
নদীর অবাধ গতি, জলের কল্লোল!
নৌকার সারি, দেয় নদী পাড়ি,
মাঝীদের সুধা-সঙ্গীত রোল।
সাথীদের নির্ম্মল অকপট স্নেহ,
খেলা-ধূলা, আত্মীয়তা, শান্তিময় গেহ,
পিতামাতা ভাইবোন সবাকার প্রীতি,
আজো প্রাণে তোলে যেন, কি নবীন গীতি।

সকলি হৃদয়ে আছে, গভীর অঙ্কিত,
তোমারে হারায়ে প্রাণ কত যে শঙ্কিত !
প্রবাসে থাকিয়া শুধু কাঁদিয়া মরি,
তোমাকে একান্ত মনে স্মরণ করি।
হেথা কোথা, সেই ঘন শ্যাম সুশীলতা
সরস সুন্দর সেই মধুর মমতা ;
শুষ্ক প্রান্তর হেথা করিতেছে ধু ধু,
বুকের মাঝারে যেন জ্বালা দেয় শুধু।
দৈত্যের মত সব পর্ব্বত দাঁড়াইয়া,
দেখিয়া দেখিয়া চূর্ণ হয় যেন হিয়া।
তোমার স্নেহের ছায়া হারাইয়া, হায়,
প্রতিপলে প্রাণ যেন ছুটে যেতে চায়।
কবে যাব ফিরে সেই আঁচল তলে,
সে আশায় বসে আছি, ভেসে আঁখিজলে।

বেকার

আমরা বেকার, চাক্‌রী চাই।
ঘরে নুন, তেল, লাকড়ি নাই।
সংসারেতে, দিনেরেতে চল্‌ছে খাই খাই।
খেতে আমরা একটি ডজন,
আয় যদিও ঠন্‌ঠনাঠন্‌,
গিন্নীর মুখের নাইরে ওজন,
বকুনীতে হিমসিম খেয়ে যাই।

দরখাস্তটি নিয়ে পকেটে,
পথে পথে বেড়াই হেঁটে,
চাকরীর বাজার যে রেটে,
টুইশনী ও মিলে না ত ছাই।
জুতা জোড়া হল সারা,
ধুতি, কুর্ত্তায় তালি মারা,
ভদ্র আর বলবে কারা ?
ভাবে, ভিখারীর ভায়রা ভাই।
মান, সম্মান, সবই গেছে,
কি অভিশাপ, বেকার বেঁচে,
ক'দিন চলে, বেচে, যেচে,
খরচের কূল কিনারা নাই।
বাড়ী ভাড়া শিশুর দুধ,
ধোপা, নাপিত, কাব্‌লীর সুদ ;
ঔষধ পথ্য নৈলে নয়,
নিত্যি অসুখ-বিসুখ হয়।
কত ফিরিস্তী দেব আর,
দিয়েই বা কি হবে সার,
আসল কথা, আমরা বেকার,
আমাদের আজ চাকরী চাই।

ভবিষ্যৎ

আজকে আমায় করছে যারা
এত অপমান,
কালকে তাদের সন্তানেরা
করবে মুকুট দান।
আজ যাহারা হেলা ভরে
মুখ ফিরায়ে যায়,
কালকে তাদের সন্তানেরা
চলবে ইসারায়।
আজকের আমি নই ত, ভাই,
বলি, কালকের তরে,
আমার কথা তাই ত কারো,
মনে নাহি ধরে।
দু'দিন পরে বুঝবে সবাই,
বৃথাই বলিনি,
সবার হাঁতে হাঁ মিলিয়ে,
তাই ত চলিনি।
বাঁচার মত বাঁচতে হলে,
সকল সাধন চাই,
জোর করে যা করাবে,
তার কোন মূল্য নাই।
একদিন সে তুলবে মাথা,
বিরুদ্ধতা করে,
সহ্য-সীমা ছাড়িয়ে গেলে,
মন যে বিষে ভরে

অসাধ্য আর থাকে না ত,
কোন কঠিন কাজ,
জীবন দিতে জুটে যায়,
রাখতে নিজ লাজ।

জীবন পথের সকল দাবী,
মিটাতেই হবে,
সুখেতে এ কাঁটার বন,
পার করিবে তবে।

তা না হলেই শত প্রশ্ন
দাঁড়ায় সমুখে,
সমাজ নিয়ম ভাঙ্‌তে চাহে,
শক্ত-কঠিন মুখে।

অপরাধী করতে যাওয়া,
ঘোর যে অপরাধ,
সমাজ তাহা বুঝবে কবে,
জান্‌তে বড় সাধ।

এমন নিয়ম কানুন কেন,
হয় না হেথা সৃষ্টি,
সবার পরে থাকে যেন,
সমান ভাব ও দৃষ্টি।

তা হলেই ত বিবাদ ক্ষেত্র
হবে সঙ্কুচিত,
বিদ্রোহী আর হবে না কেউ,
সমাজ ভয়ে ভীত!

আমার নিন্দা করে সমাজ,
সকল মাতৃজাতে,
অপমানে জর্জ্জরিত
করছে দিন রাতে।

বাইশের খেয়াল

বাইশ বছরে কেমন ছিলাম,
আজকে মনে নাই,
সেদিনের সে মনটি কিন্তু
আজো মনে পাই।

বেয়াল্লিশে বাইশের খেয়াল,
মনের মাঝে রয়,
এমন বিড়ম্বনা কি ভাই,
আর কাহারো হয়!

মাথার চুলে পাক ধরেছে,
তবু যায় না সখ,
সুগন্ধ তেল মাখি তবু,
মাজি গায়ের ত্বক্
স্নানের সময় একটুখানি,
সাবান মাখাই চাই,
নইলে যেন মনে হয়,
নাওয়া হয় নাই।

প্রসাধনে একটুখানি,
স্নো ক্রীম না হলে,
হোক্ না বয়স, তবু কি আর
মেয়েদের চলে !

সৌখীন বলে ঠাট্টা করে,
পাড়াপ্রতিবেশী,
আমার মনের খবর ওরা,
জান্‌বে কি আর বেশী !

বাইশের খেয়াল, ও সব আমার,
লুকিয়ে মনের কোণে,
সকল কাজে বেসুর বাজে,
মিথ্যা স্বপন বোনে।

দেখতে প্রাচীন, মনটি নবীন,
কথায় ও কাজে
সামঞ্জস্য হয় না, হায়,
মবি যে লাজে।

ফোঁক্‌লা দাঁতের আড়াল থেকে
বেরোয় রসের কথা,
তরুণীরা সলাজ ভরে,
নত করে মাথা।

ওদের লজ্জা দেখে আমি,
নিজেই লজ্জা পাই,
সাজে না আর এসব কথা,
ভাবি মনে তাই।

একটু পরেই ভুলে বসি.
আমি যে প্রবীণা,
রসরাজ্যে প্রবেশ করা,
আমার এখন মানা।
বাইশের বেড়া পেড়িয়ে গেছি,
থাকে না ভাই, মনে,
ঐ বয়সটা অমর হয়ে,
রইল এ জীবনে।
এমন অসঙ্গতি যেন
আর কারো না হয়,
যে বয়সে যা শোভা পায়,
তাহাই মনে রয়।

শরণার্থী

আমরা শরণার্থী,
ঘর-বাড়ী নাইকো মোদের,
একটু ঠাঁইএর প্রার্থী।
মোদের কপালের দোষে,
পড়েছি দেবতার রোষে,
সবই ছিল সবই গেল,
ঐ নিঠুরের কোষে।
এই দুনিয়া ফাঁকি,
কিছুই রইল না বাকি,
ধন গেল, মান গেল,
কি নিয়ে বা থাকি।

স্বাস্থ্য গেল শান্তি গেল,
গেল মনের সুখ,
অভাব ও ব্যাধির জ্বালায়,
জ্বলছে শুধু বুক।
পরণে নাই কাপড় কাণি,
ক্ষুধায় নাই রে অন্নপানী,
রোগে নাই একটুখানি,
ঔষধ পথ্য, যা হোক্ ,
চোখের উপর ছেলেমেয়ে
রোগের জ্বালায় ছটফটিয়ে,
অবশেষে যাচ্ছে পরলোক।
ফুটপাথে ও গাছতলায়
আমাদের যে দিন যায়।
ঝড়বৃষ্টি মাথার পরে,
মনের সুখে নৃত্য করে!
চোত্ বোশেখের রদ্দুরে
পাপড় ভাজা হইরে পুড়ে।
ঠোকর মেরে চলে সবে,
মানুষ মোরা কেবা কবে!
কুকুর, বিড়াল, হয়ে বাঁচি,
প্রেত লোকে আমরা আছি
বৌ-বাচ্চার দশা দেখে,
চোখ দু'টো বুজে থেকে,
ডাকি শুধু নিদয় বিধাতায়,
যে আমাদের ফেল্ল আজি,
এ দারুণ দুঃখ দুর্দ্দশায়।

তবু বেঁচে আছি নিয়ে
সান্ত্বনার এই পুঁজি,
যে আমাদের সব হয়েছে,
সেই দেবে সকল খুঁজি।

ধূলা মাটী

অনাদরে পদতলে লুণ্ঠিতা, তাই,
ও আমার ধূলা মাটী, তব মূল্য নাই।
তোমার মহিমা হায়, বুঝিল না কেহ,
এমন অবাধে থাকে, কে কাহার গেহ ?
ধনী হোক্, দীন হোক্, সকলের ঠাঁই,
মিলিয়া মিশিয়া থাক, পক্ষপাত নাই।
বুক দিয়া দিবারাতি পদাঘাত সহ,
কতই লাঞ্ছনা তুমি, শিরে তুলে লহ ;
ঝাড়িয়া ফেলিতে চায়, সকলে আগ্রহে,
তবু তুমি জড়াইয়া থাক পাকে পাকে।
সতত সবার লাগি কাঁদে তব প্রাণ,
তাই তুমি এথা সেথা সর্ব্বত্র সমান—
বিচরণ কর সর্ব্ব ভূমণ্ডল ব্যাপী,
হেলার এ দুখ ভার রাখ বুকে চাপি।
জননীর মমতায় গড়া তব বুক,
সুখে, দুখে সদা সাথী, চাও সঙ্গ সুখ।
থাক তুমি সকলের রোমে রোমে মিশি,
তোমার জীবন শুধু ভাল বাসাবাসি।

তোমারি বুকেতে মোরা বাস করি সুখে,
তবু হেরি কুঞ্চিত করি সদা মুখে।

তোমারি বুকেতে মোরা গড়িয়া মহল,
হাসি, কাঁদি, ভালবাসি, করি কোলাহল।

তোমারি বুকেতে রচি প্রমোদ উদ্যান,
ফুল তুলি, মালা গাঁথি, গাহি প্রেমগান।

তোমারি বুকেতে ফলে মোদের ফসল,
ক্ষুধিতেরে অন্ন দাও, দাও ফুল ফল।
খাদ্য, পেয়, রাখি সদা, তোমারি আধারে,
তৃষায় শীতল কর, স্নিগ্ধ জলধারে।

রকমারি পাত্র রূপে, তুমি থরে থরে,
শোভা পাও, ধনী, দীন, সকলের ঘরে।
তোমার স্নেহের দান, অতুল সংসারে,
অযাচিত দাও সবে, সদা মুক্ত করে।

তবুও করে না কেহ, তব গুণগান,
শুধু সেথা পাও তুমি, ক্ষণিকের মান,
যবে প্রণমিতে শির করি গো লুণ্ঠিত,
তোমারে ললাটে মাখি, হয়ে অকুণ্ঠিত;
তখনি গো হয়ে উঠ, মহামহীয়সী,
সব অপমান যায়, তৃণসম ভাসি।

তুমি মাতা, ধার নাত স্তুতি নিন্দার ধার,
আনমনে চেয়ে থাক, গোধুলী বেলার—
ওই আরক্তিম ঊর্দ্ধ আকাশের পাণে,
ও লালিমা তব প্রাণে কি উচ্ছ্বাস আনে!

গভীর আনন্দে তুমি গোক্ষুর তাড়নে,
উড়িয়া উড়িয়া যাও, কোন্ যে গহনে ;
রাখাল রাজেরে তুমি খুঁজিয়া বেড়াও,
সংসারের নিন্দা, স্তুতি, কিছু নাহি চাও।

দুখের নিশা

দুখের এ ঘোর নিশা,
হবে না কি অবসান !

উদিবে না দিনমনি,
গাহিবে না পাখী গান !

আঁধারের বিভীষিকা,
কত ভীতি জাগাবে !

নিয়তি কঠোর হাতে
কষাঘাত লাগাবে !

সহিতে পারি না হায়,
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়,
আর কত বহিব এ
বিধির বিধান !

অশ্রু

কত রূপে আস, হে অশ্রু বিন্দু,
কভু বয়ে আন শোকের প্রবাহ,
কভু বুকে লয়ে, আনন্দ সিন্ধু।

কভু বিরহীর বেদনা-ব্যাকুল,
মরম-ক্ষরিত মধুর জ্বালা,
নয়নের পথে বাহিরিয়া আস,
হইয়া শুভ্র মতির মালা।

কভু মানিনীর স্ফুরিত কপোলে,
গৌরব ভরে কর টলমল,
আপেলের গায়ে খচিত যেন,
অমোল দুইটি মুক্তা ফল।

নিরাশ-কাতর করুণ আঁখিতে,
কর যবে তুমি ছলছল,
হেরিয়া তাহায়, কে হেন নিঠুর,
বিগলিত চিত, হবে না, বল !

জীবনের দীর্ঘ মরুপথে,
সর্ব্বহারার চিরসাথী তুমি,
নিবিড়তর মমতায় ঘিরে
থাকহে তাহার নয়ন চুমি।

কভু আস, ভক্তিধারা রূপে,
দুঃখে, দৈন্যে, তুমিই সম্বল,

হৃদয়ের সব পঙ্কিলতা ধুয়ে,
অবিরত তুমি ঢাল হে জল।

স্নিগ্ধ করিতে দগ্ধ হৃদয়,
অতি বিচিত্র তব শক্তি,
বন্ধনের মাঝে সব হ'তে তুমি
দিতে পার সখা, মুক্তি।

শঙ্কা রহিত

আর কি আমি পাই রে ভয়!
অভয় চরণ শরণ করে,
ভয়েরে করেছি জয়।

যে নাম নিলে এক নিমেষে,
সব পাপতাপ যায়রে ভেসে,
সে নাম নিয়ে অবশেষে,
মিটে গেল সব সংশয়।

কত দিবি দুঃখ, জ্বালা,
আর নয়কো অশ্রু ঢালা,
দুঃখ আমার ফুলের মালা,
সেইখানে তার পরিচয়।

সংসারের এই পাকে থাকি,
মনে মনে তাঁরে ডাকি,
প্রাণ পদ্মে যে থাকি থাকি,
করে আলোয় আলোময়।

জন্মভূমি

বঙ্গ আমার জন্মভূমি,
আমার সোনার দেশ,
দুঃখ, দৈন্য নাইকো সেথা,
নাইকো বিষাদ লেশ।

ধরার মাঝে দেখতে কেহ,
চাও কি স্বর্গভূমি,
আমার সোনার বাংলা দেখে,
নয়ন জুড়াও তুমি।

সোনার আলোক ঠিক্‌রে পড়ে,
যাহার আকাশ, ভূমে,
আশীর্ব্বাদের মত ঝরে,
যাহার ললাট চুমে,
চাঁদের আলো রচে যেথা,
স্বপনের এক মায়া,
কবিকুল-কল্পনার সেই,
কুসুম-কুঞ্জ-ছায়া।

জাহ্নবী যার বুকের মাঝে,
বিমল স্নেহের ধারা,
বিপুল সুখে উচ্ছ্বসিয়া,
বইছে আপন হারা।

নৃত্য লীলায় লীলায়িত,
ঢেউ এর তালে তালে,
চরণ ফেলে থৈ, তাতা থৈ,
সুরের সুধা ঢালে,
কল্লোলিয়া গান গাহিয়া,
দূর বারিধির পাণে,
বহিয়া যায় অবিরত,
যেন প্রাণের টানে।

দিনের আলো দীপ্তি খেলে,
স্বচ্ছ শীতল জলে,
রাতের তারা ঝিকিমিকি,
উপর নীচে জ্বলে।

তরীর সারি দেয রে পাড়ি,
মাঝিরা গায় গান,
ভাটিয়ালীর মিষ্ট সুরে,
আকুল করে প্রাণ।

সবুজ ক্ষেতে সোনার ফসল,
ঢেউ খেলায়ে যায়,
মৃদুল মন্দ কুসুম গন্ধ,
উতল মলয় বায়।

গাঁয়ের চাষা প্রাণের ভাষা,
ফুটায় গানে গানে,
হৃদয়তন্ত্রী বেজে উঠে,
কোমল মধুর তানে।

ঘন শ্যামলিমায় শোভে,
সকল কানন বন,
ফলে, ফুলে ছেয়ে আছে,
মুগ্ধ নয়ন-মন।

মত্ত মধুপ গুণ্ গুণায়ে,
উড়ছে ফুলে ফুলে,
রং বিরংএর কুসুমরাশি,
হাস্‌ছে দুলে দুলে।

বনের পাখী মনের সুখে,
সদাই কূজন রত,
পুকুর জলে, মাছের দলে,
পুলক নৃত্য কত!

রাখাল ছেলে হেসে খেলে,
চড়াতে যায় ধেনু,
ছায়ায় বসে, প্রাণের রসে,
বাজায় মোহন বেনু।

ছায়ায় ঢাকা, মায়ায় মাখা,
পল্লী কুটীরগুলি,
দু'নয়নে বুলায় যেন,
স্বপন সুখের তুলি।

ছবির মত দেখ্‌তে সে যে,
কুঞ্জ-কানন ঘেরা,
ধরার মাঝে ও যে রে ভাই,
স্বর্গলোকের সেরা।

সকল সুখ শান্তি যেন
ওরই বুকের মাঝে,
বিলাস, বিভব উহার কাছে,
মরছে যেন লাজে।

মায়ের স্নেহ, জায়ার প্রেম,
স্বজনগণের প্রীতি,
শিশুর কলকণ্ঠ সুধা,
প্রাণ জুড়ানো গীতি।

ত্যাগ ও প্রেমের এমন আলো,
কোথায় রে আর আছে ?
এম্‌নি করে টানে কে আর,
আপন বুকের কাছে !

গাঁয়ের বধূ ঘোমটা টেনে,
আল্‌তা রঙিন পায,
কলসী কাঁখে নদীর ঘাটে,
জল ভরিতে যায।

রূপের আলো উছলে পড়ে,
মেঠো পথের বুকে,
চতুর্দ্দশীর চাঁদের শোভা,
মাখানো সেই মুখে।

সন্ধ্যাকালে, দীপটি জ্বালে,
তুলসী বেদীর তলে,
প্রণাম করে ভক্তিভরে,
আঁচলটি তার গলে।

মূর্ত্তিমতী কল্যানী সে,
গৃহের সুখ শান্তি,
জীবন পথে ছড়ায় শুধু
বিমল প্রেমের কান্তি।

সুখে, দুখে, ছায়ার মত,
ফিরছে পিছে পিছে,
প্রিয়ের তরে জীবন তার,
নয়ত বাঁচাই মিছে।

এমন সুখের স্বর্গ ছেড়ে,
মরণ নাহি চাই রে,
মরিলেও ফিরিয়া যেন,
বঙ্গমাতায় পাই রে!

এই গৃহ, স্বজনগণ,
গভীর ভালবাসা,
প্রাণের নিবিড়তা খানি,
হৃদয় জোড়া আশা।

এই পথ, ঘাট, মাঠ, বাট,
শস্য শ্যামল ক্ষেত্র,
জনম জনম জুড়ায় যেন,
আকুল দু'টি নেত্র।

মাতঃ গঙ্গে

মাতঃ গঙ্গে, এ কি রঙ্গে,
নৃত্য করিছ আজি ?
ছু'কুল প্লাবিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া,
বাজায়ে নূপুর রাজি।

চরণ চঞ্চল, লুণ্ঠিত অঞ্চল,
ছড়ায়ে চিকুররাশি,
মৃহু মধু তানে, জুড়াইয়া প্রাণে,
গাহিতেছ সুখে ভাসি।

রবিকর জালে, উজ্জ্বল ভালে,
অঙ্কিত সিন্দুর বিন্দু,
সুনীল নয়নে, চাহ ক্ষণে ক্ষণে,
সুদূরের ঐ সিন্ধু।

মিলন প্রয়াসে, প্রিয়তম পাশে,
চলেছ মনের হরষে,
তব পুতবারি, পাপতাপহারী,
শান্তির সুধা বরষে।

বাংলা ভাষা

মোদের বাংলা, ভাষার রাণী,
বিশ্ব বাণীর আসরে,
অতুল তাহার বিভব রাশি,
কাব্য-কলার বাসরে।

দান করেছে জগতেরে,
কতই রতন রাজি,
পূর্ণ করে মা ভারতীর—
জ্ঞান পুষ্পের সাজি।

কোন দৈণ্য নাইকো তাহার
বিপুল ধন ভাণ্ডারে,
বসন্ত শ্রী ফুটায় যেন,
জীবণ-মরু কান্তারে।

নিরস হৃদয় সরস করে,
ফুটায় প্রাণে ফুল,
সংসারের এই পারাবারে,
দেখায় যেন কুল।

মোদের প্রাণের ভাষা সে যে,
মোদের প্রথম বাণী,
মুক্ত করে দিয়েছে যে
ভাবের দুয়ার খানি।

ভাবটি ফুটায় গম্ভীর রূপে,
এমন কোন্ ভাষায় ?
কোন্ ভাষা আর এমন করে,
কাঁদায় ও হাসায় !

কোন্ ভাষা আর এত মধুর,
এমন চিত্তহরা,
নির্ঝরিণীর সমান গতি,
তেমনি কলস্বরা ।

কবি রবি, জীবণ-ছবি
এঁকেছেন যার দ্বারা,
যার সাহিত্য ও কাব্যরসে
জগৎ মাতোয়ারা
তুলনা তার কোথা আছে,
এই ধরণীর মাঝে,
বাংলা আজি রাণীর মতই
উচ্চাসনে রাজে ।

আলোক শিখা লয়ে করে,
দেখায় মোদের পথ,
সেই আলোকের রেখা ধরে,
চল্‌ছে জীবণ রথ ।

জানার ছলে কত কথা,
কত মান অভিমান,
যৌবনে সে প্রেম প্রীতির
কতই করুণ গান ।

ঘাটে, মাঠে, বাটে, আর
নদীর কিনারায়,
সুরের সুরধুনি বহে
যে বাংলা-ভাষায়,
মুটে, মজুর, চাষা, জেলে,
প্রাণ খুলিয়া গায়,
নদীর বুকে দাঁড়ি মাঝি
গেয়ে দাঁড় চালায়,
সে তো বাংলা, মোদের বাংলা,
মোদের প্রিয় ভাষারে,
স্বর্গ সুধার স্রোতঃস্বিণী,
মোদের সকল আশারে।

মেবার

এই সে মেবার দেশ!
কীর্ত্তি যাহার, বিশ্ব-বিদিত,
গৌরবের নাহি শেষ।
লক্ষ বীরের বক্ষ শোণিতে,
যে ভূমি রঞ্জিত,
সহস্র নারীর অশ্রু সলিল,
রয়েছে সঞ্চিত।
স্বাধীনতা হোমে, আহুতি দিয়েছে,
জীবন গনণাতীত।

লভিয়াছে সেই অমর জীবণ,
যাহা রে মরণাতীত।
জৌহর ব্রত করেছে নারীরা,
হাসিমুখে অনায়াসে,
লেলিহান সেই অগ্নিশিখা,
আজো যেন সেথা হাসে।
কৃষ্ণকুমারী করেছিল যেথা
দেশহিতে বিষপান,
মীরার কণ্ঠে ফুটিয়া উঠেছে,
অমৃত-মধুর গান।
সে সুর লহরী, আজো যেন শুনি,
গুঞ্জিত আকাশে,
কোন্ অসীমের দেশ থেকে যেন
ভেসে ভেসে ঐ আসে।
সৌন্দর্য্যের রাণী, ছিল যে পদ্মিনী,
বিধাতার সেরা সৃষ্টি,
আলাউদ্দিন বিমোহিত হল,
করিয়া যাহারে দৃষ্টি ;
চিতোরে নাশিয়া, ভিতরে পশিয়া,
পায় সে যে অবশেষে
ভস্মের রাশি ; যেন উপহাসি,
হেসে উঠে অট্টহাসে।
সতীত্বের জয়, দেখিয়া বিস্ময়,
চমকিত, সেই মিঞা,
পাগলের প্রায়, এথা সেথা ধায়,
ভস্ম হয় তারো হিয়া।

শূরবীর সব মেবারের রাণা,
গুণের নাহিত শেষ,
একলিঙ্গজীর, একনিষ্ঠ সেবক,
কৃপা যার সবিশেষ।

আরাবল্লী যার কীর্ত্তি পতাকা,
উড়ায় গৌরব ভরে,
কীর্ত্তিস্বম্ভ এখনো দাঁড়ায়ে,
যে কীর্ত্তি ঘোষনা করে ;

রাণা প্রতাপের জীবন সাধনা,
জননী, জন্মভূমি,
স্বাধীনতা ব্রতে, উদ্‌যাপিতে,
যে ছিল কর্ম্মভূমি।

যার কণ্ঠ বেড়িয়া রয়েছে ঘেরিয়া,
অভ্রভেদী গিরিমালা,
জয় মাল্য সম, শোভে অনুপম,
বুক জুড়ে করে খেলা।

স্বর্ণ প্রসূ ভূমি রহিয়াছে চুমি,
হ্রদ রাজি মনোহর,
স্বচ্ছ সলিলে ঝিকিমিকি জ্বলে,
সোনালী রবির কর।

মুকুরের প্রায়, হেরে নিতি তায়,
রবি, শশী, গ্রহ, তারা,
সে রূপ মাধুরী, আহা মরি মরি,
করে যে আপন হারা!

মাঠে, বাটে, তটে, শ্যামল সুষমা,
উষর মরুভূ মাঝে,
সাহারার বুকে যেন ওয়েশিস্,
শোভিছে সবুজ সাজে।

ভুট্টার ক্ষেতে কৃষক বালারা,
রক্ত-বরণ বসনে,
পুষ্পের মত হয় প্রতিভাত,
বিভ্রম জাগে মনে।

কত প্রজাপতি, অবারিত গতি,
বিচিত্র রং এর মেলা,
ময়ুর ময়ূরী কত না রঙ্গে,
নেচে নেচে করে খেলা!

রকমারী পাখী, করে ডাকাডাকি,
মধুর কলস্বরে,
সঙ্গীতের মত, শুনি অবিরত,
শ্রবণ মোহিত করে।

কত বনফুল, শোভায় অতুল,
কানন উজলি হাসে,
হ্রদের বুকেতে সে কি মনোরম,
রক্ত কমল ভাসে!

গাগরী ভরিতে, ঘাঘরী দুলায়ে,
নাগরীরা আসে যত,
দেখে মনে হয়, স্থলেও নিশ্চয়,
ফুটেছে কমল কত!

শৈল-শিখরে, এথা সেথা পড়ে,
আলো ও মেঘের ছায়া,
সে রংএর মেলা, করে যে কি খেলা,
রচে কি কুহক মায়া!

ধেণুপাল লয়ে, বেণুটি বাজায়ে,
রাখাল বালক যায়,
পাহাড় তলীতে, হরিৎস্থলীতে,
মন সুখে গো চড়ায়।

মেবারী জননী, দেয় ক্ষীর, ননী,
সন্তানের মুখে তুলে,
স্নেহ-মমতায়, মেখে যেন তায়,
দুখ, শোক, সব ভুলে।

রাজপুত মেয়ে, আজো যায় গেয়ে,
বীরত্বের কত গান,
শিখায় শিশুরে, জীবন সমরে,
কেমনে রাখিবে মান।

রাজপুত বাচ্চা, আজো আছে সাচ্চা,
এই কুটিল সংসারে,
স্বদেশের হিতে, আজো প্রাণ দিতে,
অনায়াসে সে পারে।

এখনো নন্দিতা, চির বন্দিতা,
জন্মভূমির তরে,
বক্ষ শোণিত, হয় তরঙ্গিত,
উথলিয়া যেন পড়ে।

ধনধান্যে ভরা এই মনোহরা,
বীরপ্রসূ সেই দেশ,
যাহার গরিমা, অতুল মহিমা,
বর্ণিয়া না হয় শেষ।

উদয়পুর

রাণা উদয়ের সে উদয়পুর,
আজো আরাবলী মাঝে,
হ্রদ জলভারে সরস সুন্দর,
শ্যামল শোভায় রাজে।

গিরিমালা ঘেরা সে রম্য নগর,
কত যে কাহিনী বুকে,
অতীতের কত গৌরব গাথা,
আজো দীপ্ত করে মুখে।

স্বচ্ছ আকাশে গভীর নিলীমা,
প্রখর রবির কর,
ক্ষাত্র তেজের মতই ঝরিয়া
পড়িছে ধরণী পর।

প্রভাতে যখন পাহাড় ভেদিয়া
জাগে সে রক্ত রাগে,
সকল ভুবন বিপুল বিস্ময়ে,
সে শোভা দেখিয়া জাগে।

সায়াহ্নে আবার পাহাড়েরই কোলে,
পড়ে সে যখন ঢলে,
'পিছোলা' হ্রদের শান্ত সলিলে,
পুলক আলোক জ্বলে।

সেই রাঙ্গা জলে, যবে তরী চলে,
স্বরগের শোভা ফুটে,
সকল চিত্ত অসীম হরষে,
ওরি বুকে পড়ে লুটে।

শৈল শিখরে প্রাসাদ দাঁড়ায়ে,
গৌরব পতাকা লয়ে,
পিছোলাব জলে, ছাযা ছবি ফেলে,
অতীতেব কথা কয়ে।

ওপাবে সবুজ পাহাড়ের সারি,
জড়াজড়ি করে হাতে,
খেলিছে কৌতুকে লুকোচুরি খেলা,
আলো ও ছায়াব সাথে।

হ্রদের বুকেতে শুভ্র ধবল,
স্বপন পুরীর মত,
শোভিছে উদ্যান বাটীকা দুটি,
কারুকলা নিযে কত!

নীর-মুকুরে আপনারে হেরে,
আনন্দে আপন হারা,
মৃদু মৃদু দোলে, পবন হিল্লোলে,
সুনীল জলের ধারা।

'ফতেহ সাগর' পিছোলার সাথে,
প্রীতির বাঁধনে বাঁধা,
দুই ধমনীতে একই প্রবাহ,
একই সুর দোঁহে সাধা।

সেথাও প্রকৃতি উজার করে,
দিয়েছে ঐশ্বর্য্য ঢেলে,
রূপের পশরা খুলিয়া দিয়া
আনমনে সেথা খেলে।

আঁকা বাঁকা বাঁধে কত সে ভঙ্গীতে
পাহাড়ের গাঁ ঘেঁষে,
নৃত্য পরায়ণা নটীর মতন
আলোক ধারায় হেসে,

ছড়ায়ে সুনীল বসন প্রান্ত
উড়ায়ে চিকুর কেশ,
ছুটিয়া চলেছে মোহানার পাণে
অপরূপ সেই বেশ।

যৌবন বিহ্বলা, কুলে কুলে ভরা
উপচিয়া পড়ে ধারা,
বন্ধন যেন হয়েছে অসহ
উচ্ছ্বাসে পাগল পারা।

মুক্তির লাগি তাই বুঝি তার
সুদূরের অভিযান,
উর্দ্ধ হইতে পড়িছে সবেগে
কলরোলে গেয়ে গান।

বিপুল সংঘাতে, প্রস্তর রাশি
চূর্ণ করিয়া প্রায়,
পুঞ্জে পুঞ্জে ফেন উদ্গারিয়া
উন্মাদের মত যায়।

সর্পিল তার সুতীব্র গতি,
রোধিবে কাহার সাধ্য,
সমুখে যাহাই পড়িবে, তাহাই
তারি সনে যেতে বাধ্য।

অদূরে পুষ্পবাটীকা এক
শোভা সে তুলনা হীন,
দেখিলে হৃদয়ে বাজিয়া উঠে
আনন্দ মধুর বীণ।

নন্দন বনের বুঝি প্রতিরূপ
ফুলে ফুলে শুধু ছেয়ে,
ফোয়ারার জল, ঝরে অবিরল,
মর্ম্মর মূরতি বেয়ে।

অবাধে নাচিছে ময়ুর ময়ুরী
কোকিল পাপিয়া ডাকে,
চির বসন্ত সেথা বিরাজিত,
সকল ঋতুতে থাকে।

'সজ্জন গড়' হইয়া অমর,
পাহাড় চূড়ায় শোভে,
দেখে মনে হয়, ঐ স্বর্গ লোক
যেতে চায় মন লোভে।

তরুলতাময় গাত্র ভেদিয়া,
গিয়াছে সোপান শ্রেণী,
সবুজ শাড়ীটি পড়িয়া যেন
রয়েছে মোহন বেনী।

মস্তকে শোভে মর্ম্মর সোধ
যেন সে কিরীট তার,
গগন চুম্বী সমুন্নত শির,
দেখে লাগে চমৎকার।

'উদয় সাগর' আজো ধীর ভাবে,
উদয়ের স্মৃতি বহে,
কত শূরবীর পরশ ধন্য
গরবে সে কথা কহে।

সমর ক্লান্ত কত রাজপুত,
বসিত ঘাটের পরে,
পিপাসা মিটাত শীতল নীরে,
অসীম তৃপ্তি ভরে।

রাজপুত নারী, লইয়া গাগরী,
লইতে আসিত জল,
কল গুঞ্জনে মুখরিত করে,
তুলিত কমল দল।

মিলিত হইত কত নরনারী,
সেই সুবিশাল বাঁধে।
আজিকে সকলি শূন্য পড়িয়া,
স্মৃতিটি কেবল কাঁদে।

সকলি রয়েছে, তবু কিছু নাই,
অস্ত, গৌরব রবি,
আনন্দ মাঝারে জাগায় বেদনা,
মনোরম সব ছবি।

তথাপি তোমারে নমি বারে বারে,
হে প্রিয় উদয়পুর,
এসেছি যদিও সুদূরে রাখিয়া,
তবু তুমি নহ দূর।

রয়েছ প্রাণের পরতে পরতে,
গভীর রেখায় আঁকা,
মুছিবেনা কভু, রবে চিরদিন,
হয়ে মম চির রাকা।

জীবন যুদ্ধ

এই ত জীবন যুদ্ধ !
অরাতি সকলে, এসে দলে দলে,
করিয়াছে পথ রুদ্ধ।

যুঝিতেছি তবু, জয়ী হব কভু,
এই আশা রেখে মনে,
সকল আঘাতে, লই বুক পেতে,
সমরের এ অঙ্গণে।

শিথিল চরণ, আঁধার নয়ন,
যাতনায় প্রাণ যায়,
আহত অন্তরে, রুধির যে ঝরে,
শাণিত কৃপাণ ঘায়।

তবু নাহি শেষ, ওগো, পরমেশ,
আর যে পারি না, হায়,
ধর, অস্ত্রখানি, বাড়াও গো পাণি,
শরণ নিয়েছি পায়।

শুধু তব বল, আমার সম্বল,
আর ত কিছুই নাই,
যদি পরাজয় মম ভালে রয়,
তব পদ যেন পাই।

পথ হারানো

দশ বছরের সীতা।
মুখখানি তার শান্ত সরল,
রূপেতে অনিন্দিতা।

হেসে খেলে বেড়ায় সুখে,
বনের মুক্ত পাখী,
দুঃখ দৈন্য জানে নাকো,
স্নেহের ছায়ায় থাকি।

সেবার পূজায় জাগ্‌ল সাড়া,
সকল সহর জুড়ে,
আনন্দের আর নাই সীমা তার,
উঠ্‌ল হৃদয় পুরে।

তিনটি দিন কেটে গেল,
অপূর্ব্ব এক উল্লাসে,
বিসর্জ্জনের দিনে তাহার,
আঁখি কোণে জল আসে।

বাজ্‌না শুনে সকল ফেলে,
ছুট্‌ল পথের পাণে,
ভীড়ের সাথে চল্‌ল কোথায়,
আপনি নাহি জানে।

অনেক দূরে গেল চলে,
হুজুগের সেই ঝোঁকে,
বাজনা যখন থাম্‌ল তখন,
দেখ্‌ল সভয় চোখে ;
সমুখ পাণে বিপুল নদী,
কাণায় কাণায় ভরা,
কোথায় তাহার সুখের ঘর ?
ভাব্‌ছে, কি যে করা।

ভয় পেয়ে তার আঁখির কোণে
অশ্রু করে টলমল,
চল্‌ল আবার পিছন পাণে,
ভেবে কিবা হবে ফল !

চেনা জানা নাইকো কেহ,
জিজ্ঞাসিতে লাগে ভয়,
অচিন্ পথে চল্‌ল একা,
মনে জাগে কি সংশয়।

হঠাৎ সুধায় কেউ তাহারে,
"অয়ি, কোথা যাবে তুমি ?
একলা কেন বাহির পথে,
এমন বিজন ভূমি !"

ছ'চোখ তুলে দেখ্‌ল সীতা,
দাঁড়ায়ে তার সম্মুখে,
তরুণ বয়স একটি ছেলে,
কোমলতা মাখা মুখে।

তার চোখে সে কি যে পেল,
তাহা শুধু সেই জানে,
ভয় ভাবনা দূরে গেল,
অভয় যেন পেল প্রাণে।

বল্‌ল তারে, করুণ স্বরে,
"পথটি আমি হারায়েছি,
পৌঁছে দেবে আমায় বাড়ী ?
তা হলে যে বড় বাঁচি।

বল্‌ল তরুণ, "এস সাথে,
পৌঁছে দেব ঠিকানায়,
ভুল পথে যাচ্ছিলে চলে,
কি যে হত, বলা দায়।"

অনেক পথ ঘুরে ঘুরে,
পৌঁছল বাড়ীর দ্বারে,
একটু হেসে বিদায় নিল,
দেখ্‌ল না কেউ তারে।

সেদিন হ'তে সীতার শুধু,
একথাটি মনে হয়,
পথটি তাহাব হারায়ে গেছে,
খুঁজে তাই বিশ্বময়।

এল না সে পথ দেখাতে,
এ জীবনে কভু আর,
সকল কাজে আকুল চোখে,
পথ চেয়ে কাটে তার।

চিতোর দুর্গ

অভ্রভেদী শৈল শিখরে,
চিতোর দুর্গ দাঁড়ায়ে,
গৌরব পতাকা উড়ায় শীর্ষে,
বাহুটি তাহার বাড়ায়ে।

'কীর্ত্তিস্তম্ভ' উন্নত শিরে,
ঘোষিছে কীর্ত্তি কাহিনী,
স্বাধীনতা রনে জীবন ত্যাজিল,
কত যে বীর বাহিনী !

রক্ত রঞ্জিত করেছে যাহারা,
চিতোরের ভূমি তল,
সোনার আখরে লিখিত যাদের,
অসীম বীরত্ব বল ;

আজো চারণেরা যশ গায় যার,
সেই রাজপুত বীর,
দেশ মাতৃকার সেই সুসন্তান,
স্বধর্ম্মে যে চিরস্থির।

রাণা প্রতাপের জীবন সাধনা,
অপূর্ব সে দেশ প্রেম,
ভারত মাতার অঙ্গে যেন,
শোভিত মহার্ঘ হেম।

চিতোরের প্রতি ধূলি কণিকায,
রয়েছে তাহার স্মৃতি,
রাণা প্রতাপের সেই অবদান,
সেই স্বাধীনতা প্রীতি।

সেই আত্মত্যাগ, গভীর নিষ্ঠা,
অদম্য সে মনোবল,
শত ঝঞ্ঝাবাতে নির্ভীক, নিষ্কম্প,
গিরিসম অবিচল।

দুর্গম বন, গিরিগুহা মাঝে,
যাপিল যে চিরদিন,
প্রতি পদে হয়ে কঠিনতম,
বিপদের সম্মুখীন।

মরণের সাথে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
খেলিত কৌতুক ভরে,
রাজসুখ ভোগে দিয়া জলাঞ্জলি,
দুখকে সাদরে বরে।

কি দুর্দ্দম স্পৃহা, কঠোর সংগ্রাম,
জন্ম ভূমির তরে,
সে কথা আজি ও মেবার আকাশে,
বায়ুর প্রবাহে গুঞ্জরে।

'জয়স্তম্ভ' বিজয় বারতা,
শুনায়ে জাগায় আশা,
দুর্গের প্রতি শিলায় শিলায়,
জাগিছে নীরব ভাষা।

বিশাল তোড়ণে পাট্টা বীরের,
স্মৃতি সৌধ ওই শোভে,
আলাউদ্দীন এসেছিল যথা,
সৌন্দর্য্য সুধার লোভে।

চিতোর দুর্গ জিনিয়া লভিবে,
নারী সেই অনুপমা,
কত সে প্রয়াস, ধ্বংশ লীলা,
নাহিক তাহার সীমা।

ব্যর্থ কিন্তু হইল সকলি,
কোথায় পদ্মিনী রাণী!
জৌহর ব্রতে ভস্ম হইল,
সোনার প্রতিমাখানি।

রাখিতে আপন সতীত্বধর্ম্ম,
মহৎ কুলের মান,
পুরনারী সাথে পদ্মিনী সতী,
করিল জীবন দান।

রক্ত বরণ বসন পরিয়া,
কণ্ঠে দুলায়ে মালা,
শঙ্খ বাজাইয়া, অগ্নি গর্ভে,
পশিল সকল বালা।

জৌহর ব্রতের লেলিহান শিখা,
দেখিয়া মিঞার মন,
অনুতাপানলে হল দগ্ধপ্রায়,
ভেঙ্গে গেল সে স্বপন।

বিজয়ী হয়ে ও পরাজয় গ্লানি,
জাগিল তাহার প্রাণে,
ব্যঙ্গের হাসি ধ্বনিয়া উঠিল,
জগতের সবখানে।

প্রাসাদ হইতে গুহাপথ এক,
গিয়াছে সে বহু দূর,
গিরি মাঝে যথা মন্দ প্রবাহে
নির্ঝরিনী তোলে সুর।

নির্জ্জন সেই পাহাড়ের কোলে,
স্বর্গ লোকের প্রায়,
শুভ্র ধবল মন্দির এক,
শোভিছে বনের ছায়।

গুহামুখ এসে মিলেছে তথায়,
গোপন পূজন হেতু,
ভক্ত ও ভগবানের মাঝারে
রচেছে মিলন সেতু।

সেই গুহা মাঝে কত যে সাধিত,
কঠিন জৌহর ব্রত,
আজো যেন শুনি, সহস্র কণ্ঠের,
হাহাকার অবিরত।

কি লোমহর্ষন, করুণ দৃশ্য,
ভাবিতে শিহরে প্রাণ,
বিশ্বের ইতিহাসে বুঝি আর,
নাইকো এমন দান।

ভগ্ন দেউল গিরিধর জীর,
অতীতের স্মৃতি বহে,
"কোথা সেই মীরা, কোথা গিরিধর,"
কাতরে যেন সে কহে।

মীরার সে গীতি, ভক্তি প্রবাহ,
বহিছে জগত জুড়ে,
দিগদিগন্তে বাজিয়া উঠিছে,
কোমল মধুর সুরে।

মরণের মাঝে, অমরতা লভে,
জাগিছে সে প্রাণে প্রাণে,
গিরিধর বর নৃত্য করিছে,
তাহার অমৃত গানে।

তাহার পূণ্য পরশ ধন্য,
পবিত্র মেবার ভূমি,
তব ধূলিকণা লইনু শিরে,
চির গরীয়সী তুমি।
তব মহিমার কোথা শেষ, ওগো,
চিত্ত বিজয়ী চিতোর,
ভারত গগনে দীপ্ত প্রকাশ,
তুমিই আশার ডোর।

ডাকিনি

আমি তোমায় ডাকার মত ডাকিনি।
হৃদয় খানি উজার করে
তোমার পায়ে রাখিনি।
আজো সে যে অন্ধকারে,
ছুটে যায় বারে বারে
তোমার প্রেম ডোরে বাঁধা
কেন ওগো থাকিনি!
তোমার শূন্য আসন পরে,
বসাতে চাই কা'কে ধরে,
ভক্তি-কুসুম সুগন্ধ-সার,
মরম মাঝে মাখিনি।
তাই ত ডেকে পাইনে সাড়া,
তোমারি করুণা হারা,
কেঁদে তোমার আঁচল তলে
কেন যে মুখ ঢাকিনি!

ডাকি যেন ডাকার মত,
দেখাও, ওগো, আলোর পথ,
সেই আলোকে অভিসারে
যাব আমি একাকিনী।

দিনান্তে

দিনান্তের ওই ছবিখানি,
কি এক অমর বার্ত্তা, যেন দেয় আনি।
থর থর কাঁপে রবি, মেঘের আড়ালে,
গৈরিক রংএর স্রোত যেন প্রাণে ঢালে;
গভীর ঔদাস্যে ভরে তোলে রে হৃদয়,
জগতের সব যেন মরীচিকা ময়।
কি যেন পাইনি, শুধু আপনার ভুলে,
আবর্ত্তে ঘুরিছে তরী, ভিড়িল না কুলে।
আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া যবনিকা ফেলে,
নেমে আসে ধীরে ধীরে অন্ধকার ঢেলে।
সুদূরের বন রেখা মিলাল নিমেষে,
আকাশের বর্ণভার কোথা গেল ভেসে!
ঐ বুঝি মিটি মিটি জ্বলে শুকতারা,
অনন্ত গগনে যেন সেও কুলহারা।
কেবলি কাঁদিয়া মরে অশান্ত অন্তর,
আঁধারের বুক চিরে খুঁজে নিরন্তর,
কি সে, ওগো, কি সে, শুধু বল একবার,
ও অলক্ষ্য, দাও সাড়া, কাঁদায়ো না আর।

হারানো দিন

হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি আজ
যদি পেতেম হাতে,
আগাগোড়া মুড়িয়ে দিতেম,
কাঁচা সোনার পাতে।

সাতনরী হার করে তাহায়,
পরিতাম গলায়,
স্বর্গের আলো পড়ত ঝরে,
আমার আঙ্গিনায়।

জীবন খানি নিতেম গড়ে,
আবার নূতন করে,
ভুলগুলি সব ফুল হয়ে গো
ফুটত থরে থরে।

ভুল যে এমন শূল হবে আজ,
ছিলনা ভাই জানা,
দুর্গতির আজ চরম হবে,
বিপদ হবে নানা।

চূর্ণকরে দেবে আমার
সকল সাধ আশা,
তা হলে কি দিতেম তারে,
মনের মাঝে বাসা।

আপন ভুলে হারান্থ সব,
দোষ কাহারও নাই,
অতীতের পাণে চেয়ে
ভাবছি বসে তাই।

এ জীবনেও ফুটত আলো
বইত সুখ বায়,
ভুলের ফাঁদে যদি নাহি
পড়ে যেতাম হায়।

"আমি কি ?"

কোথা হতে আমি এসেছি হেথায়,
কোথায় যাব গো ফিরে,
এ জীবনে এত দুঃখ যাতনা
কেনবা রয়েছে ঘিরে !

জীবন বা কি, কোথা তার গতি,
কেন এ যাতনা ভরা,
কত যে নিরাশা, দুঃখ, দৈন্য,
কত যে অশ্রু ঝরা !

রক্ত মাংসে গঠিত এ তনু
অন্তরে কি বা তার,
বুঝিতে পারিনি আজিও তাহা
রুদ্ধ রহস্য দ্বার।

কিসের এ পিপাসা, হৃদয় ভরিয়া,
কোথা তার অবসান,
অন্তরের গভীর কন্দরে,
কে গাহে গো মহাগান !

মিথ্যায় গড়া মায়াময় দেহ,
শুধুই কি পুত্তলিকা ?
তবে কেন প্রাণে জ্বলিছে নিয়ত,
অনির্বাণ বহ্নি শিখা !

অগ্নিগর্ভ জ্বালামুখী সম,
ধুমায়িত কেন বক্ষ,
ঝঞ্ঝার মত দুর্নিবার গতি,
জানি না কোথায় লক্ষ্য।

কক্ষচ্যুত উল্কার মত
অজানিত অভিযান।
জানি না কোথায় হব নিপতিত,
ঝলসিয়া ধরাখান।

সকলি দুর্বোধ, প্রহেলিকাময়,
গুণ্ঠনে রয়েছে ঢাকি,
অন্তর মাঝে কে শুধু শুধায়,
"আমি কি, ওগো, আমি কি ?"

জীবনের খেলা

যেদিন আসিল নগ্ন শিশুটি
ধরণী মায়ের কোলে,
রবির আলোকে প্রথম যেদিন
মুদিত নয়ন খোলে।

অতি ক্ষুদ্র শিশু, জড়পিণ্ড প্রায়
অক্ষম অসহায়,
মায়ের বক্ষে সঁপে আপনারে,
অকাতরে নিদ্রা যায়॥

নাহিক ভাবনা, দুঃখ, ভয় ক্লেশ
সকল বিকার শূন্য,
কামনা বাসনা রহিত চিত্ত
জানেনা পাপ ও পূণ্য।

মুকুরের মত স্বচ্ছ সুন্দর
অনাবিল সে হৃদয়,
সকল কলুষ হইতে মুক্ত
স্বরগের দ্যুতি বয়।

সবার অতীত, তাই বুঝি তার
প্রচুরতা চারি ধারে,
স্নেহ ভালবাসা আপনি যাচিয়া
ধরা দিতে চায় তারে।

সেই শিশু যবে বড় হল, তার
অভাব জাগিল মনে,
পূর্ণ হৃদয়ে দীনতা আসিল
বিচলিত প্রতিক্ষণে ॥

কত সে কামনা, কত সে সাধনা
অন্ত নাহিক তার,
সীমাহীন সেই মরুর তৃষা,
জীবন করিল ভার ।

কে জানিত, ওগো, বিধিলিপি খানি
জীবনের পরিণতি,
বহিয়া চলেছে কোথা এ প্রবাহ
কোন দিকে তার গতি ॥

জীবন যুদ্ধে বিজয়ী হইবে
অথবা মানিবে হার,
জগৎ তাহারে বরিবে, কিম্বা
রুদ্ধ করিবে দ্বার ।

ভাগ্য গগন দীপ্ত থাকিবে
অথবা তিমির ময়,
জানিত না সেই অবোধ শিশু
আজি প্রতি পদে ভয় ॥

বিপুল ঝঞ্ঝা নৃত্য করিছে
অশনি গরজে শিরে,
ক্ষত, বিক্ষত, অন্তর খানি
নিবিড় আঁধারে ঘিরে ।

প্রতি পদে বাধা, অসহ যাতনা
নাহিক আলোর লেশ,
নাহি কোন আশা, সুখের পিয়াসা
সকলি হয়েছে শেষ ॥

আজি নিরজনে বসিয়া সে যে
অতীতের পাণে চায়,
সে ক্ষুদ্র শিশুর এই পরিণতি
কেমনে ঘটিল হায় ॥

আশা

হে আশা ছলনাময়ী, তুমি কুহকিণী,
মায়া মৃগ সম তুমি, ওগো, মায়াবিনী ।
ছুটে যাও নিরন্তর, পথিকে ভুলায়ে,
তোমাকে ধরিতে গিয়া আপনা হারায়ে,
ভ্রান্ত পথিক হায়, কাঁদে অসহায়,
তোমার মায়ার খেলা বোঝা নাহি যায় ।
পিপাসিতে দেখাও যে অসীম সাগর,
নিকটে যাইয়া দেখে শুধু বালুচর ।
নিরাশাকে সাথে লয়ে শুধু আনাগোণা,
খেলা ছলে কৌতুকের কত জাল বোনা ।
তবু তুমি মানবের বড় প্রিয় ধন,
তোমার বিহনে যেন আঁধার ভুবন ।
জীবনের যাত্রাপথে তুমি দাও বল,
নিঃস্বের একমাত্র তুমিই সম্বল ।
তুমিই দেখাও আলো আলেয়ার মত,
সেই আলো রেখা ধরে চলে যাই পথ !

জাহ্নবী

নমি, নমি মা জননী, জাহ্নবী।
হেরিতেছি তব কি শান্ত ছবি!

ধীর প্রবাহে যাইছ বহিয়া,
বাতাস খেলিছে রহিয়া রহিয়া,
তরণীর সারি ঐ দেয় পাড়ি,
সোনালী কিরণ বরষে রবি।

ওপারের ঘাটে নরনারী দল,
অবগাহে, সুখে, মুখর চঞ্চল,
স্নিগ্ধ সলিলে হৃদয় শীতল,
দূরে গাহে গান বাউল কবি।

তরুশাখা রাজি উন্নত শিরে,
ছায়া ফেলে ঐ সুনীল নীরে,
কহিতেছে, যেন ধীরে, ধীরে, ধীরে,
"এমনি নির্ম্মল পবিত্র হবি।"

বেঁচে রইব

আমি এম্‌নি করেই বেঁচে রইব।
যত আঘাত দাও সকলে,
নীরবে তাই সইব।

যত ঢালো কালো কালি,
আমি দুধ ঢাল্‌ব খালি,
যতই দাও, গালাগালি,
আমি ভাল কইব।

অঙ্গে দাও ধূলাবালি,
আমি সুধা দিব ঢালি,
বস্ত্র কর ফালি ফালি
অঙ্গে তাই লইব।

যতই দাও অভিশাপ,
নিব আমি তোমার পাপ,
সকল বিষ বইব।

মাতৃজাতি

আমরা মায়ের জাতি,
স্নেহ দিয়ে গড়া বুক,
ভালবেশে আমাদের
জগতের যত সুখ।

ভালবাসা ছাড়া জানিনা আমরা,
উহাই মোদের প্রাণ,
রক্ত মাংসে বিজড়িত উহা,
দেবতার মহা দান।

যে মণি পরশে, লৌহ নিমেষে,
সোনার আকার ধরে,
সে মণি, এ বুকে দিয়াছেন বিধি,
অসীম করুণা ভরে।

ইহার লাগিয়া না ত্যাজিতে পারি,
এ হেন কিছুই নাই,
তুচ্ছ এ প্রাণ, দিতে বলিদান,
অনায়াসে পারি তাই।

ইহারি বলে, পরকে আপন,
নিমেষে করিতে পারি,
সকল স্বার্থ ইহারি কারণে,
হাসিমুখে মোরা ছাড়ি।

অপরের ব্যথা সহিতে পারি না,
ব্যাকুলিত হয় হিয়া,
সকল দুঃখ দূর করিবারে,
চাহি এ জীবন দিয়া।

স্নেহ-মায়া দিয়ে করি বিদূরিত,
সংসারের শত দ্বন্দ্ব,
অশান্তি আঁধার নিমেষে ঘুচায়ে,
বিতরি পরমানন্দ।

স্নেহেরি বেষ্টনে ঘিরে রাখি মোরা,
পতিপুত্র সন্তানেরে,
নিজ সুখ, দুঃখ সকলি পাশরি,
ওদেরি সুখের তরে।

ওদেরি দুঃখ, সুখেতে আমরা,
কভু কাঁদি, কভু হাসি,
আপন প্রাণের চেয়েও অধিক
উহাদেরি ভালবাসি।

এতটুকু সেবা যতন করিয়া,
প্রাণে যে আনন্দ পাই,
তাহার তুলনা এমর জগতে,
কোনখানে বুঝি নাই।

স্বরগের সুখ শান্তি কোথা
লাগেরে তাহার কাছে,
মোদের স্বর্গ হইতে সেথা কি
অধিক শান্তি আছে!

আমরাই করি স্বর্গ রচনা,
এই সংসারের মাঝে,
নিজেরে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া,
সকলের সব কাজে।

সেবিকা হয়েও কর্ত্রী আমরা,
চালাই সংসারটিরে,
মোদেরি ইঙ্গিতে চলিতেছে সব,
সুন্দর সুছন্দে. ধীরে।

জীবন তরণী কর্ণধার রূপে
ওপারে ভিড়াই হেসে,
পূর্ণ করিয়া এপারের খেলা,
যাই সে নূতন দেশে।

আমরা জননী, জায়া ও ভগিনী,
স্নেহের দুলালী কন্যা,
নারীর জীবন লভিয়া সংসারে
হইয়া গিয়াছি ধন্যা।

অপরের তরে মোদের জীবন,
আপনার তরে নয়,
ত্যাগের মাঝারে পাবে আমাদের
সত্যকার পরিচয়।

সন্তান

জানি না স্বর্গ, জানি না মোক্ষ,
জানিনা ধর্ম্ম ও জ্ঞান,
সব সত্যের সার সত্য জানি,
আছে মোর সন্তান।

দেহের শোনিতে গড়েছি যে দেহ,
তিলে তিলে অপরূপে,
দশমাস দশদিন বেড়েছে যে
নিত্য নব রূপে,
বুকে ধরে যারে, বারে বারে
করায়েছি সুধাপান ;

আছে মোর সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ,
বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান।

নবনীর মত কোমল তুখানি,
ছোট ছোট কচি করে,
জড়ায়ে যখন ডাকিত 'মা' বলে,
আধ আধ মধুস্বরে,
সপ্ত স্বর্গ নামিয়া আসিত,
আমার এ করতলে,
ইহ-পরকাল ডুবে যেত মোর
সে সুধা সিন্ধু জলে।

হামা দিয়ে ঘোরা সারাটি বাড়ী,
তুষ্টুমী ভরা চোখে,
ফিরে ফিরে চাওয়া মায়ের পানে
হাসিটি ফুটায়ে মুখে।

মৃতু মৃতু ভাষে, কতকি সম্ভাষে,
সুধাসম কলস্বর,
ঐটুকু পায়ে দাঁড়াতে চাহিত,
ক্ষুদ্র সে দিগম্বর।

গুটি গুটি পা বাড়ায়ে বাড়ায়ে,
চলে যেত টলমল,
পড়ি পড়ি করে, কোন মতে ধরে,
এসে মোর অঞ্চল।

খুশীতে তখন খিল খিল করে
মুক্তা ছড়ায়ে হাসিত,
অমল ধবল তুটী দাঁত শুধু,
দিব্য বিভায় ভাসিত!

সে হাসিতে যেন অমৃত ঝরিত,
কিবা মোহনিয়া তান,
স্বরগের আলো উঠিত ফুটিয়া,
ধ্বনিয়া উঠিত গান।
ঘর ময় কত কালি ঢালাঢালি,
ভাঙ্গাচোরা কত কি যে!

হাসি কান্নার, হীরা পান্নার,
মালাটি গাঁথিত নিজে।
কাদা ঘাটাঘাটি, কত লুটাপুটি,
ধূলা মাখা সারা গায়,
দুধ নিয়া সে ভীষণ হাঙ্গামা,
কিছুতে না খেতে চায়।

*　　*　　*

বড় হলে পরে কত কি বায়না,
ফন্দী ফিকির শত,
আজগুবী সব খেয়াল মাথায়,
নষ্টামী বুদ্ধি যত!
পাড়া পাড়া ঘোড়া, বনে পাখী ধরা,
ফল ফুল আহরন।

সাঁতার শিখিতে জল তোলপাড়,
স্কুল ছেড়ে পলায়ন।
দুরন্তপনায় পেড়ে উঠা দায়,
নিদারুণ অভিমান,
কৌতুহলের সীমা নাই আর,
অজানার অভিযান!

চঞ্চল মন ধায় অনুক্ষণ,
কত কি নূতন খোঁজে,
হাজার প্রশ্ন, মিটিত না ক্ষুধা,
নবীন প্রাণের ভোজে।

* * *

তারপরে এল, মধুর তারুণ্য,
উজ্জ্বল ভবিষ্যত,
জ্ঞানের শিখাটি সমুখে ধরিয়া,
আলোকিত করে পথ।
স্বপনে ঘেরা মধুব কল্পনা,
কত নব নব আশা,
দেশ বিদেশের কত সে আদর্শ,
সাহিত্য সাগরে ভাসা।
প্রতিভা দীপ্ত সুন্দর মুখে,
শোভিত বিমল আলো,
নয়ন দুটিতে কি নব মাধুরী,
লাগিত যে বড় ভালো।
প্রাণে সাধ জাগে, চাঁদের পাশেতে,
নিয়ে বুকভরা মধু,
রূপে তিলোত্তমা, গুণে অনুপমা,
আসুক একটি বধূ।
সোনার সংসার পূর্ণ হোক মোর,
বিমল সুখ শান্তিতে,
স্বর্গীয় সুষমা হোক বিভাসিত,
এ গৃহের আঙ্গিনাতে।

* * *

সেদিন ও আসিল, সকলে ভাসিল,
আনন্দের পারাবারে,
উৎসবের শত আলোক জ্বলিল,
লুপ্ত করিল আঁধারে।

মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল,
বিপুল সে কলরবে,
কত হাসি, গান, ক্রিয়া অনুষ্ঠান
শত কাজে ব্যস্ত সবে।

আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব দোলায়,
মায়ের মন যে দোলে,
সভয়-পুলকে বরণ করিয়া,
লইনু বধুটি কোলে।

পুত্রের আনন হেরিয়া রঞ্জিত,
মৃদুল মন্দ হাসিতে,
মনের আঁধার ঘুচিয়া গেল,
নিবিড় হর্ষ রাশিতে।

আনন্দাশ্রু বহে, নীরবে দোঁহে,
আশীর্বাদ করি শত,
লক্ষের মাঝে এক হয়ে থাক,
যাপিয়া জীবনব্রত।

* * *

সেই ক্ষুদ্র শিশু আজ যোগ্যতম,
গৌরব সবাকার,
পুত্র গর্বে স্ফীত হয় বুক,
সবার অধিক মার।

'আমি ভাগ্যবতী, লভে এই কৃতী,
অনুপম সুসন্তান,
হাজার রাজার নিধি, দিয়েছেন মোরে বিধি,
অমূল্য তাহার দান।

কি হবে বিভবে, আছে এ ভবে,
আমার রতন খনি,
সে আমার—সে আমার সন্তান, ধন,
আমাব নয়নমণি।

হিন্দুস্থান

মোদেব প্রিয় হিন্দুস্থান।
ধনে, জনে, মানে, গবিয়ান।
নিখিল বিশ্বে, সবার শীষে,
গৌরবময় স্থান।

মোদের প্রিয় জন্মভূমি,
মোদের সে যে কর্ম্মভূমি,
মোদেব সুখ স্বর্গভূমি,
জীবন বীণার তান।

হিমাদ্রি যার শিরোতাজ,
অনুপম স্বভাব-সাজ,
বঙ্গ রাখিছে অঙ্গ-লাজ,
আঁচল প্রান্ত সমান।

সিন্ধু-ধৌত চরণ তল,
লঙ্কা যথা ফুল্ল কমল,
নৃত্য রত উচ্ছল জল,
গাহে কল কল গান।

এত শোভা কোথায় আর,
নদ নদীর, জল ভার,
শ্যামলীমার এ বাহার,
জুড়ায় নয়নপ্রাণ।

কুঞ্জ কানন, তরুলতা,
সবার মাঝে মধুরতা,
কুসুম হাসে যথাতথা,
বিহগেরা তোলে তান।

কোথা এমন নীলাকাশ,
চাঁদের মৃদু মন্দ হাস,
গন্ধ বহ ধীর বাতাস,
রবির আলোর বান।

বিভবের নাই তুলনা,
ধূলি কণায় যেন সোনা,
দিতে তাই নাইকো মানা,
অকাতরে করে দান।

জ্ঞানের শিখা হাতে ধরে,
এ বিশ্বের আঁধার হরে,
ঘুচায়ে সব ভয় ভরে,
দেয় শান্তির সন্ধান।

সেবা যাহার মূলধর্ম্ম,
ত্যাগের জ্ঞানে যে মর্ম্ম,
পরার্থে সকল কর্ম্ম,
করা যাহার বিধান।

জীবন যজ্ঞে হয়ে সারা,
আহুতি দিয়েছে যারা,
সহাসে বরিয়া কারা,
যাহার বীর সন্তান।

গান্ধী, সুভাষ, যার বুকে
নবালোক জ্বাল্‌ল সুখে,
দীপ্ত করে যাহার মুখে,
গরীয়সী যে মহান্।

আমরা হিন্দু, হিন্দুস্থানী,
দেশের তরে মরতে জানি,
অধীনতা কভু না মানি
যুগে যুগে অভিযান।

চাইনা

আমি চাই না সুখের কোল।
তোমার কোলে থেকে প্রভু,
দুখের দোলায় খাব দোল।
সবাই খাক্ ল্যাজা, মুড়া,
আমি খাব শুধু ঝোল।

সবার শয়ন খাটপালঙ্কে।
আমার শয্যা তোমার অঙ্কে,
থাকব না আর সুখের পঙ্কে,
ঐখানে সব গণ্ডগোল।
সকলের হোক স্তব, স্তুতি,
আমার তাতে নাইকো ক্ষতি,
প্রাণ ভরে সবাই আমার,
বাজাক অপযশের ঢোল।
আমি সকল ছেড়ে, তোমায় ধরে,
বলব শুধু হরিবোল।

তাই ভালো

তাই ভালো, ওগো, তাই ভালো।
আমার আকাশ থাক্না আঁধার,
তোমার ভুবন হোক্ আলো।

সেথায় ফুটুক ফুল,
গন্ধে ছুটে আসুক অলিকুল,
সঙ্গীতেরি সুধাধারা,
ধরার বুকে ঢালো।

তাই শুনে এই অন্ধকারে,
হৃদয় আমার উঠবে ভরে,
ঘুচে যাবে আঁধার রাতের,
নিবিড় এই কালো।

খেলা ঘরে

আজি, স্তব্ধ দুপুরে, শুধু মনে পড়ে,
অতীত জীবন স্মৃতি,
সেই ছেলে বেলা, কত ধূলা খেলা
হাসি, গান, স্নেহ-প্রীতি।
জন্মভূমির সেই স্নেহ-আকর্ষণ,
পথ, ঘাট, মাঠ, বাট, কতই আপন,
প্রতি ধূলিকণা, যেন চেনা চেনা,
গাছপালা সবাকার সাথে আলাপন।
প্রতিবেশী দলে, জেঠা, কাকা, বলে,
ডাকিতাম, যেন কত আত্মজন !
গ্রামের সবাই ছিল, পবম সুহৃৎ,
ছিল না ত এত ভেদ, মন্দির মসজিদ।
ওরা ও ছিল যে সবার চাচা, দাদা ভাই,
তেমন মায়ার মন, আর দেখি নাই।
আজি সেই জন্মভূমি হল পাকিস্তান,
এ প্রবাসে থেকে শুনে ফেটে গেল প্রাণ।
যে মায়ের কোলে কাঁখে হযেছি মানুষ,
সে আর আমার নাই, শুনে থাকে হুঁস।
যার অন্ন জলে এই দেহ হল পুষ্ট,
সে যদি হয় রে পর, কেবা হয় তুষ্ট ?
এই কি বিড়ম্বনা, ভাবি স্তব্ধ হয়ে,
বাঁচিব কেমনে মোরা, এই দুখ সয়ে !
যে নামেই পরিচিত হও গো জননী,
এ হৃদয়ে সগৌরবে থাকিবে তেমনি।

তোমাকে ভুলিব কভু, সম্ভব এ নয়,
প্রাণে প্রাণে যে ভাবনা নির্ব্বিশেষে রয়,
তাহা কি ত্যাজিতে পারে কেহ গো জীবনে ?
নাড়ী সাথে বাঁধা সেযে জীবনে মরণে।
তোমার সে ধূলিকণা মণি, মুক্তা সম,
মহার্ঘ্য এ নয়নে, এজীবনে মম।
শান্তিশীতল তব সেই কোলখানি,
ক্ষণতরে পেলে মাগো, স্বর্গসুখ মানি।
সেই বনভূমি, সেই বিহগের গান,
সবুজ ধানের ক্ষেত, শ্যামল বিতান,
নদীর কল্লোল, সেই তাণ্ডব নৃত্য
ভাবিলে আজো যেন দুলে উঠে চিত্ত।
বালুচরে প্রাণ ভরে সেই ছুটাছুটি,
খেলা ঘর ভাঙ্গা গড়া, সেই লুটাপুটি !
পদ্মার শীতল নীরে সাঁতার কাটা,
পড়িয়া আসিত যখন নদীতে ভাঁটা।
ফল পাড়া, পাখী মারা, সাথীদের সাথে।
আহারাদি ভুলে, মেতে থাকিতাম তাতে।
মায়েদের স্নেহভরা মিষ্ট তিরস্কার,
আজি মনে হইতেছে, ছিল পুরস্কার !
নীরবে বুকেতে যবে গুঁজিতাম মুখ,
লভিতাম তাতে যেন কত স্বর্গ সুখ।
বিরাগ ভুলিয়া মাতা স্নেহে বিগলিত,
হাতখানি বুলাতেন, অনুতপ্ত চিত।
সেই মুখ, সেই আঁখি, সুকোমল দৃষ্টি।
রচিয়া তুলিত সে এক মায়াময় সৃষ্টি।

মনে হলে আজো যেন পুলক আবেশে,
বিকশিত চিত্ত মম, নয়ন মুদিয়া আসে ;
কোথা আজ সে জননী, সে সুখের দিন,
অতীতের অন্ধকারে হয়ে গেছে লীন।
সাথীগণ চলে গেছে, কোন্ সে সুদূরে,
আমার জীবন হ'তে, বুঝি চিরতরে!
কে কারে চিনিবে, আজি ভাবি তাই মনে,
দূরত্ব করে যে পর, আপনার জনে।
নিতান্ত একাকী আজি, শূন্য হৃদয়ে,
সেই প্রিয় মুখগুলি জাগে রয়ে রয়ে।
সংসার আবর্ত্তে কে যে গেছে কোন্‌দিকে,
ঠিকানা তাহাব কেহ রাখেনাই লিখে।
নিয়তির চক্রে আজি আমি আছি হেথা,
জন্মভূমি হ'তে দূরে, নিয়ে প্রাণে ব্যথা।
বন্ধু বান্ধবহীন, স্নেহ মায়া হারা,
সাথে নিয়া আসিয়াছি, শুধু আঁখিধারা।
আশা নাই, ভাষা নাই, তিক্ত জীবন,
সুখ-শান্তি হীন বহি, ব্যর্থ, অকারণ।
তবু ও বাঁচিতে হবে, এ দারুণ ভবে,
হাসিয়া তিক্তকে মধু করিতেই হবে।
এই ত সংসার রীতি, বিধির নির্দ্দেশ,
জীবনের এই খেলা, কবে হবে শেষ!

ছুটী

ছুটী কি পেলাম আজি
হে আমার প্রভু,
মুক্তির আনন্দে প্রাণ,
ভরে না ত তবু।

হারানোর ব্যথা হায়,
বেসুরে যে বাজে,
চেয়েও কি চাই নাই
অন্তরের মাঝে,
সর্ব্বহারার এ শূন্যতা
এ ঘোর রিক্ততা,
মুক্তির মাঝারে প্রভু
এ কি হে তিক্ততা!

কি লয়ে থাকিব শুধু
মনে ভাবি তাই,
তুমি কর্ম্মে ছুটী দিলে
কর্ম্ম ছাড়ে নাই।

জড়ায়ে রয়েছে সে যে
কণ্ঠখানি ধরে,
ছুটী পেয়ে তাই আজ
চোখে বারি ঝরে।

আর কেন ?

দুখকে আর কেন ভয় !
সবার তরে বাঁচতে হবে,
নিজের তরে নয়।

এই দেহ, তার ভাবনা বোধ,
সবাই মিছে ও মন অবোধ,
তখন কি পাবি প্রবোধ,
যখন যাবি যমালয় !

আপন বলিস্ দেহটাকে,
সে কদিন এই ভবে থাকে,
ধরে বেঁধে রাখবি তাকে,
এমন সাধ্য কি হয়।

দেহই যখন নয় আপন,
সুখ দুখের বীজ করে বপন,
মিথ্যে কেন করিস্ রোদন,
বৃথা করিস জীবন ক্ষয়।

ছেড়ে দে ঐ কান্না হাসি,
যত ভয় ভাবনা রাশি,
সকল শোক, দুঃখ নাশি,
গেয়ে যা তারি জয়।

তাহারি প্রকাশ

কোথায় তাহারে খুঁজিছ, হে অন্ধমন,
বারেক খুলিয়া দেখ, রুদ্ধ দু'নয়ন ;
সে যে দ্যুলোকে, ভূলোকে, আঁধারে আলোকে,
অনল, অনিলে, গ্রহ লোকে লোকে,
ধরণীর বুকে, শিশুদের মুখে,
নব নব রূপে করে বিচরণ।

তারি বিপুলতা সুনীল গগনে,
তাহারি প্রকাশ রবির কিরণে,
তাহারি কণ্ঠ সিন্ধুগরজনে,
আপন উল্লাসে আপনি মগন।

জোছনায় ঝরে তাহারি হাসি,
তাহারি মাধুরী কুসুম রাশি,
হৃদয়ে বাজে তাহারি বাঁশী,
পুলকে জাগায়ে তোলে শিহরণ।

কাননে কাননে, বিহগের গানে,
তটিনীর মৃদু কল্লোল তানে,
তারই সুর বাজে পরাণে পরাণে,
নব নব রাগ করে আলাপন।

সুজলা সুফলা সুন্দরী ধরণী,
তাহারি রূপে রূপ-গরবিনী,
তারি প্রেমে বুকে প্রেমের রাগিনী,
করুণা ধারা করে বরিষণ।

সন্ধ্যা

সন্ধ্যা নামিছে ধীরে।
ছড়ায়ে কুন্তল, উড়ায়ে অঞ্চল,
ছায়া ফেলে নদী নীরে।

গোধূলি বেলার, রক্ত আভার
লালিমা লেগেছে গালে,
বিদায় বেলায়, রবি এঁকে যায়
চুম্বন রেখা ভালে।

শিহরিত বুকে, সীমাহীন সুখে,
ঘোমটা টানিল শিরে,
ওপারে ঘনালো আঁধার কালো
আকাশের বুক ঘিরে।

পথচারী যায়, চঞ্চল পায়,
আকা বাঁকা তীরে তীরে,
বধূরা সকলে কলসী কাঁকালে
ত্বরা করি গৃহে ফিরে।

নদী পথে যেতে মাঝিদের চিতে
কি জানি বাজিল সুর,
গানে দেয় টান, বেয়ে তরী খান,
প্রিয়া তার বহু দূর।

ফিরে যেতে চায়, ওই কিনারায়,
আপন সুখের নীড়ে।

পূর্ণিমা

গগন পটে আঁকা,
চির সুন্দর, সুধাকর, সুধামাখা।
আহা কি মাধুরী, মরি মরি মরি,
হৃদয় মন লইল গো হরি,
নয়ন মোহন রাকা।
স্নিগ্ধ আলোতে করে ঝলমল,
নদী-বুকে ছায়া করে টলমল,
গলিত রজত শীতল জল,
রজত পাত্রে রাখা।
মধুর হাস্যে শোভিতা রজনী,
হৃদয় বীণাটি বাজায় সজনী,
অজানা সে কোন্ বিরহ রাগিনী,
স্বপন কুহেলী ঢাকা।

আমি হবো

আমি হবো তোমার পায়ের ধূল।
তোমার অঙ্গণ ঝেড়ে মুছে,
মুছব সকল ভুল।
তোমার তরে গাঁথব মালা,
ঘুচ্‌বে আমার সকল জ্বালা,
তোমার পূজায় দিব আমি
হৃদয়-রাঙ্গা ফুল।

তোমার দীপে ধরব আমি,
একটি আলোক শিখা,
সেই আলোতে পাঠ করিও,
আমার মনের লিখা।
বলব নাত কোন কথা,
নীচু করে থাকব মাথা,
তুমি শুধু বাড়ায়ে দিও,
তব চরণ মূল।

পূর্ণচন্দ্র

ও পূর্ণিমার চাঁদ,
পেতে হাসির ফাঁদ
ধরবে কাহার মন?
কিসের নেশায় মাতাল হলে,
কে সে প্রিয়জন?
কোন্ সুখেতে ভাস্‌ছ তুমি,
স্বপন দেখ কার?
তার দেখা না পেলে পরে
হবে জীবন ভার।
সব খোয়ানো উজার করা
এমন হাসি হেসনা,
এমন করে হৃদয় ভরে
কাউকে ভাল বেসনা।
হাসির পরে কান্না আসে,
তাও কি তুমি জাননা?

প্রেমের বিষ করবে কালো,
সে কথাটি মান না?
আঁধার যখন ধরবে চেপে,
হাসি পাবে কোথা থেকে,
দিবে তখন স্বপন রেখে,
ছাড়বে ধরার পণ।

সূর্য্যাস্ত

আকাশের গায়ে সিন্দুর মাখায়ে,
সূর্য্য পড়েছে ঢলে,
আধখানা প্রায়, প্রান্ত সীমায়,
আধখানা নদী-জলে।
লালে লাল জল, শোণিত তরল,
ধীর প্রবাহে বয়,
কল কলভাষে, কি যেন সম্ভাষে,
চুপি চুপি কি যে কয়!
বাতাসের গতি, মন্থর অতি,
ছুঁয়ে যায় তরুশির,
পল্লব দল, পরশ বিকল
কেঁপে উঠে শির্ শির্,
রক্তিম জলে, রাঙ্গা তরী চলে
রাঙ্গা পাল উড়ে ধীরে।
ঢেউ গুলি যায়, ঐ কিনারায়,
আঘাত করিয়া তীরে।

ভ্রমন প্রয়াসী, নরনারী আসি
মুক্ত বায়ুতে ঘুরে,
পুলকিত প্রাণ, গায় কেহ গান,
মৃদুল মধুর সুরে।
বিহগ সকলে, উড়ে দলে দলে,
আপন কুলায়ে যায়,
সূর্য্য ডুবিল, আলোক নিভিল
আঁধারে ঘিরিল হায়।
ভাগীরথী বুকে, ঘুমালো সে সুখে
করে দিয়ে অন্ধকার,
সকল ভুবন, বিষাদ মগন,
পথ চেয়ে আছে তার।

বসন্ত

বসন্ত এসেছে দ্বারে।
আনন্দ গান গারে হৃদয়,
আনন্দ গান গারে।
এসেছে কনক অরুণ কিরণে,
উতল মলয় গন্ধ বিকীরণে,
তৃণ পল্লব মৃদু শিহরণে,
স্বাগত কররে তারে।
কুসুম কুঞ্জ কাননের পথে,
এসেছে সাজিয়া কুসুমেরি রথে,
পাপিয়া কোয়েল, গাহিছে সাথে,
সুরেরি সুধার ধারে।

মর্ম্মরিত ঐ বন বীথি শাখা,
নব কিশলয়, নব মাধুরী মাখা,
কলাপী নাচিছে মেলিয়া পাখা,
মোহিত করিতে কারে।
কুসুমের রাশি, উঠিয়াছে হাসি,
হৃদয়ে হৃদয়ে বাজে কার বাঁশী,
পরাণ আজিকে যায়রে ভাসি,
আনন্দের পারাবারে।

দোল

মধুকালে এস দোল
ভুবন দোলে,
দোলেরে পূর্ণিমা চাঁদ
আকাশের কোলে।
পুলক হিল্লোলে দোলে
যত গ্রহ তারা,
দিগন্ত অনন্ত সুখে,
হল সীমা হারা।
বসন্ত আনন্দে তার,
সব দ্বার খোলে।
জোছনা সহাসে নাচে,
উড়ায়ে অঞ্চল,
পাপিয়া গাহিছে সাথে,
চকিত চঞ্চল ;

এ মধু নিশীথে শুধু
'পিউ কাঁহা' বোলে।
সুখ সমীরে দোলে,
পিয়াসিত মন,
ধরণীর দোলে বুক,
শিহরে সঘন ;
কি যেন স্বপনে চিত,
ভরিয়া তোলে।
আজ শুধু হোলি খেলা
রংএর প্লাবন,
হৃদয়ে হৃদয়ে জাগে
শুধু বৃন্দাবন ;
শ্যাম সুন্দর দোলে
পরাণ হিন্দোলে।

গোল

আমার সকল কাজে বাধে গোল।
যে কাজে বাড়াই হাত,
তাতেই শনির দৃষ্টিপাত,
এক পলকে পাকিয়ে সব,
· হয়ে যায়রে তালগোল।
তাই সারা জীবন ধরে,
যে চাকরী এলাম করে,
বিনিময়ে পেলাম যে তার,
বিরাট একটা গোল।

শূণ্য পানে চোখ তুলে চাই,
সেখানেও দেখতে যে পাই,
সকল গোলের সেরা, সে এক,
অন্ত বিহীন গোল।
বিশ্ব গোল, দৃশ্য গোল,
চন্দ্র, সূর্য্য, গোল গোল
এত গোল দেখে আমার,
মনের ভিতর গণ্ডগোল।
মুণ্ড গোল, পিণ্ডি গোল,
লুচি সন্দেশ সবই গোল
গোল না হলে ফিরে না ভাই,
কোন রকম ভোল।
টাকা পয়সা গোল গোল,
না থাকলে উঠে রোল,
গোলের কাণ্ড দেখে আমার,
মুণ্ডে বুঝি হল গোল।
পড়িস্‌নে মন গোলের ফেরে,
সব গোলযোগ দেরে ছেড়ে,
কেবল তারে স্মরণ করে,
মহানন্দে হরিবোল।

অসময়ে

ঐ নহে ভাদর, তবে এ বাদর,
কেন রে এ অসময়ে।
বিরহী জনের অশ্রুর মত,
ঝরিছে রে রয়ে রয়ে।
দখিন বাতাস, করে হা হুতাশ,
কেবলি কাঁদিয়া মরে।
সিক্ত পাদপ, শিহরে পল্লব,
আম্র মুকুল ঝরে।
কোকিল নীরব, রসহীন সব,
মাধবী লতাটি কাঁপে,
বসন্ত বেলায় বারি ঝরে হায়,
যেন কার অভিশাপে।
এ মধু মাসে কেন নাহি হাসে,
কোন্ সে বেদনা ভারে,
সকল ভুবন বিষাদ মগন,
যেন হারায়েছে কারে।
প্রকৃতির দুখে, ঘনায় এ বুকে,
বেদনার ঘন ছায়া
কোথা যেন বাঁধা, সাথে হাসা কাঁদা,
একই সুর, একই মায়া।

ক্ষমা করিও

অপরাধী যদি হয়ে থাকি, প্রভু,
ক্ষমা করিও হে, ক্ষমা করিও।
বিপথে চলিতে যদি পড়ে যাই,
দু'হাতে তুলিয়া ধরিও হে, ধরিও।
যত ভুল ভ্রান্তি, দুঃখ, অশান্তি,
আপন হাতে মুছিও হে মুছিও।
অবোধ সন্তানে, নিয়ো বুকে টেনে,
মরম বাণী বুঝিও হে বুঝিও।
রেখ ঐ পায়ে, দীন নিরুপায়ে
বোঝাটি তার বহিও হে, বহিও।
হৃদয় মন্দিরে গাহিও গম্ভীরে,
নিয়ত জাগিয়া রহিও হে, রহিও।

অসীম জগত

হে অসীম জগত বিহারী।
বারেক এসহে ধরণী পরে,
নয়ন ভরিয়া নিহারী।
আঁধার কুহেলী দাও হে সরায়ে,
এস এ আলোকে চরণ বাড়ায়ে,
দরশন আশে রয়েছি দাঁড়ায়ে,
নয়ন পিয়াসী তিহারী।

জানি, নাহি মোর সাধন ভজন,
তবু যে নিয়েছি তোমারি শরণ,
সার করিয়াছি অভয় চরণ,
তোমারি করুণা ভিখারী।

রাজ অধিরাজ

হে আমার রাজ অধিরাজ!
ত্রিভুবন নাথ হয়ে একি তব সাজ!
রতন কিরীট নাহি, শিরে জটাভার,
মণি মরকত নাহি, গলে নাগহার।
সবে যারে পরিহারে, সে তোমার বুকে,
পরিত্যাক্তে স্থান দাও, রাখ দুখে সুখে।
অঙ্গে বসন নাহি, কটিতে বল্কল,
যাহাকে দেখিলে সবে আতঙ্কে বিহ্বল,
সেইব্যাঘ্র চর্ম্মখানি ধারণ করিয়া,
হিংস্রকে প্রেমের পিঠে নিয়াছ বরিয়া।
চন্দন চর্চ্চিত নাহি, দেহে ভস্ম মাখা,
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র যেন মেঘে ঢাকা
ধুতুরা আকন্দে প্রীতি, পদ্মে লোভ নাই,
অবজ্ঞাত যাহা কিছু, ভালবাস তাই।
জগতেরে সুধা দিয়া, করিয়াছ পান,
তীব্র হলাহল বিষ, অমৃত সমান!
নীলকণ্ঠ হয়ে আছ, তাই চিরদিন।
সত্য, শিব, সুন্দর, তুমি অন্তহীন।
অগতির গতি তুমি, দীনজন বন্ধু,
ভিখারী সেজেছ তাই, হে করুণা সিন্ধু?

জাগো

জাগিছ নিয়ত নাথ, অন্তর মাঝারে।
পরাণ পদ্মে, হে জীবন সাথী,
রয়েছ জাগিয়া দিবস রাতি,
দীপ্ত করিয়া, নিবিড় তিমির আঁধারে।

জাগিতেছ ঐ অসীম গগনে,
স্নিগ্ধ-মধুর মলয় পবনে,
জাগো জগতের শোভা সম্পদ ভারে।

জাগিছ অরুণ কনক কিরণে,
চাঁদের অমিয় সুধা বরিষণে,
জাগো ধরণীর শস্য-শ্যামল সম্ভারে।

জাগো গ্রহে গ্রহে, সঘন কম্পনে,
বিহগ কূজিত বনে উপবনে,
জাগো উর্ম্মি মুখরিত সাগর পাথারে।

জাগো হাসিগানে, পুলকিত প্রাণে,
নৃত্যে ছন্দে, লয়ে, বিমোহন তানে,
জাগো কল্লোলিনীর সুধা সঙ্গীত ধারে।

জাগো ফুল্ল কুসুম সুষমা পরে,
আধ আধ ভাষে, অমল অধরে,
জাগহে করুণা রূপে প্রেম পারাবারে।

ফুটবে ফুল

আমার সকল আঘাত দুখের লতায়
ফুল হয়ে ফুটবে গো।
আঁধার আকাশ সোনার রংএ
ঝল্‌মলিয়ে উঠবে গো।

আমার অশ্রুবিন্দু যত,
মুক্তায় হবে পরিণত,
মালা হয়ে তোমার গলে
দুলবে কভু দুলবে গো।

আমার আঘাত তোমার গায়ে
লাগবে, নাথ, রাখবে পায়ে,
তুল্‌বে আমার সকল বোঝা
আপন হাতে তুলবে গো।

যতই কলুষ থাকনা মনে,
মুছবে তুমি সযতনে,
সব অপরাধ করবে ক্ষমা
সব অপমান ভুলবে গো।

সেদিন তুমি আমার লাগি,
থাক্‌বে দিবস রাত্রি জাগি,
আমার তরে খুলবে সেদিন
রুদ্ধ দুয়ার খুলবে গো।

অচঞ্চল হে

মম চঞ্চল চিত, কর নিবারিত,
চির অচঞ্চল হে !
শান্ত সমাহিত, হউক সে নিয়ত,
বন্ধন কর তব অঞ্চলে হে।
তোমারি চরণে, জীবনে মরণে,
থাক্ সে সুখে মগন হে।
তোমারি লাগিয়া, রহিব জাগিযা,
আসুক সে শুভ লগন হে।
তোমারি আদেশ, মানি পরমেশ,
তোমারি ইঙ্গিতে চলিব হে,
তব শুভ কাজে, জগতের মাঝে,
তোমারি বাণী বলিব হে।
দাও হে শকতি, হৃদয়ে ভকতি,
নব উদ্যম, মনোবল হে,
দুঃখ, দৈন্য, যত, হোক পরাহত,
কর বরষিত শুভ ফল হে।
বাধা বিঘ্ন রাশি, অনায়াসে নাশি,
নির্ভয়ে হবো আগুয়ান হে,
সকলের তরে, দিব আপনারে,
হাসিমুখে বলিদান হে।
সবার মাঝারে, লভিব তোমারে,
নিখিল ভুবনময় হে,
নতি করি পদে, বিপদে সম্পদে
গাহি তব জয় জয় হে।

কতকাল

কত কাল, বল, ওগো, আর কতকাল,
সহিব এ শ্মশান জ্বালা,
নিভাতে এ চিতানল, নয়নের জল ঢালা !
দিবস রজনী, যায়, যুগ হয় অবসান,
আশার কুসুমখানি শুকায়ে হল ম্লান,
ছিন্ন হল, হায়, স্বপনের মালা।
সুদূর গগনে জাগে, রজনীর ছায়া,
মিথ্যার ছলনা এই ধরণীর মায়া,
নিরাশার বিষে গড়া এই পান্থ শালা।
আকুল অন্তর শুধু কাঁদিয়া মরে,
কবে ফিরে যাব, ওগো, আপন ঘরে,
তুলে দিব পায়ে মম জীবন-ডালা।

আহ্বান

তোমার আহ্বান ধ্বনি, দিকে দিকে উঠে রণি,
কাণ পেতে শুধু তাই শুনি,
যেতে যে পারিনা হায়, শৃঙ্খল বাঁধা পায়,
নিরাশায় তাই দিন গুণি।
দিলে যদি আজি ডাক, বন্ধন টুটে যাক্,
মুক্ত হোক চির রুদ্ধ দ্বার,
মুক্তির তুলিকাখানি, দু'নয়নে দাও টানি,
ঘুচে যাক সব অন্ধকার।

আশার প্রদীপ মম, জ্বেলে দাও, প্রিয়তম,
আলোকিত করুক অন্তর,
বিষাদের মেঘরাশি, নিমেষে যাক হে ভাসি,
দীপ্ত করে সুখের অম্বর।
মিলিব দুজনে সুখে, মিলন পিয়াসা বুকে,
অসীমের সেই কিনারায়,
দোঁহে দুহুঁ একাকার, হে প্রিয় বন্ধু আমার,
বয়ে যাক মলয়ের বায়।

ডাকে

শোন ঐ কে ডাকে।
স্নেহমাখা স্বরে, বলে, আয় ফিরে,
সুদূর পথের বাঁকে।
নাহি আর বেলা, সাঙ্গ হল খেলা,
কে আর বাহিরে থাকে।
আকাশের গায়ে ডানাটি ছড়ায়ে,
পাখী যায় ঝাঁকে ঝাঁকে।
সান্ধ্য সমীর, বহে ঝির ঝির,
দোল দিয়া তরু শাখে।
ডুবে রাঙ্গা রবি, অনুপম ছবি
বিদায় বেলায় আঁকে,
বিরহের দুখে, বসুমতী মুখে,
তিমির আঁচল ঢাকে।
যাবি যদি আয়, বেলা বয়ে যায়,
এসময়ে কাদা মাখে।
মোছ ধূলাবালি, ঝুলি কর খালি,
ছুটে গিয়ে ধর মাকে।

অভিমান

তোমার ডাকে দিইনি সাড়া,
তাই কি হলেম, তোমা-হারা !

সকল কাজে, বেসুর বাজে,
দুখে, ভয়ে, হই যে সারা।

তুমি বন্ধু বলে ডেকেছিলে,
মধুর ছবি এঁকেছিলে,
চাইনি আমি নয়ন তুলে,
তাই অভিমান সৃষ্টিছাড়া !

তোমার দানে, তোমার মানে,
পূর্ণ আমার সকল খানে,
তবু শূণ্য কেন প্রাণে,
জান্‌বে কে আর তুমি ছাড়া !

থাক্‌বে যদি, নিঠুর বিধি,
মুখ ফিরায়ে নিরবধি,
আকুল হয়ে এত কাঁদি,
মুছাবে কে নয়ন ধারা !

রক্ত সন্ধ্যা

আজ আকাশে রংএর বাহার,
লাগ্‌ল হোলির খেলা,
পিচ্‌কারীতে রং ছোঁড়ে কে,
লাল আবিরের মেলা।
রাঙ্গা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে,
রঙিন্‌ রোদ হাসে,
রাঙ্গা দীঘির রাঙ্গা জলে,
রক্ত কমল ভাসে।
গভীর রংএ রাঙ্গা রবি,
ভুবন মোহন রূপ,
সে রূপের নাই তুলনা,
সে যে শোভা অপরূপ।
রঙিন নায় ঐ সে যায়
রাঙ্গা সাগর পারে,
দিগ্‌বধূরা ঘোমটা টেনে,
বরণ করে তারে।
রঙিন্‌ রঙিন পাখীরা সব,
উড়ছে দলে দলে,
রাজহংস ভাসে যেমন
মনের সুখে জলে।
রাঙ্গা তরুর সারি যেন
পটের আঁকা ছবি,
যে এঁকেছে, সে বুঝি ভাই,
শিল্পী এবং কবি!

ভাঙ্গা চশমা

তোমাকে আজিকে চিনেছি, বন্ধু,
কত তুমি আপনার,
তোমার বিহনে সকলি পঙ্গু,
জীবন হয়েছে ভার।

পৃথিবীর এই সুন্দর আলো,
তোমার অভাবে দেখি আজ কালো,
তোমাকে হারায়ে আমার জগত
হয়ে গেছে অন্ধকার।

চোখে চোখে থেকে, বুকে করে রেখে,
কত যে বাসিতে ভালো,
বুঝিনি সে কথা, আগে কোনদিন,
হারাবার আগে আলো।

হেলা করে ফেলে রেখেছি তোমায়,
যতন করিনি কভু,
আজিকে হারায়ে, তোমার মুল্য,
বুঝিতে পেরেছি তবু।

ভেঙ্গে গেলে তুমি আমারি কারণ,
ভাবিতে হৃদয়ে বাজে,
অভিমানে তুমি নিয়েছ বিদায়,
আসিবে না কোন কাজে।

হে দেবতা !

হে মোর দেবতা !
বহুদিন পরে এসেছি দুয়ারে,
মুখ তোল, কও কথা ।

বাহিরের কাজে ভুলেছিনু হায়,
অন্তর দেবতা ছিলে যে হেলায়,
এসেছি আজিকে তাই অবেলায়,
ক্ষমা প্রার্থনা রতা ।

ডেকে নাও মোরে মন্দির মাঝে,
বাহিরে দাঁড়ায়ে রয়েছি লাজে,
নিয়োজিত কর তোমারি কাজে,
কহ নব বারতা ।

শুষ্ক হৃদয়ে করুণা বরষি,
পূর্ণ করহে জীবন সরসী,
পরাণ-পদ্ম উঠুক বিহসি,
মুঞ্জরী প্রেমলতা ।

পুরী যাত্রা

যাচ্ছি পুরী এক্সপ্রেসে,
বসন্তের প্রায় শেষে,
আসল বসন্ত যখন
দেখা দিল দেশে।

আতঙ্কে ও আনন্দে,
মন নাচে কি ছন্দে,
মিটায়ে সব দ্বন্দে,
যাত্রা করি শেষে।

কিন্তু ট্রেণে সে কি ভীড়,
দেখে হল চক্ষু-স্থির,
ভেবে হলেম অস্থির,
তবু উঠি এসে।

থার্ড ক্লাশের যাত্রী,
জাগ্‌তে হবে রাত্রি,
হয়ে কৃপার পাত্রী,
ঠাঁই পাই শেষে।

গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি,
পিঠে পিঠে ঠেসাঠেসি,
স্থান নিয়ে রেষারেষি,
ধাক্কা সর্বনেশে।

বসে বসে রাত কাটাই,
ঢুলি, আর ঠেলা খাই,
ঘুমের বলিহারী যাই,
নাছোড়বান্দা সে।

এরই মাঝে কোন্ ফাঁকে,
সরবে মোর নাক ডাকে,
হঠাৎ কার হাঁক ডাকে
থাম্‌ল অবশেষে।

চোখ খুলে চেয়ে থাকি,
ভোর হ'তে নেই বাকি,
'জয় জগদীশ' বলে ডাকি,
নমি পরমেশে।

পূবদিকে তোরণ দ্বারে
সূর্য্যি ঠাকুর উঁকি মারে,
ঝলমল, আলোক ভারে,
অপরূপ বেশে।

দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল,
দুখের রাত ফুরিয়ে গেল,
উষার আলো ঐ ফুটিল,
উঠ্‌ল ঐ হেসে।

নূতন আলোয় চোখ তুলে,
আপনাকে গেলাম ভুলে,
মনের আগল গেল খুলে,
বেড়ায় সে ভেসে॥

সবুজ মাঠের পরপারে,
বন, জঙ্গল, ঝোঁপঝাড়ে,
সোনার আলো ঝিলিক মারে,
গাঁয়ের গা ঘেঁষে।

রাখাল যায় ধেনু লয়ে,
কিষান ভায়া লাঙ্গল বয়ে,
পশারী যায় ব্যস্ত হয়ে,
বিপণি বিশেষে।

পড়ুয়া যায় পাঠ শালায়,
বৈরাগী প্রভাতী গায়,
বধূরা পুকুরে নায়,
মুক্ত করে কেশে।

চকিতে তা মিলিয়ে গেল,
এবার নূতন দৃশ্য এল,
নদীর জল ঝিলমিল,
দেখি অনিমেষে।

গৈরিক শীতল নীরে,
কি মাধুরী আছে ঘিরে,
সে কি শোভা দুই তীরে,
মধুর পরিবেশে!

ঐ দেখা যায় তুঙ্গ পাহাড়,
মরি, মরি, কি সে বাহার,
ছুঁতে বুঝি সাধ তাহার
আকাশে তাই মেশে!

মহাযোগীর মত ধীর,
সর্ব্ব সহ, চিরস্থির,
গৌরবে উন্নতশির,
যোগাসনে বসে।

একের পরে একেক ছবি,
করে যেন তুল্‌ছে কবি,
নিমেষে মিলায় সবি,
সে কার নির্দ্দেশে ?

চল্‌ছে ট্রেণ হু হু করে,
নূতন আলোয় পথধরে,
নূতন আশায় বুক ভরে,
প্রভুর উদ্দেশে।

সমুদ্র সৈকতে

মরি, মরি, একি শোভা, নীলিমার কি বাহার,
আকাশে সাগরে মিশে হয়ে গেছে একাকার।

যত দূর যায় আঁখি, নিবিড় নিতল নীল,
ও নীল পাথারে ডুবে লভি সুখ অনাবিল।

নয়ন জুড়ায়ে গেল, জুড়াল তৃষিত প্রাণ,
মগন হইয়া শুনি, সাগরের মহাগান।

উত্তাল তরঙ্গ আসে গভীর উচ্ছ্বাসে,
উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্যে, হেসে অট্টহাসে!

অসীম জলধি বক্ষ, বিপুল বিক্ষোভে,
মথিত মর্দিত করি, আসিতেছে মহাবেগে।

উচ্ছল ফেনপুঞ্জ হীরকের ধারা প্রায়,
আপন ঔজ্জ্বল্যে হেসে, চকিতে মিলায়ে যায়।

একের উপরে ঢেউ, আসে যায় অবিরত,
শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই, এ খেলা খেলিবে কত?

উদ্দাম বায়ু বহে, তরঙ্গের সাথে সাথে,
নাচে যেন পরস্পরে, ধরাধরি করে হাতে।

কোথা হতে আসে ঢেউ কোথায় বা যায়?
জলদ গম্ভীর স্বরে সিন্ধু কি গান গায়?

কি সে কথা? কি সে সুর? কি নবীন বাণী?
মরমের তারে তারে বেজে উঠে কি রাগিণী?

দুঃখের ভেলা

আমি দুখের সাগরে, দুখের ভেলাটি চলেছি বাহিয়া।
দুখের তরঙ্গে, নাচিয়া সঙ্গে, দুখেরি গীত গাহিয়া।
দুখেরি আকাশে, কালো মেঘ ভাসে, দুখের বরষা ঝরে,
দুখের বিজলী, উঠে জ্বলি জ্বলি, অশনি গরজি পড়ে;
দুখের পবন, প্রলয় মাতন, মেতেছে কি যেন চাহিয়া।
দুখের এ নিশা, ভুলাইল দিশা, নিবিড় তিমির ছেয়ে,
দুখের কালো জল, অগাধ অতল, ক্ষুধিত নয়নে চেয়ে,
মরণ বঁধুয়া, জুড়াইতে হিয়া, ডাকিছে জীবন দাহিয়া।

স্বপনে

স্বপনে তোমাকে পেয়েছিনু সখা,
স্বপনে ফেলেছি হারায়ে,
স্বপনের মাঝে মধুর পরশ,
দিয়েছিলে বাহু বাড়ায়ে।

হেরেছিনু যেন চকিত নয়নে
কি এক নীরব ভাষা,
স্বপনে গোপনে হৃদয়ের কোণে
জেগেছিল কি সে আশা।

স্বপন মাঝারে কেন ক্ষণতরে
আনমনে ছিলে দাঁড়ায়ে।

স্বপনে পাইয়াছিনু সুরভি গন্ধ
কুসুম মালিকা হ'তে,
বসন্ত বায় ছিল আকুলিত
দখিন দুয়ার পথে
একটি কুসুম ঝরে পড়েছিল,
আমার মরম পরে
সেই ফুলখানি আজিও হৃদয়ে
নীরবে রয়েছি ধরে,
সহসা তুমি লুকালে কেন গো,
স্বপনের জাল ছাড়ায়ে।

নদীর কোলে

ভরা নদীর কোলে,
তরী আমার দোলে,
ঢেউএর তালে নাচে, ওগো, নাচে আমার প্রাণ ;
ও মাঝি ভাই, দাঁড়ে বসে কষে দাঁড় টান্।
শোন্, পাগলা নদীর গান,
কল্ কল্ কল্ তান,
ঢেউএর পরে ঢেউ আসে, নাহি অবসান। ও মাঝি ভাই,
নদীর কুলে কুলে
তরুর শাখা দুলে,
নীল শ্যামলে মাখামাখি, নয়ন জুড়ান। ও মাঝি ভাই,
পাল তুলে ঐ যে তরী,
নদীতে উজান ধরি,
যাচ্ছে ভেসে কোন্ দেশেতে, কোথায় অভিযান !
শন্‌শনে ঐ হাওয়া, ও মাঝি ভাই,
করছে কোথায় ধাওয়া,
আকাশ থেকে ছুটেছে গো সোনার আলোর বান।
ও মাঝি ভাই, টেনে যা দাঁড়,
সময় থাকৃতে করে দে পার,
আঁধার হলে আর পাব না পথের সন্ধান। ও মাঝি ভাই,

পুরীর স্বর্গদ্বারে

'স্বর্গদ্বারের' নাম যে দিয়েছে, সে ছিল কি মহাকবি ?
এ নামকরণে প্রেরণা দিয়েছে, অতুলনীয় ঐ ছবি ?
অগাধ জলধি প্রসারিত ঐ, সীমাহীন, সুগভীর,
জলে জলময়, প্রবল তরঙ্গ, নয়নে পড়ে না তীর।

শুধু থৈ থৈ, ঢেউ আসে ঐ, গভীর কল্লোল স্বরে,
সঙ্গীতের মত, গাহে অবিরত, শ্রবণে অমিয় ঝরে।
শীতল বাতাস, স্নেহের পরশ, অঙ্গে বুলায়ে যায়,
শিহরিত করে, অন্তরে, বাহিরে, চঞ্চল হইয়া ধায়।

'নুলিয়ারা' ঐ তরণীর পরে, মৎস শিকারে রত,
ঢেউএর তালে দোলা খেয়ে তারা, উঠে নামে অবিরত।
সাগর-সৈকতে ভ্রমিছে সকলে, কেহ অবগাহে সুখে,
শিশুর সমান করে জলকেলি, আনন্দের আলো মুখে।

এপারে রম্য বিশাল তোরণ, শোভন ভবন গুলি,
দেখে মনে হয়, আঁকিয়াছে কেহ, টানিয়া নিপুণ তুলি।
শোভিছে 'ভারত সেবাশ্রম' ঐ স্বর্গদ্বারের পথে,
জনতার সেবা যাহার সাধনা, উদ্‌যাপে মহান ব্রতে।

মুক্ত তাহার সকল দুয়ার, ধনী, মানী, দীন, সবার তরে,
শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক সকলে, অতি সমাদরে বরণ করে।
শুদ্ধ, মনোরম, পবিত্রতম, সে পরম পুণ্য স্থান,
সেবা, ধর্ম্ম ও নীতির মাঝারে, সদা জাগ্রত ভগবান।

সার্থকনামা 'স্বর্গদ্বারে' কভু কি পাব না প্রভুর দেখা !
যুগ যুগ ধরি বসিয়া রহিব, খুঁজিব তাহার চরণ রেখা।

উদয়গিরি

হে উদয়গিরি,
কবে কোন্ কবি, উদয়ের ছবি
দেখিয়া তোমার শিখর দেশে,
এ নামে ভূষিত করেছে তোমাকে
অসীম পুলক পাথারে ভেসে।

নবারুণ যবে, রক্তিম রাগে
দীপ্ত করিয়া ললাট খানি,
আলোক প্রবাহ বহায়ে বিশ্বে,
নূতন জীবন দেয় হে আনি।

সে রূপ দরশে, বিপুল হরষে
জাগিয়া উঠে সবার প্রাণ,
ভুবন ভরিয়া বাজে এক সুর,
দিকে দিকে উঠে মঙ্গল গান।

কত কাল হতে রয়েছ দাঁড়ায়ে,
ধরণী মায়ের কোমল বুকে,
যোগীজন সম নীরব, নিশ্চল,
মগন হয়ে অসীম সুখে।

কত ঝঞ্ঝা গেছে, ও উন্নত শিরে,
অবিচল, তুমি তবু চিরদিন,
কত ভাঙ্গা গড়া দেখিছ নিয়ত,
অবহেলা ভরে, হে উদাসীন।

ও পাষাণ বুকে হৃদয় কি নাই,
নাই কি গো কোমলতা লেশ ?
তবে কেন ঐ শ্যামল সুষমা,
নয়ন জুড়ানো মধুর বেশ !

প্রতি গুহা ঘরে, আছে থরে থরে.
কোন্ সে অতীত কাহিনী লেখা ?
কি গোপন বাণী রেখেছ লুকায়ে,
কোন্ বেদনার স্মৃতির রেখা !

কি যেন রহস্য তোমাকে ঘেরিয়া,
স্বপনের এক জাল বুনে,
আকাশের পাণে রয়েছ চাহিয়া,
আজো যেন কার ডাক্ শুনে।

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি

উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, যমজ দুটি ভাই কি ?
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, মাথা তুলে তাই কি ?
খণ্ডগিরি খণ্ড হল, কার শাপে, তা জানি না,
উদয়গিরির উদর হ'তে 'সূর্য্যোদয়' তা মানি না।

দুজনেই দু'হাত তুলে ধরতে চায় সূর্য্যকে,
বীরের মত বুক ফুলিয়ে, বাজায়ে আশার তূর্য্যকে।
স্পর্দ্ধাভরে ডাক্‌ছে কাছে, অনন্ত নীল আকাশে,
আগুলিয়া রাখছে বুকে, দুরন্ত ঐ বাতাসে।

বৃক্ষলতা জড়িয়ে আছে, অলঙ্কারের মত গায়,
নাম না জানা বনফুলে, অপরূপ শোভা পায়।
ছায়ায় ঘেরা বৃক্ষতলে, শ্রান্ত পথিক বসে,
বিরাট ও রূপ দেখে যেন ভাসে পুলক-রসে।

নানা রংএর পাখীরা সব গাহে কলস্বরে,
আপন রাজত্বে তারা আনন্দে বিচরে।
আঁকা বাঁকা উঁচু নীচু পাহাড়ী ঐ পথ,
অসীমের পাণে যেন টানে মনের রথ।

সবুজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে জাগে কাহার মুখ,
অজানা এক আশায় যেন ভরে উঠে বুক।
খণ্ডগিরির পাষাণ বুক নিরেট আগাগোড়া,
'পরেশনাথ' তাজের মত শোভে মাথা জোড়া।

উদয়গিরির উদার প্রাণে কি রহস্য ভরা,
বাহির হতে যায় না বোঝা, দেয় নাকো সে ধরা।
পাহাড় যেন প্রাসাদ রূপে দাঁড়িয়ে আছে ঐ,
বিধির উপর কারিগরি, সে কারিগর কৈ?

ছিল সে কি রাজার ছেলে, হয়ে বনবাসী,
সকল দুঃখ ভুলিবারে হয় সে সন্নাসী?
বিলাস ব্যসন ছেড়ে, হেথা এই গুহা গৃহে,
প্রকৃতির এই রূপৈশ্বর্য্য, অকৃপণ স্নেহে,
সাদরে বরিয়াছিল, কে সে রাজ ঋষি,
অমৃতের খোঁজে এই শিলা লোকে আসি?

সপ্ত তল সম উচ্চ, কক্ষ সারি সারি,
কে গড়েছে এই নীড়, কেন গেছে ছাড়ি?

সুন্দর সোপান শ্রেণী, শোভে গাত্র ভেদী,
সুবিস্তৃত সভা গৃহ, এক পাশে তার বেদী ।
ঊর্দ্ধে, নীচে, বহুতর ছোট বড় কক্ষ,
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ যেন গিরিবরের বক্ষ ।

উন্নত শিখর দেশে বিচিত্র এক লোক,
নূতন জীবন সেথা, নূতন আলোক ।
উন্মুক্ত অসীম আকাশ ঊর্দ্ধে প্রসারিত,
বিপুলা ধরণী ওই দিগন্ত বিস্তৃত ।

আকাশের কোলে শোভে, শ্যামল বনানী,
নীরবে ডাকিছে যেন দিয়া হাত ছানি ।
বহু নিম্নে তৃণময় উপত্যকা ভূমি,
স্নেহভরে রহিয়াছে পদমূল চুমি,
ধানের ক্ষেতের পরে ঢেউ খেলায়ে যায়,
হৃদয় মন শীতল করা মৃদু মধুর বায় ।

পল্লীর আভাষ জাগে বনের অন্তরালে,
জীবনের গতি যথা বহে তালে তালে ।
ঊর্দ্ধে, নীচে চারিপাশে স্বর্গীয় এক ছবি,
যে ছবি করিয়া তোলে, অকবিকে কবি ।

অসময়ে

আমি দিনের বেলা কাটায়ে ঘুমে,
পথ চলেছি রাত্রিকালে,
সকল আলোক নিভ্‌ল যখন
আঁধার নাম্‌ল রাতের ভালে।

হাত বাড়ায়ে পেতেম যাহা,
আজ্‌কে তাহা অনেক দূরে,
সুধার পাত্র খানি যে হায়,
উঠ্‌ল দারুণ বিষে পুরে ;
সোনার কমল শুকায়ে গেল,
ভাঙ্গা আমার শুষ্ক ডালে।

এখন হোঁচট্‌ খেয়ে পথের মাঝে,
তাকাই শুধু পিছন পানে,
হেলা ভরে ফেলেছি যা,
তাহার তরে বাজে প্রাণে ;
অন্ধকারে হাত্‌ড়ে বেড়াই,
ভুবন ঘেরা তিমির জালে।

যা হবার

যা হবার তা আপনি হয়।
সময়ে চাঁদ সূর্য্য উঠে,
আঁধার আলো উঠে ফুটে,
জীবন মরণ খেলা জগৎময় ॥

ঋতু চক্র আপনি ঘোরে,
বাঁধা যেন একই ডোরে,
ফাগুণে মলয় হাওয়া বয়।

বর্ষা আসে গ্রীষ্ম শেষে,
ধরার মাটী যায়বে ভেসে.
নদীর বুকে নূতন ধাবা বয়।

সময় হলে পুষ্প ফুটে,
অলিদল আসে ছুটে,
প্রেমিক প্রাণের কথা কয়।

বিধির রীতি বোঝা ভার,
ভাঙ্গবে, তার সাধ্য কার,
সে প্রয়াসে হবে পরাজয়।

যতই রুদ্ধ কর দ্বার,
ধূপের গন্ধ হবেই বার,
তাঁর নিয়মের নিত্য জয়।

কালচক্র

দিনের পরে রাত্রি আসে,
রাতের পরে দিন,
এম্‌নি করে কালের চাকা,
চল্‌ছে শ্রান্তিহীন।
সুখের পরে দুঃখ আসে,
দুঃখের পরে সুখ,
হাসির পরে কান্না আসে,
ব্যথায় ভরে বুক।
কভু পথে একলা চলা,
কভু লোকের ভীড়,
কভু শূন্য, কভু পূর্ণ,
জীবন নদীর তীর।
এম্‌নি করে চল্‌ছে ভবে,
নাগর দোলার খেলা,
সুখ, দুঃখ, হাসি কান্নার,
অপরূপ এই মেলা।
এই চাকায ঘুরে ঘুরে,
এলাম কোন্‌খানে,
ভাবছি আজি বসে বসে,
শুধু অকারণে।
চাকা ঘুরে যাবে যখন
মরণ সাগর পানে,
ফিরবে আবার দু'দিন পরে,
জীবন পারের টানে।

ঘূর্ণিপাকের শেষ নাই, হায়,
একিরে অদ্ভুত,
চাকায় চাকায় ঘুরে বেড়ায়,
ভবিষ্যত ও ভূত।

মেঘের ফাঁকে

মেঘের ফাঁকে ফিন্‌কি দিয়ে,
উঠ্‌ল রবির আলো,
পড়্‌ল খসে আকাশের ঐ
ঘোমটাখানা কালো।
ধরার মুখে ফুট্‌ল হাসি,
দূরে কোথা বাজ্‌ল বাঁশী,
সেই সুরে সুর মিলিয়ে, আজি,
সুরের সুধা ঢালো।
উতল হাওয়া, করল ধাওয়া,
কুসুম কুঞ্জ বনে,
সে গন্ধ বয়ে মাতাল হয়ে,
বেড়ায় মধুর ক্ষণে;
আলস ছেড়ে, উঠ্‌রে আজি,
ভরে নে প্রাণের সাজি,
মন্দিরে তোর, আঁধার যে ঘোর,
লক্ষ প্রদীপ জ্বালো।

মেঘলোক

আজ মেঘের দেশে, যায় যে ভেসে,
শ্রান্ত আমার মন,
মেঘের ভেলায়, যায় সে হেলায়,
বেড়ায় সারাক্ষণ।
নাইকো সেথায়, দুঃখ ব্যথায়,
জর্জ্জরিতের জ্বালা,
নাইকো কেবল, নয়নের জল,
আকুল ধারে ঢালা।
সেথা শুধু হাসি, ভাল বাসাবাসি।
সবার কোমল প্রাণ,
সকলের সুরে, উঠে যেন পূরে,
পরম সুখের গান।
ফুটে সেথা ফুল, গাহে পিককুল,
কুসুম কুঞ্জ বনে,
কত যে পাহাড়, কিবা সে বাহার,
দেখে সুখ জাগে মনে।
কত নদ নদী, বহে নিরবধি,
সাগরের পাণে ধায়,
সাদা মেঘগুলি, ভাসে পাল তুলি
তরণীর মত যায়।
কে যায় গাহিয়া, তরীটি বাহিয়া,
অসীমের ও পারে,
কার ডাকে চিত, হল বিকশিত,
চলেছে কাহার দ্বারে।

কোন্ বিরহিনী বসে একাকিনী
পথ চেয়ে আনমনে,
কাহার লাগিয়া, রয়েছে জাগিয়া,
বারি ঝরে দু'নয়নে।
হৃদয় বেদনা, তুলিয়া, মূর্চ্ছনা,
মেঘ মল্লার সুরে,
গগন ছাইয়া, পড়ে মুরছিয়া,
নিখিল জগৎ জুড়ে।
মেঘের মাদল, বাজে অবিরল,
বাদল জল ঝুরে,
সুখের স্বপন, ভাঙ্গিল, যখন
মেঘলোক গেল উড়ে।

পথ প্রান্তে

পথের শেষে এসে কেন এমন অবসাদ।
চল্‌তে গিয়ে অচল হনু, বিধি সাধল বাদ।
সন্ধ্যা নামে আকাশ পারে,
ঘোমটা ঢাকে অন্ধকারে,
উঠ্‌বে না কি কভু ওগো, আমার আশার চাঁদ!
পিছন পাণে কেন চাওয়া,
মিটিয়ে সব দেওয়া পাওয়া,
ভেঙ্গে দিয়ে মিথ্যা যত মায়া জালের ফাঁদ।
উঠ্‌রে পথিক, ঝেড়ে ক্লান্তি,
চাস্ যদি সে পরমা শান্তি,
মাভৈঃ বলে চল্ এগিয়ে, তুলে তূর্য্যনাদ।

নিদাঘ মধ্যাহ্নে

নিদাঘ মধ্যাহ্নে রবি বরষে অনল,
রৌদ্র কি রুদ্র তেজে দহিছে সকল !
দীর্ঘ শ্বাসের মত বহে উষ্ণ বায়,
ধরণীর বুক যেন ঝলসিয়া যায়।
তাপ দগ্ধ তরুলতা বিরস ব্যথিত,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ভয়ে সবে যেন ভীত।
ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে উর্দ্ধপানে চায়,
কালো মেঘটুকু যেন কি আশা জাগায়।
তৃষাতুরা ধরণীর উন্মুখ হৃদয়,
বৃষ্টি বিন্দুর তরে পথ চেয়ে রয়।
কোথা হতে আর্ত্তস্বরে ডাকে কোন্ পাখী,
মধ্যাহ্নের নীরবতা ভাঙ্গে থাকি থাকি ;
আম্র শাখায় বসে একটি কোকিল,
আজো কুহু ডেকে করে ছন্দে অমিল।
কৃষ্ণ চূড়ার শাখা শুধু লালে লাল,
অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যেন, জলন্ত মশাল।
কোনই সুষমা প্রাণে জাগায়না সাড়া।
আতপ তাপিত চিত আজি রস হারা।

আষাঢ়

আবার এসেছে আষাঢ়।
গগনে ছেয়েছে আজি ঘন মেঘভার।
চমকে দামিনী, গরজে অশনি,
ঝর ঝর ঝরে বারিধার।

যৌবন-জোয়ার জল ধরণীর বক্ষে,
সরম পুলকিত কি আবেশ চক্ষে,
সিক্ত বসনে, বায়ু পরশনে,
শিহরিয়া তনু উঠে বারবার।

তৃণ তরুদলে জাগিয়াছে সাড়া,
আপন শোভায় আপনাহারা,
চারিধারে বহে মধুর ধারা,
আকুল উচ্ছ্বাসে অনিবার।

পরিচয়

আজ প্রভাতে, তোমার সাথে, নূতন পরিচয়,
প্রথম অরুণ কিরণ যখন ফুট্‌ল ভুবনময়।

গাইল পাখী গান, জাগ্‌ল নূতন প্রাণ,
পুষ্পবনে পারুল রাণী মনের কথা কয়।

শিশির ভেজা ঘাসের বুকে, লুটায় আলো গভীর সুখে,
রৌদ্র মেঘের লুকোচুরি খেলার অভিনয়।

পলাশ বনে জাগ্‌লসাড়া, উতল বাতাস আপনহারা,
নদীর বুকে শীতল ধারা, ধীর প্রবাহে বয়।

বাজ্‌ল বাঁশী অনেক দূরে, ঘুম ভাঙ্গানো আকুল সুরে,
পরাণ খানি দুয়ার খুলে, পথ চেয়ে যে রয়।

এলে তুমি নূতন সাজে, ভাঙ্গা আমার কুটীর মাঝে,
পরশখানি বুলালে, নাথ, নূতন ছন্দময়।

জানি

মনে মনে আমি জানি।
ডাকি বা না ডাকি, আড়ালে থাকি,
বাড়ায়ে রয়েছ অভয় পাণি।

ক্লান্তিতে যদি বসে পড়ি কভু,
তুলিয়া ধরিও, ঠেলিও না তবু,
ধূলা হ'তে নিও হে টানি।

দুর্গম পথে যদি পাই ব্যথা,
ছাড়িয়া যেও না একেলা সেথা,
শুনাই ও তব আশ্বাস বাণী।

ভুল করে যদি যাই ভুল পথে,
ফিরায়ে নিও হে সেই ভুল হতে,
দেখাইয়া দিও পথখানি।

রাহুর প্রেম

রাহু কহে, ভাই, মোর রূপ নাই,
কিম্ভূতকিমাকার।
তবু ভালবাসি ; সে প্রেমের রাশি,
উথলিয়া উঠে বার বার।
বিধাতা আমারে, রূপেরি ঘরে,
করেছে গো বঞ্চিত,
হৃদয়ে আবার, প্রেম পারাবার,
রেখেছে যে সঞ্চিত।
তাই দিতে যাই, আমি যারে চাই,
প্রণয়ের উপহার।
আকাশের শশী, আমার প্রেয়সী,
স্নিগ্ধ মধুর রূপ,
সে রূপে মুগ্ধ, এ চির লুব্ধ,
অতি কুৎসিত কুরূপ।
তবু তারি আশে, যাই পদপাশে,
খুলিতে তাহারি দ্বার।
অতি সংগোপনে, বাঁধি আলিঙ্গণে,
চুম্বন করি ভালে,
ক্ষণিক পরশে, শিহরি হরষে,
বাঁধিয়া প্রেমের জালে,
লাজ বস্ত্র ধরি, লয় গো আবরি,
মৃদু মৃদু অন্ধকার।

সে দিল আমার, চির সাধনার,
একটি মধুর বর,
জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে,
রাখিব মরম পর ;
সে মহা রতনে, রাখিব যতনে,
সে যে পাথেয় আমার।

হবে না বিফল

জানি, কিছুই হবে না বিফল।
গ্রীষ্ম যখন শোষণ করে
নদ নদীর জল,
বাদল হয়ে ঝরে পড়ে,
বর্ষায় অবিরল।
ঊষর ভূমি, ধূসর হতে
লভে শ্যামল রূপ,
ফলে, ফুলে, পূর্ণ হয়ে
উঠে অপরূপ ;
খর স্রোতে বহে নদী
করে কল কল।
তেমনি করে সকল দুখ,
মেঘের মত উড়ে
ঝর ঝর পড়বে ঝরে
সুখের আকারে ;

আশার রবি উঠবে জ্বলে,
করে ঝলমল।
নিরাশ কেন হবি রে মন,
সবার আছে শেষ,
আজ যে ফকির, কাল্‌কে তার
হবে রাজার বেশ।
দুখের শাখায় ফল্‌বে কভু,
রসাল সুফল।

হারানো সুর

অনেক দূরে হারিয়ে যাওয়া,
একটি করুণ সুর,
হৃদয় মাঝে উঠ্‌ল বেজে,
সুন্দর, মধুর।
আকুল হিয়া গুঞ্জরিয়া
উঠ্‌ল বেদনাতে.
অশ্রুধারা ছাপিয়ে উঠে,
শ্রান্ত আঁখিপাতে
কাহার খোঁজে ডুব দিল সে
মনের গহন পুর।
বাদল ঝরা সজল সাঁঝে,
একলা বসি দ্বারে,
নূপুর ধ্বনি আসছে কাহার
ভেসে এই ধারে ;
কোন্ বিজন পথে আস্‌ছে, ওরে,
কোথায়, কত দূর!

ভুল করে

ভুল করে কেহ, ভুল বুঝে যদি,
কেমনে করিবে দূর,
ভুলের আঘাতে, জীবনখানি,
ভেঙ্গে যদি হয় চুর!

ভুল করে যদি, কেহ বা তোমারে,
অশেষ যাতনা দেয়,
তোমার সুখের বাটিকা খানি,
উজার করিয়া নেয়,
তবু দুখে কভু হয়ো না বিকল,
হয়ো না নিরাশ, আতুর।

যদি নাহি পার, কভু কোন মতে
ভাঙ্গাতে কাহারো ভুল,
সকল প্রয়াস হয় গো ব্যর্থ,
করে দেয় সব ধুল,
তথাপি হয়ো না তুমি বিষাদিত,
তুলো না ব্যথার সুর।

সত্য কদাপি রবে না সুপ্ত,
সূর্য্যের মত দীপ্তিময়,
কভু এ আঁধার নিমেষে কাটিবে,
হইবে তোমারি জয়।

তোমার মুকুটে শোভিবে সেদিন
বিজয়ের কোহিনুর।

আঁক্‌লে কে

আঁক্‌লে কে আজ আল্পনা !
মেঘে মেঘে রং‌এর খেলা,
খেল্‌ছে কে এই সন্ধ্যা বেলা,
বসুন্ধরার রূপের মেলায়,
ফুট্‌ল কাহার কল্পনা !

এঁকেছে কে তুলির টানে,
ছবির মত সকল খানে,
কে সে শিল্পী, কোথায় থাকে,
করছি তারি জল্পনা ।

ঘাসে ঢাকা মাঠের পরে,
ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি ঝরে,
ওধারে ঐ রৌদ্র করে
ফুট্‌ল শোভা অল্প না ।

এই আলো, হাওয়া, শ্যামলিমায়,
মন যে আমার হারিয়ে যায়,
দেখ্‌বি যদি আয় না তোরা,
এ তো আমার গল্প না ।

আকাশের ডাক

আকাশ আজ ডাক দিয়েছে
মাঠের মাঝখানে,
সকল কাজ রইল পড়ে,
গেলাম, তার টানে।

বৃষ্টি ধোওয়া, স্বচ্ছ আকাশ,
রৌদ্র মৃদু, মন্দ,
সিক্ত বাতাস বয়ে বেড়ায়,
বন ফুলের গন্ধ ;
মুখর হয়ে উঠ্‌ল ধরা,
যেন গানে গানে।

কি যে মায়া মাখানো ঐ,
অসীম আকাশে,
দু'হাত তুলে যেতে চায় মন,
উহারি পাশে ;
আশার বাণী শুনায় যেন,
সবার কাণে কাণে।

বসুন্ধরার রূপ খুলেছে,
বৃষ্টি ধারায় নেয়ে,
চোখ জুড়ানো শ্যামল শোভায়
ভুবন আছে ছেয়ে ;
নয়ন মেলে তাই সে চেয়ে
রয়েছে তার পানে।

সবুজ বন্যা বইছে যেন,
ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে,
লক্ষ্মীদেবী বসেছে কি,
সবুজ আসন পেতে ;
ধন্য করে জগৎ খানি,
অমোল স্নেহের দানে।

শ্রাবণ ধারা

দর দর ধারে ঝরে বাদল ধারা।
আনমনে বসে আছি, আপন হারা।

আকাশে কাজল কালো মেঘের মেলা,
গভীর গরজি উঠে, চমকে চপলা,
অবিরত জলতরঙ্গ বাজায় তারা।

থর থর কম্পিত বেণু বীথি দল,
জলভারে টলমল করিছে ভূতল,
অবাধে বহিয়া যায়, পুলকে সারা।

উদাস নয়নে চাহি, সুদূর পাণে,
কি যেন করুণ গান বাজিছে প্রাণে,
কোথা হ'তে কে যেন গো দিতেছে সাড়া।

ঝিল্লি মুখর মম বাতায়ণ-তলে,
কে যেন এসেছে আজি কিসের ছলে,
কে গো সে পথের পথিক, স্বজন ছাড়া !

জ্বলেনি প্রদীপ আজি কুটীরে আমার—
গগনে উঠেনি চাঁদ, ঘন অন্ধকার,
জাগেনি সজল সাঁঝে সন্ধ্যা তারা।

প্রভাত বায়

ঝিরি ঝিরি বহে প্রভাত বায়।
মধুর পরশ বুলায়ে যায়।

শাখে শাখে দেয় দোল্,
ঝুম্‌কা দোলে দোদুল দোল্,
ও মল্লিকা, মুখটি তোল্,
শিউলী ঝরে সুখের ঘায়।

প্রজাপতি উড়ে দলে দলে,
ফুলের কাণে কি যে বলে,
আনাগোণা কিসের ছলে,
ফুলদলে কেন বা লুকায় !

পদ্ম মেলেছে আঁখি,
কিবা সে মাধুরী মাখি,
কি কামনা বুকে রাখি,
রঙেছে লজ্জা-লালিমায়।

গোলাপ উঠেছে হাসি,
ছড়ায়ে রূপ ও গন্ধরাশি,
পরাণে বেজেছে বাঁশি,
কাহারে বিকাতে চায়!

কৃষ্ণ চূড়ার শাখে পাখী,
কি কহে রে ডাকি ডাকি,
জান্‌তে তাহা নেইকো বাকি,
কোকিল কেন কুহু গায়।

তোমার দয়া

আমায় সকলি দিয়া, নিয়েছ কাড়িয়া,
আমারি ভালোর তরে,
ভুলেছিনু তব অসীম করুণা,
অহমিকা কূপে পড়ে।

পেয়ে ধনজন, সুখের সাধন,
উঠেছিনু মত্ত হয়ে,
জীবন প্রবাহ, উদ্দাম স্রোতে,
চলেছিল কোথা বয়ে;
তুমি এসে নাথ, রুধিয়া দাঁড়ালে,
থামালে কল্যাণ করে!

আজি যাহা ধরিবারে চাহি,
টেনে নিয়ে যাও দূরে,
মম শূন্য পেয়ালা পূর্ণ করিতে,
উঠে গো গরল পূরে ;
আগুণ জ্বলিয়া উঠে যে আমার,
সাধের সুখের ঘরে।

এমনি করিয়া নাও কাছে টেনে,
দয়া তব, এ আঘাত,
আরো হানো, ওগো, নিঠুর, দয়াল,
কর তব আঁখিপাত ;
সকল বেদনা ফুলেরি মতন
লইব হৃদয়ে ধরে।

গোলাপ

শিশির স্নাতা, ওগো অনাঘ্রাতা,
রূপসী গোলাপ রাণী,
খোল না তব, নয়ন পল্লব,
তোল নাগো মুখখানি।

কিবা ঢল ঢল, প্রফুল্ল অমল,
অনুপম রূপ রাশি,
প্রভাত কিরণে, নব শিহরণে,
ফুটেছে গোলাপী হাসি।

সবুজ পাতায়, কিবা শোভা পায়,
কিবা সে বর্ন ছটা,
মধুকর কুল, গন্ধে আকুল,
জুটেছে করিয়া ঘটা।

দেবতা বাঞ্ছিতা, হাস্য-রঞ্জিতা,
ওগো পুষ্পরাণী, তব,
সার্থক জীবন, চাহে সর্ব্বজন,
গৌরব অভিনব।

সকল পূজায়, দিতে দেব পায়,
যতনে তোমাকে নেয়,
দেবতার গলে, শোভা পাও বলে,
কত মান সবে দেয়।

দেখ, সে দাঁড়ায়ে, চরণ বাড়ায়ে,
সমুখে তোমার এসেছে,
ধন্য করিতে, হৃদয়ে ধরিতে,
ভাল যে তোমারে বেসেছে।

ঝরে পড় পায়ে, দাও গো বিলায়ে,
আপন জীবন খানি
অমরতা লভ, ওগো, নব নব',
রূপ, রস, গন্ধ, দানি।

সূর্য্যমুখী

শোন সখী, সূর্য্যমুখী,
সূর্য্যেরে দেখিয়া নিতি, জাগে কি পরম প্রীতি,
তাতে কি গো তুমি সুখী ?
সে যায় গগন পারে, তুমি মগন চেয়ে তারে,
এতে তব কিবা সুখ ?
যেদিকে তাহার গতি, সেদিকে তোমার মতি,
তারি প্রতি কেন মুখ।
প্রভাতে আলোর লাগি, আকুল নয়নে জাগি,
চেয়ে থাক পথের পানে,
আলোর পরশ পেয়ে, চিত্ত তব উঠে ছেয়ে,
কোন্ সে আনন্দ গানে !
ওরূপে কেন গো মুগ্ধা, হলে তুমি এত লুব্ধা,
সে যে সুদূর বিহারী,
বৃথা তব ভালবাসা, অলীক তোমার আশা,
কি লাভ, ওরূপ নিহারী !
পাবে না ত কোন দিন, তবে কেন তা'তে লীন,
মিথ্যা স্বপন দেখা !
আলোক পিয়াসী চিত, কর ওগো নিয়ন্ত্রিত,
মুছে ফেল প্রেমের রেখা।
তুমি যে ধরার মেয়ে, থাক তারি বুক ছেয়ে,
মন্দিরে তব স্থান,
অমল জীবনখানি, সফল করগো রাণী,
দেবতারে করে দান।

আনন্দ

তুমি যাহা বলাও, আমার,
তাই বলে আনন্দ।
জানি নাকো বলার রীতি,
জানি নাকো ছন্দ।

যে সুর বাজাও প্রাণের তারে,
সেই সুরে গাই,
সুরের মাঝে তোমার পরশ,
মনে মনে পাই ;
জানি না কার লাগ্‌ল ভাল,
কাহার লাগে মন্দ।

বুঝি না কাব্য কলার নিয়ম,
রচি খেয়াল মত,
ধরা বাঁধার ধারি না ধার,
মুক্ত আমার পথ ;
সকল সময় এড়িয়ে চলি,
বন্ধনের ঐ দ্বন্দ।

যে ফুল ফুটে মনের বনে,
আপনি পড়ে ঝরে,
তোমার পায়ে রাখি গো তাই,
অতি যতন করে ;
জানি না তা বিলায় কিনা,
মৃদু মধুর গন্ধ !

চলার পথ

চলার পথ নয়কো আমার কুসুম ছড়ানো।
কাঁটার বনে প্রতি পদে চরণ জড়ানো।
বাড়াতে পা, ফুটছে কাঁটা, টুটছে ওগো প্রাণ।
তবু আমায় কে নিয়ে যায়, দিয়ে বিপুল টান;
এম্‌নি করে কোন সে দেশের পথটি ধরানো!
পার করিতে হবে গিরি, রাতের আঁধারে,
হেলা ভরে এরিয়ে সকল বিপদ বাধারে;
হাতটি ধরে আছে যে তায় কেন সরানো!
সে হাত ধরে দিব পাড়ি, তুলে নিবে বোঝা তারি,
সে যে গো করুণার বারি সদা ঝরানো।

শাশ্বত

ক্ষণিকের শুধু পরিচয়,
তবু সে ত মিছে নয়;

কত যুগে যুগে, জনমে জনমে,
রয়েছ জাগিয়া, মরমে মরমে,
কত নব রূপে, কত সুখে দুখে,
ফল্গুর ধারা বয়।

সহসা আজিকে চকিত দরশে,
জাগিয়া উঠিল হৃদয় হরষে,
কত প্রেম বারি নীরবে বরষে,
গভীর স্বপন ময়।

তবু চিরদিন তুমি দূরে দূরে,
বাঁশীটি বাজাও, নব নব সুরে,
আঘাত করিয়া হৃদয় পুরে,
নিত্য করিছ জয়।

শান্তি

যেদিন হইতে আমার জীবনে,
এসেছে গভীর ক্লান্তি,
সেই দিন হতে হারায়েছি তোরে,
ওগো, মা, পরমা শান্তি।

তোমার আসনে এসেছে অশান্তি,
জীবনে করেছে ভর,
তুমি মাতঃ, চির কল্যাণময়ী,
হইয়া গিয়াছ পর।

আমার গৃহের অঙ্গণে আজি,
তাহারি তাণ্ডব নৃত্য,
আগুণ জ্বালিয়া খেলা করে সে,
করিছে দারুণ কৃত্য।

শীতল বাতাস তাহার পরশে,
হল যে অগ্নিময়,
ঝরে যায় ফুল, থামে পিককুল,
পাইয়া বিষম ভয়।

পূর্ণ সরসী যায় গো শুকায়ে,
ঝলসে শ্যামল বন,
কর্পূর প্রায় উড়িয়া যে যায়,
সকল ঐশ্বর্য্য ধন।

সোনার কঙ্কন, লৌহ বলয়ে
হয়ে যায় পরিণত,
পায়ের নূপুর বন্দী করে গো,
লৌহ নিগড় মত।

তোমারে হারায়ে এ জীবন মম,
হয়েছে দুর্ব্বিষহ,
ফিরে এসো মাগো, হয়ো না বিমুখ,
ভাগ্যহীনে কোলে লহ।

পদ্মিনী

পদ্মার তীরে, পদ্মবন ঘিরে,
ছিল এক গ্রাম,
শোভা ছিল তার, অতি চমৎকার,
পদ্ম পুকুর নাম।

সেই গাঁয়ে ছিল, পদ্মিনী নামে;
একটি কিশোরী মেয়ে,
ফুট্‌ফুটে তার রূপখানি সবে,
দেখিত গো চেয়ে চেয়ে।

বিধবা মায়ের ঐ এক মেয়ে,
যেন সে নয়নতারা,
উহারি মাঝারে বহিত যেন,
তাহার জীবন ধারা।

যেদিন হইতে কন্যা করিল,
দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ,
সেই দিন হতে ভাবনা মায়ের,
করে কাকে সমর্পণ।

দরিদ্রা নারী, অনাথিনী সে,
নাহিক কোন সঙ্গতি,
কে করিবে দায় মুক্ত তারে,
কে করিবে তার গতি।

চেষ্টার তার নাইক বিরাম,
ফল কিছু নাহি হয়,
হতাশ হইয়া দেবতার দ্বারে,
শেষে সে শরণ লয়।

প্রার্থনা করে একান্ত মনে,
"হে, অগতির গতি,
বাছাকে আমার করে দাও পার,
মিলায়ে দাও হে পতি।

দেবতা শুনিয়া কি ভাবিল তাহা,
বোঝা যে বিষম ভার,
যাচক হইয়া আসিল একদা,
সে গাঁয়ের জমীদার।

পঞ্চাশোর্দ্ধে বয়স তাহার,
তিন জন ঘরণী,
তবুও বাসনা, অঙ্কশায়িণী,
করিতে সোনার বরণী।

বিধবা পড়িল বিষম বিপদে,
ভাবিয়া না পায় কুল,
লালসার পায়ে কেমনে সঁপিবে,
নির্ম্মল এই ফুল।

অমতে আবার নাহিক নিস্তার,
রবে না কিছুই শেষ,
কাঁদিয়া বলিল, "এই কি করিলে,
অবশেষে পরমেশ!

মায়ের যাতনা দেখিয়া পদ্মিনী,
পাইল দারুণ ব্যথা,
শ্রীহরি মন্দিরে যাইয়া নিত্য,
লুটাত শ্রীপদে মাথা।

কহিত সে, কাতর স্বরে,
"শোন ওগো দয়াময়,
মায়ের ভাবনা দূর করে দাও,
আর যে গো নাহি সয়।"

শুনিলেন বুঝি প্রার্থণা তিনি,
নিলেন সকল ভার,
দেবতার লীলা কে বুঝিতে পারে,
এমন শকতি কার !

পূজিবার তরে, প্রতিদিন ভোরে,
তুলিত সে পুষ্পরাশি,
ফুলগুলি যেন ধন্য হইয়া,
হাসিত সুখের হাসি।

পদ্মহস্তে, শ্রীপাদপদ্মে,
অঞ্জলি দিত পদ্ম,
যে ফুল পেয়েছে প্রভাত কিরণে,
রক্তিম আভা সদ্য।

সেদিনও এমনি গেল সে চয়িতে,
নিবিড় পদ্মের বনে,
বিকশিত সব পদ্ম দেখিয়া,
ফুল্ল হইয়া মনে।

সহসা দশিল কালসাপ এক,
কোথা হতে অলক্ষিতে,
বেদনা কাতর পদ্মিনী কাঁদে,
কেহ নাই চারিভিতে।

নির্জ্জন বন, শুধু পাখীগণ,
কাঁদিয়া উঠিল সাথে,
পদ্মিনী লুটায়ে পড়িল ভূমিতে,
তবু তার ফুল হাতে।

এত যে যাতনা, তবু ছাড়িল না,
আঁচলের পদ্মগুলি,
উঠি পড়ি করে, গেল সে মন্দিরে,
দেব পদে দিল তুলি।

প্রভুর চরণে লুটায়ে পড়িল,
কহিল একটি বার,
"ফুলগুলি নাও, হে মোর ঠাকুর,
ঘুচাও দুঃখ মার।"

দেখিতে দেখিতে নীল হয়ে উঠে,
সোনার প্রতিমা খানি,
চিরদিন তরে রুদ্ধ হইল,
তাহার মধুর বাণী।

একে একে সেথা হল সমবেত,
গাঁয়ের সকল লোক,
অভাগিনী মাতা যেন উন্মাদিনী,
পাইয়া বিষম শোক।

জমীদার এসে দেখিল বিস্ময়ে,
পদ্ম ফুলের রাশি,
পদ্মিনীর মত নীল হয়ে গেছে,
তাজা ফুল যেন বাসি।

পদ্ম ও পদ্মিণী মিলে,
যেন্ নীল পদ্ম বন,
দেবতা দাঁড়ায়ে তাহাকেই শুধু,
করিতেছে নিরীক্ষণ।

এস হে

এস হে সুন্দর, চির মনোহর,
ভুবন মোহন বেশে,
এস হে অনন্ত, জীবন বসন্ত,
সকল শোভাতে হেসে।
এস হে প্রশান্ত, চরণ প্রান্ত,
বাড়ায়ে ধরণী পরে,
পুণ্য আলোকে, দ্যুলোকে, ভূলোকে,
সকলি আলোকে ভরে।
হে চির প্রকাশ, কর তমো নাশ,
বিবেক জ্যোতি জ্বালো হে,
মঙ্গল করে, সহস্র ধারে,
জ্ঞানের আলো ঢালো হে।
কুবাসনা রাশি, যায় যেন ভাসি,
ক্ষুদ্র হীনতা যত,
কর হে লুপ্ত ; জাগায়ে সুপ্ত-
জনেরে দেখাও পথ।
নির্ম্মল কর, সকল অন্তর,
শুনাও শান্তির বাণী,
ভৈরব রবে, জাগাইয়া সবে,
দাও হে প্রসাদ খানি।
এস হে রুদ্র, সকল ক্ষুদ্র,
দৈন্যের কর অবসান,
গাও হে আবার, তুলিয়া ঝঙ্কার,
ত্যাগের মহান্ গান।

অন্ধ

একটি পয়সা দাওগো বাবু,
আমি জনম অন্ধ,
জগতের সব সৌন্দর্যের দ্বার,
এই নয়নে বন্ধ।

দেখিনিকো এই পৃথিবী,
কেমন আকাশ, আলো,
চন্দ্র, সূর্য্যের কি সে শোভা,
কেন লাগে ভালো!

সাগর, পাথার, নদী, গিরি,
সবুজ কানন বন,
সবার প্রাণে জাগায় কেন
সুখের শিহরণ!

ফুলের বনে ফুটে কিরূপ
রঙিন ফুলের রাশি,
বর্ণ, গন্ধ, কাহার কেমন,
থাকে কেমন হাসি?

কত রকম পশু পাখী,
মানুষের এই মেলা,
ধরার বুকে, মনের সুখে,
করছে প্রীতির খেলা!

জানি নাকো কিছুই আমি,
সকল সুখে বঞ্চিত,
নিরাশার অশ্রু কেবল
আমার বুকে সঞ্চিত।

আপন বল্‌তে নাইকো কেহ,
নাইকো স্নেহের ছায়া,
পথের পাশে দিন যে কাটে,
জীবনে নাইকো মায়া।

এল না কভু একটি দরদী,
একটি পরম সাথী,
জ্বালিল না কেহ, আঁধার ঘরে,
একটি প্রাণের বাতি।

এ নয়নে কভু পাইনি দেখিতে,
একটি মধুর মুখ,
মিটিল না কভু, প্রাণের পিপাসা,
জুড়াল না মোর বুক।

গভীর আঁধার জগতে আমি,
একেলা, সকল হারা,
অন্তরে, বাহিরে, নিবিড় তিমিরে,
ঢালি গো নয়ন ধারা।

পুকারিয়া বলি, হে নিঠুর বিধি,
বল, আজি একবার,
কোন্ অপরাধে হয়েছি বঞ্চিত,
করেছ জীবন ভার ?

রিক্ত করিয়া পাঠায়েছ যদি,
এস হে হৃদয়ে প্রভু,
তোমার পরশে, সকল শূন্যতা
পূর্ণ হইবে তবু।

উজ্জ্বল কর, সকল অন্তর,
শুনাও আশার বাণী,
ব্যর্থ জীবন, সফল করিয়া,
নাও হে চরণে টানি।

ভিখারিণী

একদা আসিল, এক ভিখারিণী,
ছিন্ন মলিন বাস,
কঙ্কাল সার দেহখানি তার,
কোন মতে নেয় শ্বাস।

বসে পড়ে ভূমে, কহে সকাতরে,
"মাগো, দয়াময়ী রাণী,
কত দিন হল, চোখে দেখি নাই,
এতটুকু অন্নপানী।

অশক্ত দেহ, দ্বারে দ্বারে ঘোরা,
হয়েছে বিষম ভার,
কেহই কিছুই চায় নাগো দিতে,
দয়া ধর্ম্ম নাহি আর।

দোকাণীর কাছে, কভু কভু যেচে,
পাই তুটি ভাজা ছোলা,
কখন ও বা পাই এমন তাড়না,
কিছুতে যায় না ভোলা।”

কহিতে কহিতে অশ্রু আসিল,
তাহার করুণ চোখে,
মমতায় প্রাণ উঠিল ভরিয়া,
সান্ত্বনা দিনু শোকে।

অন্ন আনিয়া সমুখে ধরিতে,
সেকি গো আনন্দ তার,
ক্ষুধিত নয়নে, চাহে ক্ষণে ক্ষণে,
ও যেন জীবন সার।

আহারে বসিয়া অবলীলা ক্রমে,
খাইল এতেক অন্ন,
বিস্ময়ে ভাবি কেমনে সম্ভব,
এমন ক্ষুধার ধন্য।

তিন দিন পরে পথের পাশে,
দেখিতে পাইনু তারে,
ধূলায় শায়িত, স্পন্দ রহিত,
নর্দ্দমার একধারে।

মক্ষিকা কুল অবাধে উড়িছে,
শীর্ণ মুখের পরে,
ঝিরি ঝিরি করে সূক্ষ্ম ধারায়,
বৃষ্টি পড়িছে ঝরে।

সুধাইনু যবে, কি যেন কহিল,
অস্ফুট, ক্ষীণ স্বরে,
কান পেতে শুনি, বলিতেছে সে,
"ক্ষুধায় গেলাম মরে।"

বলিতে বলিতে চোখ দুটি তার
ঊর্দ্ধপাণে হল স্থির,
কোন্ বয়ে বয়ে গড়ায়ে পড়িল,
তপ্ত আখির নীর।

স্তম্ভিত হয়ে, রহিনু দাঁড়ায়ে,
এই কি মরণ রে।
ক্ষুধার আগুণে দহিয়া দহিয়া,
মরণে বরণ রে!

পশুর সমান যাপিত জীবন,
অন্ন, বস্ত্র, গৃহহীন,
সেই দুখ হতে লভিল মুক্তি,
বাজিল ওপারে বীণ।

মরণেও তার ঐ সে ভাবনা,
মুখে সেই এক কথা,
অভিযোগ নিয়া, গেল তব দ্বারে,
হে পাষাণ দেবতা!

পরলোকে তার ঘুচাই ও দুঃখ,
চরণে দিও হে ঠাঁই,
মৃত্যু পথের পাথেয় তাহার,
আর ত কিছুই নাই।

সমর্পণ

তোমারি ইচ্ছার পরে,
সঁপে দিনু আপনারে,
　　অসহায় শিশুর মতন,
কোনই শকতি নাই,
যাহা তুমি কর তাই,
　　তব হাতে জীবন মরণ।
রাখিলে রাখিতে পার,
না রাখ, পরাণে মার,
　　যাহা তব হয় অভিপ্রায়,
তাই কর দয়াময়,
নাহি শঙ্কা নাহি ভয়.
　　শরণ লয়েছি তব পায়।
তুলে যাহা দিবে হাতে,
নীরবে লইব সাথে,
　　মানিব সে তব মহাদান।
বিষ কি অমৃত দাও,
চেয়ে দেখিব না তাও,
　　অকাতরে করে যাব পান।
তুমি যদি যাও ভুলে,
নাহি চাহ চোখ তুলে,
　　আমি চেয়ে রব মুখ পাণে,
যে শিশু মা বিনে আর,
জানে না কে আছে তার,
　　তার তরে বাজিবে না প্রাণে!

মন মানে না

মন মানে না, ওগো,
আমার মন মানে না।
কোথায় ভেসে, যেতে চায় সে,
আপনি জানে না।
রুদ্ধ সে যে কঠিন কারায়,
পথখানি তার খুঁজে না পায়,
ঘরের বাঁধন শিথিল যে তার
আর ত টানে না।
ডাক্‌ল কে ঐ গভীর সুরে,
যেতে হবে অনেক দূরে,
সমুখ পাণে রয় সে চেয়ে,
ওগো, পিছন পাণে না।

তরণী

কে যায় তরণী বেয়ে !
হিল্লোলে হিল্লোলে, দুলে তরী চলে,
কোন্ সাগরে ধেয়ে।
উতল সমীরে, পুলকে শিহরে,
দূরের পিয়াল বন,
সুখের আবেশে, যায় রে ভেসে,
আকুলিত মম মন।

সকল চিত্ত, করিয়া নৃত্য,
উঠিল কি গান গেয়ে।
ধীর প্রবাহে, নদী নীর বহে,
আপন আবেগে যায়,
কল্লোল গীতি, জাগায়, কি স্মৃতি,
পরাণ কাহারে চায়।
নিয়ে যাও মাঝি, ঐ পারে আজি,
রয়েছি গো পথ চেয়ে।

দান

তোমার কারণে যদি কেহ হাসে
আঘাতিয়া পায় সুখ,
কি হেতু ব্যথিত, হবে তব চিত,
বিমলিন হবে মুখ!

সংসার মাঝারে কত যে দুঃখ,
কতই বেদনা রাশি,
কতই অশ্রু প্রবাহ বহিছে,
সুলভ নয়কো হাসি।

তব হেতু যদি পায়রে হাসিতে,
কোনও বিরস মুখ,
সে যে গো তোমার পরম ভাগ্য,
তার সুখে ভর বুক।

আপন দুঃখে হয়ো না অধীর,
অপরের দুখ দেখ,
সকলের মাঝে আপন সত্ত্বা
বিলীন করিতে শেখ।

পূজ্য

মাথার পরে বিপদ রাশি,
তবু যাহার মুখে হাসি
দুঃখ, সুখে, সদা উদাসীন,
দিবা নিশি আত্মলীন,
বিনয়ে দীনাতি দীন
পূজ্য তিনি হন চিরদিন।

মা, মারিস্‌নি

মা, আমায় মারিস্‌নি বেঁধে।
খেলায় ছিলাম নিমগন,
শুনিনি মা ডাক্‌লি কখন,
যাইনি ছুটে আঁচল তলে,
তাই এসেছিস্‌ আপনি সেধে।
এবার কুসন্তানে মেরে ধরে,
তুলে নে মা বুকের পরে।
সারা দিন কেটেছে, মাগো,
শুধু কেঁদে কেঁদে কেঁদে।

আমার সাধ

আমি মরণের কোলে,
যেদিন পড়িব ঢলে,
উৎসব সবে করিও গো।
শঙ্খ বাজাইও গভীর সুরে,
হুলুধ্বনি করো দশদিশি পুরে,
বরণ মাল্যে বঁধুকে আমার,
যতন করিয়া বরিও গো।
সাজাইও আমায়, কুসুম ভূষায়,
অগুরু চন্দন মাখাইও গায়,
ঘোমটা খুলিয়া, মুখটি তুলিয়া,
সমুখে তাহার ধরিও গো।
যতনে রচিও মম ফুল শয্যা,
ফুলে ঢেকে দিও সকল লজ্জা,
চিব মিলনের গীতটি গাহিয়া,
শান্তির বারি ছড়িয়ো গো।

পূজারিণীর অপমান

বাজিয়া উঠিল, আরতি-শঙ্খ শিবের মন্দিরে,
ছুটিয়া আসিল, সে এক রমণী, যেন মুক্ত বন্দীরে।
মলিন বসনা, রুক্ষ, শ্রীহীন, আননে ক্লান্তি মাখা,
মর্ম্মনিহিত বেদনার ছবি, ব্যাকুল নয়নে আঁকা।

দাঁড়ায়ে দুয়ারে আকুলিত প্রাণে দেখিবারে চায়,
বিশ্বের বিষ পানে অকুণ্ঠিত, নীলকণ্ঠ, সে দেবতায়।

মর্ম্মরে গড়া বিশাল দেউল, শিল্পের নাহিসীমা,
পাষাণের বুকে জেগেছে পরাণ, ঘোষিতেছে মহিমা।

বহু দূর হতে টানে যেন ঐ শ্বেত মন্দির চূড়া,
অরুণ কিরণ ঝিকি মিকি হেসে করিতেছে যেথা ক্রীড়া।

সমুখে নন্দী বসিয়া আছে, অবিচল সে প্রহরী,
অদ্ভুত তার দৃপ্ত ভঙ্গিমা, অদ্ভুত কারিগরী।

কে বলিবে সে পাথরে খোদিত যেন জীবন্ত ষণ্ড,
শৃঙ্গ আঘাত করিবে যেন, দেখিলে সেথা ভণ্ড।

ভিতরে আছেন শিবলিঙ্গ, ভকত জনের প্রাণ,
পত্রপুষ্পে আচ্ছাদিত. অলক্ষিত, তবু মূর্ত্তিমান।

পবিত্র সে আবেষ্টন, ভক্তিরসে করে পরিপ্লুত,
অবিশ্বাসী, ভক্তিহীন মহাপাপী নাস্তিকের ও চিত।

তন্ময় হয়ে অপলকে হেরে, সে উদাসিনী নারী,
কপোল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল, তপ্ত অশ্রু বারি।

দিল বুঝি প্রভু পদে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যভার,
যুক্ত করে, কম্প্রদেহে, সীমাহীন রুদ্ধ বেদনার।

সহসা জনতা মাঝারে কেহ কহিল হুঙ্কারি,
"আরে রে অন্ত্যজা, সরে যা, মন্দির দ্বার ছাড়ি।

কি সাহসে এলি দ্বারের সম্মুখে, কাণ্ডজ্ঞান হীনা,
কলুষিত হল দেব আয়তন, ছি ছি ছি, কি ঘৃণা!"

অপরাধীভাবে সভয়ে সঙ্কোচে সরিয়া দাঁড়াল বালা,
কাতর দুইটি নয়নে যেন ধরিল বিষম জ্বালা।

কহিল, সুধীরে, "ক্ষমমোরে, শুচি হয়ে আসিয়াছি হেথা,
অশুচির স্থান কোথা, বিরাজিত কলুষ নাশন যেথা !

যাহার পরশে, সকল কলুষ, নিমেষে পলায়ে যায়।
তাহারে করিবে কলুষিত কেহ, ভাবিতে পরি না হায়।"

ক্রোধভরে কহে নর, "ধৃষ্টতা হেরি তোর হই চমৎকৃত,
চণ্ডালিনী তুই নারী, তব মুখে নীতি কথা মৃত ?

দূরে যা, দূরে যা, স্পর্শ করিবি না, ঘৃণ্যা, অস্পৃশ্যা,
ক্ষমা করিব না এ ঘোর ধৃষ্টতা, এ ঔদ্ধত্য, অবিমৃষ্যা।"

"এত ঘৃণ্য কেন ভাব দ্বিজ, করেছি কি অপরাধ ?
আমারো হৃদয়ে আছেন প্রভু, দেননিত মোরে বাদ।

মন্দিরে তুমি এসেছ যদ্যপি, আমিও আসিতে পারি,
দেব দর্শনে তব অধিকার, অমিও সে অধিকারী।"

গরজি কহিল ব্রাহ্মণ, "স্পর্দ্ধা তোর চরমে উঠিল,
হের ভ্রাতৃগণ, এই ম্লেচ্ছা নারী, জাতি ধর্ম্ম সব নিল।"

কহিল রমণী, "এসেছি আজিকে প্রসাদী ফুলের তরে
পতি মোর রোগে কঙ্কাল সার, মরণ শয্যা পরে।

তার আয়ু ভিক্ষা লাগি আসিয়াছি দেবতার দ্বারে
প্রার্থণা করিব তাঁর, শরণাগতে কে সরাতে পারে !"

"বটে ! হে সুধীজন, শুনিও না উন্মাদিনীর প্রলাপ বচন,
স্বেচ্ছায় না যেতে চায়, প্রহারিয়া কর বিতারন।"

কহিল সরোষে, সক্ষোভে বালা, "হে দাম্ভিক ব্রাহ্মণ,
অবলারে একা পেয়ে কর যদি হেন নির্য্যাতন

কভু নাহি সহিবেন বিশ্বপালক প্রভু বিশ্বেশ্বর
দর্প তব চূর্ণ হবে, চিহ্ন নাহি রবে অতঃপর।

পূজা অন্তে ফুল নিয়া চলিয়া যাইব আমি
তার পূর্বে যাবো নাকো এক পদ নামি।"

ক্রোধে আত্মহারা হয়ে ব্রাহ্মণ প্রহারিল অবলায়
সিঁড়ি হতে পড়ে গেল অভাগিনী কি নিঠুর হায়।

ক্রোধোন্মত্ত জনতা দেখিল না ওই অসহায়
দুখিণীর কাটিল ললাট তীক্ষ্ণ সোপান ঘায়।

দর দর ধারে রক্ত ঝরিছে জ্ঞানহারা প্রায় সে
তবু তারে ঠেলে ফেলে গালি দেয় কটুভাষে।

অধিকার বলে বলীয়ান শক্তির গর্বে গর্বিত
নারীর অঙ্গে হস্ত তুলিয়া করিল নিজেরে খর্ব্বিত।

প্রতিবাদ কেহ করিল না হায় কি বিচিত্র সংসার
বিধির অসহ হল মানবের এই অত্যাচার।

দুরু দুরু কেঁপে উঠে পৃথিবীর বুক দ্রুত তালে
শিবালয় কেঁপে উঠে বুকে লয়ে ক্রুদ্ধ মহাকালে।

তাণ্ডব নৃত্যে মাতিল রুদ্র প্রলয় রূপে তা থৈ থৈ
ত্রিনয়ন হ'তে অগ্নিশিখা ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলিল ঐ।

গুড়্ গুড়্ গুড়্ ভূমিকম্প রবে উঠে আর্ত্তনাদ
কাঁপে জল স্থল যাবে রসাতল ? একিরে প্রমাদ !

হটব না

আমি হটব না রণে।
চির জীবন যুঝব আমি
সকল বাধার সনে।
যতই আঁধার আসুক ঘিরে
জ্বালব আশার প্রদীপটিরে
সেই অলোকে পথ চলিব
পাব না ভয় মনে।
জয় পরাজয় বিধির হাতে
যা দেয় নেব মাথা পেতে
সে নেওয়াই সকল পাওয়া
হবে মোর শেষ ক্ষণে।

অবশেষ

অবশেষ, এই অবশেষ!
জীবনের মহা যজ্ঞে হল সব শেষ।
নাহি আর সেই হৃদয় স্পন্দন
আশায় রঞ্জিত সোনার স্বপন
সঙ্গীতের সেই রেশ।
নাহি সেই রূপ, কুন্দ বরণ
বিম্ব অধর সুনীল নয়ন,
চাচর চিকুর কেশ।

নাহি সে বিভব গর্ব্বিত মন
অবারিত সেই বিলাস ব্যসন
মার্জ্জিত সজ্জিত বেশ।
নাহি ধন জন সম্ভ্রম মান
কামনা বাসনা সুযশ সুনাম
স্বার্থ দ্বন্দ ঈর্ষা দ্বেষ।
নাহি প্রিয়জন পরম সুহৃৎ
আদান প্রদান হৃদয়ের প্রীত
মায়া মমতার লেশ।
নাই নাই ওগো কিছুই যে নাই
হোমানলে জ্বলে হয়ে গেছে ছাই
আছে শুধু ভস্মাবশেষ।

জয় ভুবনেশ্বর

জয় ভুবনেশ্বর, ভোলা মহেশ্বর,
সত্য, শিব সুন্দর হে!
জয় সতীপতি, অগতির গতি,
শঙ্কা হরণ শঙ্কর হে!
জ্ঞানের দীপক, তমঃ বিনাশক,
বিমল বিবেক জ্যোতি হে।
জয় সত্য স্বরূপ, ভাস্কর রূপ,
বিশ্ব প্লাবিনী দ্যুতি হে।
জয় ত্রিলোচন, কলুষ মোচন,
শোক, পাপ, তাপ হারী হে।

রিপু বিনাশক, পরম পাবক,
জনগণ কল্যাণ কারী হে।
দীনজন বন্ধু, করুণার সিন্ধু,
জয় জগদীশ্বর হে,
ভূতগণ ধারক, জগত পালক,
জয় পরমেশ্বর হে।
সৃষ্টি স্থিতি কর্ত্তা, হে বিশ্ব বিধাতা.
নমি পদ কমলে হে.
থাকে পদে মতি, শুধু এ মিনতি.
ক্ষম সদা দুর্ব্বলে হে।

পুষ্পাঞ্জলি

লহ প্রভু, এই পুষ্পাঞ্জলি।
হৃদয়ের বৃন্ত হতে ঝরেছে যে ফুল,
তাহাই সঁপিনু পায়ে. যেও না হে দলি।
জানি, তব যথাযোগ্য পূজা এতো, নয়,
উপেক্ষিবে ভেবে মনে কত লজ্জা, ভয়,
তবুও রাখিনু পায়ে, শুধু এ আশায়,
বঞ্চিত নহে তো কেহ তব করুণায়।

শুদ্ধি পত্র

পৃঃ	উদ্ধৃতি পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	১৩	জ্বালারে	জ্বালোরে
১৭	৪	তবে	তব
২১	৬	এরার	এবার
২৬	৫	তূই	তুই
”	১১	পয়	পর
২৭	২৩	বেয়	বেয়ে
৩১	২	×	লয়েছি আমি সুধামাণি
৪৯	১৪	চুমি	চুমে
৫১	১, ১০	মোহ	মোছ
৫৪	১২	হৃদয়ে	হৃদয়
১০৬	২৬	ভষ্ম	ভস্ম
১৪১	১২	শীষে	শীর্ষে
১৭৪	১২	উদ্দেশেস	উদ্দেশে
১৯৬	১	অক্‌লে	আঁক্‌লে
২২৪	৬	পরি	পারি